পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন


# দুরন্ত বার্তা


সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।


১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 343 Saturday, 16 November, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৩৪৩ সংখ্যা ❋ ৩০ কার্তিক ১৪৩১, শনিবার, ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা


জয়নগরের সরকার বাড়ির রাস উৎসবে জড়িয়ে রয়েছে ডাঃ এন আর এসের ইতিহাস
পাতা-২

শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যমন্ডিত রাস উৎসব শ্রীরামপুর এলাকায়।
পাতা-৩

ট্যাব জালিয়াতি এবার পুরুলিয়ায়! একাধিক স্কুল থেকে টাকা গায়েব।
পাতা-৫

ইন্দোরে রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটের তৃতীয় দিনে মহম্মদ শামির ৩৬ বলে ৩৭ রান
পাতা-৮

## দেশকে সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ করার কাজ করেছেন মোদীজিঃ অমিত শাহ

উমরখেদ, ১৫ নভেম্বর ঃ দেশকে সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ করার কাজ করেছেন মোদীজি। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রচারে এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার মহারাষ্ট্রের উমরখেদে এক নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ বলেছেন, উদ্ধব ঠাকরেজি বলেছেন, তাঁর শিবসেনাই আসল শিবসেনা। আপনারা আমাকে বলুন, প্রকৃত শিবসেনা কি কখনও ঔরঙ্গাবাদের নাম পরিবর্তন করে সম্ভাজি নগর করার বিরোধিতা করতে পারে? তিনি কি আহমেদনগরের নাম পরিবর্তন করে অহিল্যা নগর করার বিরোধিতা করতে পারেন? উদ্ধববাবু, আপনার সেনা এখন শুধু উদ্ধবসেনা হয়ে গেছে। আসল শিবসেনা বিজেপির সঙ্গে। অমিত শাহ আরও বলেছেন, রাহুল বাবা এবং তার দল কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনতে চায়। রাহুল বাবা, আমার কথা শুনুন, আপনার ৪ প্রজন্মও ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, বিশ্বের কোনও শক্তিই কাশ্মীরকে ভারত থেকে আলাদা করতে পারবে না। এটা বিজেপি ও মোদীজির সংকল্প।

## মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলিতে শাহের হেলিকপ্টারে তল্লাশি

মুম্বই, ১৫ নভেম্বর ঃ এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কপ্টারে তল্লাশি চালালো নির্বাচন কমিশন। এর আগে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের কপ্টারে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। জানা যাচ্ছে, শুক্রবার মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি বিধানসভা কেন্দ্রে অমিত শাহের হেলিকপ্টার নামার পরেই তল্লাশি চালান কমিশনের আধিকারিকরা। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে প্রশংসা জানিয়েছেন খোদ অমিত শাহ। তিনি জানান, মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলি কেন্দ্রে প্রচারে যাওয়ার সময় নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা আমার কপ্টারে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছেন। বিজেপি সুষ্ঠু ও সুস্থ নির্বাচন ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে এবং মাননীয় নির্বাচন কমিশনের প্রণীত সমস্ত নিয়ম মেনে চলে। আমাদের সকলকে সুস্থ নির্বাচন ব্যবস্থায় অবদান রাখতে হবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গনতন্ত্র হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

## যোগীরাজ্যে সরকারি চাকরি নিয়ে প্রশ্ন, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ

১৫ নভেম্বর ঃ সরকারি চাকরির পদ ছিল ১৮৬টি। আর আবেদনকারির সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ। নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পর দেখা গেল এই চাকরিতে ঢুকেছে বেনোজন। অভিযোগ উঠছে, ১৮৬টি পদের মধ্যে ২০ শতাংশ পদে নিয়োগ করা হয়েছে বিজেপির নেতা-মন্ত্রী ও উচ্চপদস্ত আমলার আত্মীয়দের। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। বছর তিনেক আগে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ও বিধান পরিষদে কর্মী নিয়োগের পরীক্ষা হয়। ১৮৬টি পদে যথা সময়ে পরীক্ষা ও নিয়োগ সম্পন্ন হয়। এর পরই অভিযোগ ওঠে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তার মধ্যে পাঁচ জনের একজন নেতা বা আমলার আত্মীয়। চাকরিপ্রার্থীরা এই ইস্যুতে আদালতে মামলা দায়ের করেন এলাহাবাদ হাই কোর্টে। অভিযোগ তোলা হয়, এমন অনেককে চাকরি দেওয়া হয়েছে যাঁদের ওই পদে বসার যোগ্যতাই নেই। শুধু মাত্র বিজেপি নেতা-মন্ত্রীর সুপারিশে চাকরি হয়েছে তাঁদের। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর আদালতে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়, যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে সরকারি এজেন্সি এর তদন্ত শুরু করেছে। যদিও রাজ্যের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি এই ঘটনাকে ভয়ংকর দুর্নীতি বলে চিহ্নিত করে আদালত। এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়, এই চাকরি দুর্নীতি মামলার তদন্ত করবে সিবিআই। গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের বিরোধী শিবির। অভিযোগ উঠছে, বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যের যুব সমাজের বেহাল অবস্থাটা আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাশাপাশি স্পষ্ট হচ্ছে বিজেপির নির্লজ্জতা। যোগ্যদের বঞ্চিত করে বেছে বেছে বিজেপি নেতার আত্মীয়দের চাকরি দেওয়া হচ্ছে।

## স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য পুরোপুরি বন্ধ থাকবে হাওড়া ব্রীজ

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ পাঁচ ঘণ্টার জন্য পুরোপুরি যানবাহন বন্ধ থাকবে হাওড়া ব্রিজে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এই ব্রিজের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হবে, করা হবে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। সেই কারণে সপ্তাহান্তে রাত থেকে ভোর, শুক্রবার কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ বর্মা এনিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। যার জন্য বিকল্প রাস্তার কথাও বলা হয়েছে পুলিশের তরফে। মনোজ বর্মার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শনিবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে রবিবার ভোর সাড়ে ৪টে পর্যন্ত কোনও যানবাহন চলবে না রবীন্দ্র সেতু অর্থাৎ হাওড়া ব্রিজ দিয়ে। তার পর থেকে অবশ্য আর কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকছে না। স্বাভাবিক যান চলাচল করবে। শুক্রবার কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ বর্মার প্রকাশ করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে রবিবার ভোর সাড়ে ৪টে পর্যন্ত যে হাওড়া ব্রিজে যান চলাচল বন্ধ থাকবে, তার জন্য বিকল্প রুটে তা চলতে পারবে। সেগুলি হল-স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে আসা উত্তরমুখী গাড়িগুলিকে এমজি রোড ও স্ট্র্যান্ড রোডের ক্রসিং থেকে পোস্তা ও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে নিবেদিতা সেতু দিয়ে পরিবহণ স্বাভাবিক থাকবে।
সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে আসা দক্ষিণমুখী গাড়িগুলিকে এমজি রোড থেকে ঘুরে বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে হাওড়ার দিকে যেতে হবে। ব্র্যাবোর্ন রোড দিয়ে যাতায়াতকারী গাড়িগুলি স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ দিয়ে যেতে পারবে। দক্ষিণ কলকাতা এবং পূর্ব কলকাতা থেকে হাওড়া ব্রিজমুখী গাড়িগুলি বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া গাড়ি চলবে আরবি সেতু, ডিএম বাংলো, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড কোং, ফোরশোর রোড এবং কাজিপাড়া ক্রসিং দিয়ে। হাওড়ার পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে ২৭এ পয়েন্ট থেকে বালি ব্রিজের দিকে এইচআইটি ব্রিজ, গোলাবাড়ি পুলিশ স্টেশন ক্রসিং, পিলখানা এবং জিটি রোডের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। রবিবার থেকে ভোর সাড়ে ৪টের পর থেকে অবশ্য হাওড়া ব্রিজ দিয়ে যে কোনও রকম গাড়ি চলতে পারবে। উল্লেখ্য ২০২৩ সালেও একবার স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েকঘণ্টাই বন্ধ রাখা হয়েছিল হাওড়া ব্রিজ।

### ট্যাব কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা রাজ্যের

## সরকারই রাজ্যের আদিবাসীদের অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কী করেছে, শুক্রবার তার খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরসা মুণ্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে কলকাতার আদিবাসী ভবন থেকে তিনি বলেন, রাজ্যে ২১ লক্ষ ৬২ হাজার ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়। সাঁওতালি ভাষাকে আমরাই স্বীকৃতি দিয়েছি। আদিবাসী সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়াতে অনেক আইসিডিএস সেন্টার করা হয়েছে।' এছাড়া বন্য অধিকার আইনের মাধ্যমে প্রায় ৪৯ হাজার আদিবাসী মানুষকে 'ফরেস্ট পাট্টা' এবং ৮৫১ 'কমিউনিটি পাট্টা' দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রামে কবি সাধু রামচাদ মুর্মুর নামে বিশ্ববিদ্যালয় ও নয়াগ্রামে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর নামে কলেজ করা হয়েছে। আদিবাসী জনজাতির আর্থিক অনটনের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মমতা বলেন, ২০১১ সালের আগে জনজাতির মানুষেরা নিজেদের প্রাপ্য রেশনটাও পেত না। পিঁপড়ে খেয়ে থাকতে হত। এখন সকলের জন্য রেশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাম আমলে জনজাতি উন্নয়নে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬০ কোটি। সেখানে বর্তমানে দেড় হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয় বলেও এদিন জানান মমতা। ট্যাব কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন। পাহাড় সফর শেষে

বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে জালিয়াতরা ট্যাবের টাকা হাতিয়েছে। ইতিমধ্যেই সিট গঠন হয়েছে। প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যেই হ্যাকারদের তদন্ত করে গ্রেফতারও করা হচ্ছে। এদিকে ট্যাব জালিয়াতিতে একজনের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, যাদের যাদের ট্যাবের টাকা গায়েব হয়েছে তাদের প্রত্যেককে প্রাপ্য টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে এই ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের একাংশের বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, প্রশাসন নিজের কাজ করছে। সংবাদ মাধ্যমের তাদের কাঠগড়ায় তোলা উচিত নয়। এইদিকে রাজ্যজুড়ে চলা ট্যাব কেলেঙ্কারির পিছনে আন্ত ঃরাজ্য অসাধু চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে রাজ্য পুলিশের এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছেন । মূলত রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ড থেকেই এই চক্রগুলি কাজ করছে। ভবানী ভবনে আজ সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, রাজ্যের ১ হাজার ৯১১ পড়ুয়ার সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে । ট্যাব কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ৯৩টি মামলায় ১১ জন গ্রেফতার হয়েছে। আরও কয়েকজন এই ঘটনায় জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে। তাদের খোঁজে তদন্ত চলছে। পড়ুয়ারা ট্যাব প্রতারণার শিকার হয়েছে তাঁরা তাঁদের টাকা পেয়ে যাবে বলেও এডিজি দক্ষিণবঙ্গ আশ্বাস দিয়েছেন ।রাজ্য সরকারের তরফে ছৌ শিল্পীদের জিমন্যাস্টিকের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শুক্রবার বিরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ছৌ শিল্পীরা ভাল লং জাম্প দিতে পারে। এদের জিমন্যাস্টিকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে আগামী দিনে এরাই হয়তো অলিম্পিক থেকে সোনা আনবে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উদ্দেশে মমতা বলেন, আমি অরূপকে এই বিষয়টা দেখতে বলব। ইতিমধ্যে ছৌ নাচ যে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত হয়েছে তা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এখানে থামলে চলবে না। আরও এগিয়ে যেতে হবে। এজন্য সরকার উদ্যোগ নেবে।'

## কলকাতায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর ঃ কলকাতায় তৃণমূল কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলি! অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন সুশান্ত ঘোষ। হামলকারীদের পাকড়াও করা হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় কসবার একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বরের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। সেসময় দুই দুস্কৃতী বাইকে এসে হামলা চালায়। বাইকের পিছনে বসা ব্যক্তি পিস্তল বের করে সুশান্তবাবুকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কোনও কারণে ট্রিগার জ্যাম হয়ে গিয়ে গুলি বেরয়নি। অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা হয় তৃণমূল কাউন্সিলরের। কিন্তু পালাতে পারেনি হামলাকারীরা। সুশান্তবাবুর সঙ্গীরা তাদের ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত তৃণমূল কাউন্সিলর। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, আমি হামলাকারীরা চিনি না। ওরা বাংলার লোক নয় বলেই মনে হচ্ছে। কী কারণে হামলা হল তা জানতে চাইলে সুশান্তবাবু বলেন, আমি এখনই বলতে পারছি না এই হামলার মোটিভ কী।

## জেলার পাশাপাশি তৃণমূলের যুব ও ছাত্র সংগঠনে রদবদলও অনিবার্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ তৃণমূলের জেলা সংগঠনের পাশাপাশি দলের যুব ও ছাত্র সংগঠনে রদবদলও একপ্রকার অনিবার্য। এই রদবদলে বড় ভূমিকা নিচ্ছেন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, প্রস্তাবিত ও সম্ভাব্য রদবদলের কয়েকটা স্তর রয়েছে। সাংগঠনিক রদবদলের ক্ষেত্রে প্রথমে জেলা ও ব্লক স্তরে বদল ঘটানো হবে। সেই সঙ্গে অভিষেক আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে পুরসভা ভোটে যেখানে যেখানে খারাপ ফলাফল হয়েছে সেখানে পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান দুজনকেই সরানো হবে। পরিবর্তে নতুন মুখ আনা হবে। শেষ মুহূর্তে কৌশলের কোনও বদল না ঘটলে যুব সভানেত্রীর পদ থেকে সরানো হতে পারে সায়নী ঘোষকে। সায়নীর থেকে জেলা স্তরে যুব সংগঠনে রদবদলের জন্য সুপারিশ অনেক আগেই নিয়ে রেখেছেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। ২১ জুলাইয়ের আগে সেই পর্ব সম্পন্ন হয়েছে।

একই ভাবে রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদেও। দলের রাজ্য নেতাদের অনেকের মতে, ছাত্র ও যুব সংগঠন ঢেলে সাজানো জরুরি। দলের এই দুই শাখা সংগঠন যে ভোঁতা, অকেজো এবং একেবারেই কার্যকরী নয় তা সম্প্রতি আর জি কর পর্বেও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। জেলা সংগঠনে রদবদলের পর দলের রাজ্য সংগঠনেও কিছু বদল হতে পারে। তবে তা নিয়ে এখনও যে আলোচনা খুব এগিয়েছে তা নয়। মূলত জেলা ও পুরসভা স্তরে বদল নিয়েই সবিস্তার সমীক্ষা করেছে পরামর্শদান সংস্থা ' তাদের সুপারিশ মোতাবেক একটা খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। কালীঘাট ঘনিষ্ঠ নেতাদের মতে, সংগঠনে এই সব রদবদল হয়ে যাওয়ার পর রাজ্য মন্ত্রিসভাতেও কিছু বদল অনিবার্য ভাবে হতে পারে। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে সেটা হবে মন্ত্রিসভার শেষ রদবদল। প্রসঙ্গত, নভেম্বরে অসলো (নরওয়ের রাজধানী) সফরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রায় শেষ মুহূর্তে তিনি সফর বাতিল করায় অনেকের অনুমান, দলের প্রস্তাবিত রদবদল আসন্ন।

## ৪৮ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ফোকাস কান্ট্রি জার্মানি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ বারো মাসে তেরো পার্বণ- শারদোসবের পর বই পার্বণ। আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ইতিহাসে এই প্রথম জার্মানি ফোকাস কান্ট্রি হিসেবে যুক্ত হল। কলকাতার মুকুটে নতুন পালক। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সে দেশের কলকাতাস্থিত কনসাল সিমোন ক্লাইনপাস উপস্থিত ছিলেন। আগামী বছরের ২৮ জানুয়ারি ৪৮ তম কলকাতা বইমেলা শুরু এবং ৯ ফেব্রুয়ারি মেলার সমাপ্তি দিন ধার্য হয়েছে। মেলার উদ্বোধক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বছরের থিম কান্ট্রি- জার্মানি। সাংবাদিক সম্মেলনে শুক্রবার বিস্তারিত জানিয়েছেন পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ডের তরফে সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। তিনি আরও বলেন এ প্রসঙ্গে, ১৯৭৬ সালে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলার আদলে কলকাতায় এর গোড়াপত্তন করা হয়েছে। যদিও বিদেশের মাটিতে ১৯৮৪ এবং পরবর্তীতে ২০০৬ সালে ভারতকে ফোকাস কান্ট্রি করে ফ্রাঙ্কফুর্টের বইমেলা কর্তৃপক্ষ। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে জানান, গতবছর ২৭ লক্ষ পুস্তকপ্রেমী মেলায় যোগ দেন। ২৩ কোটি টাকার ব্যবসা করা সম্ভব হয়েছিল। যথারীতি এ বছর ও নতুন স্টলের জন্য একাধিক আবেদন পত্র জমা পড়েছে। তবুও গিল্ড কর্তৃপক্ষ নিরুপায়। মেলামাঠের জায়গা তো আর বাড়ছে না। কাজেই দুশ্চিন্তার মেঘ রয়েছে। তবে আরও বেশি যাতে পুস্তক প্রেমী যোগ দিতে পারেন এ জন্য পরিবেশ বান্ধব গড়ে তোলা হবে। করুণাময়ীতে অবস্থিত মেলা প্রাঙ্গণে দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যহ সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকবে সাধারণের জন্য। পুস্তক অনুরাগীদের জন্য সুখবর হল, শনিবার রাতে এক ঘন্টা বেশি সময় খুলে রাখা হবে মেলা প্রাঙ্গণ। যুগ্ম সম্পাদক রাজু বর্মণ সহ অন্যান্য পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে। গাইড ম্যাপ ও মিলবে।

## ডায়মন্ড হারবারে 'ডক্টর সামিট-২০২৪', প্রধান বক্তা অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ আর জি কর কাণ্ডের প্রেক্ষাপটে 'ডক্টর সামিট-২০২৪' হচ্ছে ডায়মন্ড হারবারের আমতলায়। আগামী ৩০ নভেম্বর, শনিবার বিকেল তিনটায় 'হেলথ ফর অল' শীর্ষক কর্মসূচি পালিত হবে সমন্বয় অডিটোরিয়ামে। সভার প্রধান বক্তা, স্থানীয় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে দুই ডাক্তারের নাম দিয়ে ওই কর্মসূচির প্রচার শুরু হয়েছে। একটি ডিজিটাল কার্ডের একদিকে 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর ধাঁচে একটি লোগো যেমন আছে, ঠিক তেমনই ডানদিকে অভিষেকের ছবিও রয়েছে। 'অভয়া' কাণ্ডের ৯৫ দিন পূর্ণ হওয়ার পর এই প্রথম চিকিৎসকদের নিয়ে এত বড়মাপে কর্মসূচি। আর তাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তৃণমূলের কোনও শীর্ষস্তরের নেতার অংশগ্রহণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে উদ্যোক্তারা প্রচার শুরু করেছেন। স্বভাবতই ৩০ নভেম্বর ডাক্তারদের ওই সভায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কী বক্তব্য রাখেন, সেদিকে যেমন নজর থাকবে তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে, তেমনই বিরোধী দলের তরফেও কৌতূহল বাড়ছে অভিষেকের এই কর্মসূচিকে নিয়ে। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকেই ডাক্তাররা আমতলার ওই 'ডক্টর সামিট'-এ আসবেন বলে দাবি করা হয়েছে। আগেই অভিষেক বলেছিলেন, এবার তাঁর সংসদীয় এলাকায় আর ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নয়, হবে স্বাস্থ্যশিবির। তার প্রস্তুতিও নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন স্থানীয় নেতৃত্বকে। এবার 'ডক্টর সামিট'-এর মতো বড়সড় কর্মসূচির প্রচার থেকেই স্পষ্ট, ডাক্তারদের সঙ্গে জনসংযোগেও মন দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই কমর্সূচির 'ছিম সং' রিলিজ করা হয়েছে। সেই থিম সঙে বলা হচ্ছে - 'গরিবের ভগবান, নারীদের সম্মান, তোমার সাথে জড়িয়ে বিপদের সেদিনে পেয়েছি তোমায় পাশে, দিয়েছ দুহাত বাড়িয়ে। সহস্র এ লড়াই লড়ে গেছ চুপ করে, নতুন সে দিনের খোঁজেবাংলা তোমার হাতে সুরক্ষিত জানি, হারবে না তুমি সহজে। সবুজ সেনার সেনাপতি, যুব সমাজের নতুন জীবন এগিয়ে চলার সাহস হয়ে। তুমি অভিষেক, সাহস অনেক নিয়ে তোমার সাথী হলাম বাংলার যুবরাজ, আজ তোমায় জানাই সেলাম।'' এই গান বাজিয়ে সকলের কাছে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

## 'নতুন এই বাংলাদেশ' আফসোস করছে আমেরিকা

দুরন্ত বার্তা, প্রতিবেদন ঃ একেবারেই বদলে গিয়েছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ছবিটা। শেখ হাসিনার সময় বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভালোই ছিল বলে মনে করছে আমেরিকা। তাঁর পতনের পর মাথাচারা দিচ্ছে জামাত, হেফাজতে ইসলামির মতো মৌলবাদী দলগুলো। জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে একাধিক জঙ্গি নেতা। একের একের ঐতিহাসিক মূর্তি-ভাস্কর্য ভাঙচুরের পাশাপাশি অত্যাচার শুরু হয়ছে হিন্দু-সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর। প্রতিনিয়িত তাঁদের নানা হুমকির সামনে হতে হচ্ছে। যা নিয়ে রীতিমত আতঙ্কিত আমেরিকা। গত জুলাই মাসে ছাত্র আন্দোলনে জ্বলে উঠেছিল বাংলাদেশ। বহু রক্ত ঝরার পর গত ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যান হাসিনা। ক্ষমতাচ্যুত হয় আওয়ামি লিগ সরকার। হাসিনার পতনে অনেকেই আমেরিকার গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছিলেন। কারণ মুজিবকন্যার সঙ্গে আমেরিকার সংঘাত কারও অজানা নয়। মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার আহ্বান জানিয়েছিল ওয়াশিংটন। কিন্তু এখন বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন আমেরিকা। হাসিনার শাসনকালের কথা তুলে ধরে হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন আধিকারিক লিসা কার্টিস বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ এখন কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। শেখ হাসিনা রাজনৈতিক পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য নানা পদক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর সময় অনেক আশার আলো ছিল। গণতন্ত্র আরও

শক্তিশালী হওয়া নিয়ে আশাবাদী ছিলেন নাগরিকরা। বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম রক্তাক্ত দিন ২০১৬ সালের ১ জুলাই। সেদিন রাজধানী ঢাকার গুলশনে হোলি আর্টিজান বেকারিতে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা করা হয়েছিল। হাসিনাহীন বাংলাদেশে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই গুলশন হামলার স্মারক। মূর্তি ভেঙে লাগিয়ে দেওয়া হয় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরিরের পোস্টার। গুলশন হামলার প্রসঙ্গত তুলে লিসা কার্টিস বলেন, বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস রয়েছে। ২০১৬ সালের হোলি আর্টিজানের ঘটনা আমাদের সকলের মনে আছে। ইসলামিক স্টেট তাদের কার্যকলাপ বাড়িয়ে তুলেছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা খুব কড়া হাতে সন্ত্রাসবাদ দমন করেছিলেন। উগ্রপন্থাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আবার সেই উগ্রপন্থাই ফিরে আসছে রাজনীতিতে। যা বাংলাদেশের অশনি সংকেত। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে কিংবা আমেরিকার জন্যও এই পরিস্থিতি উদ্বেগের। বিষয়টিকে হয়ত সদ্য নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্প অগ্রাধিকার নাও দিতে পারেন। কিন্তু ট্রাম্প এবং তাঁর দলের এনিয়ে কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে।
প্রসঙ্গত, হাসিনা বহুবার অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে গদিচ্যুত করতে চায় আমেরিকা। চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের সময় গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে ঢাকাকে তোপ দেগেছিল ওয়াশিংটন। সেসময় ক্ষমতায় ছিল হাসিনা সরকার। এছাড়া সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সেনাঘাঁটি তৈরির আবেদন জানিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। যা ফিরিয়ে দেন হাসিনা। তার পর থেকেই দুদেশের সম্পর্কের ফাটল চওাা হয়। কয়েকদিন আগে আমেরিকাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে। বিপুল ভোটে জয় পেয়েছেন ট্রাম্প। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে সেকথা শোনা গিয়েছিল ট্রাম্পের গলাতেও। তিনি বলেন। হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর হামলা চলছে বাংলাদেশে। লাগাতার আক্রমণ করে লুটপাট চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। সবমিলিয়ে চূড়ান্ত অশান্তি। আমার নজরে থাকলে এমনটা কখনই হতে পারত না। নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য রিপাবলিকান নেতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন হাসিনা।

# জয়নগরের সরকার বাড়ির রাস উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ডাক্তার নীলরতন সরকারের ইতিহাস

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৫ নভেম্বর ঃ সরকারি সাহায্য ছাড়া কোনোরকমে চলছে জয়নগরের প্রাচীন দুটি রাসযাত্রা। নদীয়া শান্তিপুরের পাশাপাশি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সারম্ভরে পালন করা হয় রাস উৎসব। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় রাস উৎসবের সুখ্যাতি রয়েছে জেলা ছাড়িয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। তেমনি জয়নগর উওরপাড়া সরকার বাড়ির রাস উৎসবের সুখ্যাতি অর্জন করেছে এক পৃথক কারণে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এলাকার সরকার বাড়ির রাস উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ডাঃ নীলরতন সরকারের নাম। আজ থেকে প্রায় আনুমানিক ২০০ বছর আগে জয়নগর উওরপাড়ার সরকার বাড়িতে জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হতো দূর্গা উৎসব। দুর্গোসবের পাশাপাশি জয়নগর এলাকার সরকার বাড়ির পরিবারের সদস্যরা উৎসবের আমেজকে ধরে রাখতে পালন করতো রাস উৎসব। জয়নগর উওর পাড়ার এই সরকার বাড়ির রাস উৎসব অতীতের জৌলুস হারিয়েছে কিন্তু প্রাচীন প্রথা মেনে এখনো পালন করা হয় জয়নগর সরকার বাড়িতে রাস উৎসব। শুক্রবার রাস পূর্ণিমার পুন্য লগ্নে রাস উৎসবের মাতবে গোটা বাংলার পাশাপাশি জয়নগরের সরকার বাড়িতেও সাড়ম্বরে পালন করা হয় রাস উৎসব। কথিত রয়েছে, আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ২০০ বছর আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর উওরপাড়ার স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র সরকারের হাত ধরে জয়নগরের সরকার বাড়িতে রাস উৎসবের শুভ সূচনা করা হয়। প্রাচীন প্রথা মেনেই প্রায় ২০০ বছর ধরে চলে আসছে সেই রাস উৎসব। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের নেতড়া এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন ডাঃ নীলরতন সরকার।

তৎকালীন সময়ে পড়াশোনা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু জয়নগরের উওরপাড়ার মামার বাড়িতে থেকেই চালিয়ে যেত ডাঃ নীলরতন সরকার। এই মামার বাড়ি থেকেই সে বহড়ু হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছিল। কর্মজীবনে বেশিরভাগ অংশই জয়নগর কেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছিল ডক্টর নীলরতন সরকারের। প্রতি বছর রাস উৎসবে জয়নগরের এই সরকার বাড়িতে ছুটে আসতেন ডাঃ নীলরতন সরকার। তৎকালীন সময়ে জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হতো সরকার বাড়িতে এই রাস উৎসব। এ বিষয়ে সরকার বাড়ির বর্তমান সদস্য শৈলেন্দ্রনাথ সরকার জানান,এই রাস পুজো হয় গোপাল জিউর,রাধা ও বিষ্ণুর মূর্তিকে সামনে রেখে। তবে আগের মতন জৌলুস আর নেই এই সরকার বাড়ির রাস উৎসবে। আগে এলাকার বহু মানুষ এই রাস উৎসব চালানোর জন্য এগিয়ে আসতো কিন্তু এখন আর এলাকার মানুষ এই রাস উৎসব নিয়ে আগ্রহ দেখায় না। আগে এক সপ্তাহ ধরে মেলা বসতো। পুতুল নাচ, যাত্রা, বাউল,কীর্তনের অনুষ্ঠানে আশে পাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ উপস্থিত হতো। পূর্ণদাস বাউলের মতন শিল্পী এখানে এসে অনুষ্ঠান করে গেছে। এখানকার রাসে একশোর ওপর মাটির সঙ তৈরি করা হয়। এখন চারদিন ধরে চলে এই উৎসব। আগে জয়নগর মিত্রগঞ্জ বাজারের সবজি,মাছের বাজার বসতো এখানে এক সপ্তাহ ধরে। এখন তা বসে না। অতীতের সেই জৌলুস হারিয়ে গিয়েছে। এখন যথ সামান্য সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাস উৎসবকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বর্তমান বংশধরেরা। তাঁরা চায় এলাকার মানুষ এগিয়ে আসুক এই উৎসবে আরো বেশি করে। আনন্দের সঙ্গে কেটে যায় রাস উৎসবের কয়েকটা দিন। অতীতের সেই ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে উওরপাড়ার সরকার বাড়ির সদস্যরা। আর এই সরকার বাড়ির পাশে ঘোষ বাড়ির রাস ও আগে জমজমাট হতো। এখন শুধু ইতিহাস টেনে নিয়ে চলেছে এই বাড়ির বংশধরেরা। ১২০০ বঙ্গাব্দে কৃপারাম ঘোষের পুত্র রামজয় ঘোষ স্বপ্নাদেশ পেয়ে নন্দ নন্দন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আজ ও সেই মূর্তিতে রাস যাত্রা হয়ে আসছে ঘোষ বাড়িতে। এবারে এখানে গান, যাত্রা,পুতুলনাচ ও কীর্তনের অনুষ্ঠান হবে বলে জানা গেল। তাই শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে নেমে জয়নগর উওরপাড়ায় চলে আসতে পারেন অটো, টোটো বা ভ্যান যোগে।

## দিল্লিতে জনজাতীয় গৌরব দিবস পালন

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর ঃ ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুক্রবার দিল্লিতে পালিত হল জনজাতি গৌরব দিবস। এদিন দিল্লির বাঁসেরা উদ্যানে বিরসা মুন্ডার মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার, দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা প্রমুখ। এদিন থেকে বর্ষব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের কথাও জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, এইমাত্র আমাদের উপ-রাজ্যপাল সাহেব আমাকে বললেন, এই ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে এই 'বাঁসেরা' তৈরি করা হয়েছে, এটি এক সময়. আবর্জনার স্তূপ ছিল এবং এখন এখানে লক্ষ লক্ষ পাখি আসে। যখন একটি সরকার আসে সমাজ ও মানুষের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে, এটি তার একটি নিখুঁত উদাহরণ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার বলেছেন, সরাই কালে খান চক এখন থেকে বিরসা মুন্ডা চক হিসাবে পরিচিত হবে।

## ঝাড়খণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা

শ্রীনগর, ১৫ নভেম্বর ঃ শুক্রবার ঝাড়খণ্ডবাসীদের তাঁদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। এদিনই ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তী। উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন যে, জনজাতীয় গৌরব দিবসে জনজাতিদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং দেশের অগ্রগতিতে তাঁদের ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

## দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই মজুরি বৈষম্য অনেক চেষ্টা করেও দূর করা যাচ্ছে না

দুরন্ত বার্তা, শীতলকুচি, ১৫ নভেম্বর ঃ পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে একই কাজে একই বেতনের নির্দেশ আদালত অনেক আগেই দিয়েছিল। মহিলাদের সমান অধিকারের জন্য কম অন্দোলন হয়নি। সরকারি ক্ষেত্রেও লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে নানা পদক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা মিটেছে না। ধান কাটার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে বলে শোনা গিয়েছে। এই মরশুমে মহিলা কৃষিশ্রমিকদের ক্ষেত্রে একই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে খবর মিলেছে। বস্তুত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমন ধান কাটার মরশুম শুরু হয়েছে। চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলবে। দক্ষিণবঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রের সাহায্যে ধান কাটা ও ঝাড়াই প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে শুরু হলেও উত্তরবঙ্গে এখনও সার্বিকভাবে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করা হয়নি। এখানে চিরাচারিত পদ্ধতিতেই ধান কাটা হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগ, মজুরির অর্থ সাশ্রয়ে জমির মালিকরা ধান কাটার ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলা শ্রমিকদের কম মজুরি দিচ্ছেন। এনিয়ে এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। মাথাভাঙ্গা মহকুমা সহ শ্রম আধিকারিক বললেন, 'কাজের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য থাকা উচিত নয়। বিষয়টি নিয়ে আমাদের কাছে অভিযোগ আসেনি। শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে অদক্ষ, অর্ধদক্ষ এবং দক্ষ এই তিন ধাপে মজুরি প্রদান করা হয়। তবে কৃষিশ্রমিকদের ক্ষেত্রে কীভাবে মজুরি প্রদান হচ্ছে বিষয়টি কৃষি বিভাগের দেখা প্রয়োজন।' শীতলকুচি ব্লকের বড় কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলারা ছোট কৈমারি গ্রামে আমন ধান কাটার সময়.এ নিয়ে তাঁদের ক্ষোভ চেপে রাখেননি। তারা বললেন, 'আমরা তিনজন মহিলা মিলে সারাদিনে এক বিঘা জমির ধান কাটতে পারি। সমসংখ্যক পুরুষও একদিনে ওই পরিমাণ জমিরই ধান কাটতে পারেন। তা সত্ত্বেও পুরুষদের হাজিরা যেখানে প্রতিদিন ৪০০ টাকা সেখানে

রোদে বৃষ্টিতে ভিজে ধান কাঠছেন পুরুষ মহিলারা। ছবি-অনিকেত নস্কর।

আমাদের দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা দেওয়া হয়। মজুরির ক্ষেত্রে এই বৈষম্য থাকা উচিত নয়।' মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের মধ্য বাইশগুড়ি গ্রামের মহিলা কৃষিশ্রমিকদের আমন ধান কাটার মরশুমে দম ফেলার জো নেই। তারা বললেন, 'কৃষিশ্রমিকদের বেশিরভাগ জীবিকার প্রয়োজনে ভিনরাজ্যে চলে যাওয়ায় তাঁদের সংখ্যা কমেছে। মহিলা কৃষিশ্রমিকদের চাহিদা রয়েছে। তবে একই কাজ করলেও পুরুষদের তুলনায় আমাদের কম মজুরি কেন দেওয়া হয় তা বুঝতে পারি না।' সায় দিয়ে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের টাউরিকাটা গ্রামের অন্য একজনের বক্তব্য, 'আমরা ও মহিলা শ্রমিকের মধ্যে এই মজুরি বৈষম্য দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে।' এনিয়ে বিভিন্ন সংগঠনও ক্ষুব্ধ। সিপিএমের কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভার কোচবিহার জেলা কমিটির এক সদস্য বলেন, 'কাজের মজুরি বৈষম্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে আসছে। খেতমজুরদের মজুরি বৃদ্ধির পাশাপাশি মহিলা শ্রমিকদের পুরুষদের সমান হারে মজুরি প্রদানের জন্য মরশুম শুরু হওয়ার আগেই জেলা শাসক পর্যায়ের ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে ফের সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হবে।' তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক সভাপতি বললেন, 'ঘটনাটি আমাদের নজরেও এসেছে। আমাদের সংগঠন সম কাজে সম মজুরিতে বিশ্বাসী। তবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই মজুরি বৈষম্য অনেক চেষ্টা করেও দূর করা যাচ্ছে না।'

# উত্তর পূর্ব রেলওয়ে স্টেশন গুলিতে থেকে ১৫ নভেম্বর ছাড়বে ৩২টি বিশেষ ট্রেন

১৫ নভেম্বরঃ আজ ১৫ নভেম্বর ২০২৪-এ, ৩২টি বিশেষ ট্রেন উত্তর পূর্ব রেলওয়ে স্টেশনগুলিতেথেকে চলবে এবং ১১টি বিশেষ ট্রেন উত্তর পূর্ব রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্য দিয়ে চলবে। গোরখপুর, ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ ছট উৎসব উপলক্ষে-উত্তরাখণ্ড থেকে থেকে চলমান বিশেষ ট্রেনের বিবরণ- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫০৯৭ টানাকপুর-দৌরাই স্পেশাল ট্রেন টানাকপুর থেকে ১৮.২৫ টায় চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫০৯৮ দৌরাই-টানাকপুর স্পেশাল ট্রেনটি ০৯.৩৫ এ টানাকপুর পৌঁছাবে। উত্তরপ্রদেশ থেকে যাওয়া বিশেষ ট্রেনের বিবরণ- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৯৪৫০ গোরখপুর-আমেদাবাদ স্পেশাল ট্রেন গোরখপুর থেকে ০৭.৩০ এ চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫০৫৩ গোরখপুর-বান্দ্রা টার্মিনাস স্পেশাল ট্রেন গোরখপুর থেকে ০৯.৩০ এ চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০১০৮০ গোরখপুর-ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস স্পেশাল ট্রেন গোরখপুর থেকে ১৪.৩০ টায় চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৯১৮৪ বেনারস-মুম্বাই সেন্ট্রাল স্পেশাল ট্রেন বেনারস থেকে ১৪.৩০ টায় চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০১৪১৬ গোরখপুর-পুনে স্পেশাল ট্রেন গোরখপুর থেকে ১৭.৩০ টায় চলবে।- ০৮ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫৬৩৪ গোরখপুর-অরেঞ্জ স্পেশাল ট্রেন গোরখপুর থেকে ২০.৫৫ মিনিটে চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০২৫৮৭ গোরখপুর-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস স্পেশাল ট্রেন গোরখপুর থেকে ২১.১০ টায় চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৪৫১৭ গোরখপুর-চণ্ডীগড় স্পেশাল ট্রেন গোরখপুর থেকে ২২.০৫ টায় চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৪৮৩০ গোরখপুর-যোধপুর স্পেশাল ট্রেন গোরখপুর থেকে ২৩.২৫ টায় চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৯৪৪৯ আহমেদাবাদ-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন ০৪.৩০ এ গোরখপুর পৌঁছবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫০০৬ অমৃতসর-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন ০৮.৫০ এ গোরখপুর পৌঁছবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০১০৭৯ ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন সকাল ১০.০০ টায় গোরখপুর পৌঁছবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৯১৮৩ মুম্বাই সেন্ট্রাল-বেনারস স্পেশাল ট্রেন সকাল ১০.৩০ টায় বেনারসে পৌঁছাবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫৬৩৩ নারাঙ্গি-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন ১৩.০০ টায় গোরখপুর পৌঁছবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫০৬৩ কলকাতা-মাউ স্পেশাল ট্রেন ১৩.২০ টায় মৌ পৌঁছাবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০১৪১৫ পুনে-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন ১৬.০০ টায়

গোরখপুর পৌঁছবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫৩০২ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-মাউ স্পেশাল ট্রেন ১৭.৪৫ ঘন্টায় মৌ পৌঁছাবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫৩২৬ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন ১৮.০০ টায় গোরখপুর পৌঁছবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৪৫১৮ চণ্ডীগড়-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন ১৮.২০ টায় গোরখপুর পৌঁছবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৪৮২৯ যোধপুর-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন ২০.৫০ টায় গোরখপুর পৌঁছবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৯০৩১ বান্দ্রা টার্মিনাস-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেন ২১.০০ টায় গোরখপুর পৌঁছবে। বিহার থেকেগামী বিশেষ ট্রেনের বিবরণ- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫৭৪৩ ছাপড়া-কাটিহার স্পেশাল ট্রেন ছাপড়া থেকে ০৪.৩০ এ চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫০৪৯ ছাপড়া-অমৃতসর স্পেশাল ট্রেন ছাপড়া থেকে ০৯.৫৫ এ চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০২২৭০ লখনউ-ছাপরা স্পেশাল ট্রেন লখনউ থেকে ১৪.১৫ টায় চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫২৯৮ ছাপড়া-পাটলিপুত্র স্পেশাল ট্রেন ছাপড়া থেকে ১৫.২০ টায় চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫১১৫ ছাপড়া-উধনা স্পেশাল ট্রেন ছাপড়া থেকে ২১.৩০ এ চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০২২৬৯ ছাপড়া-লখনউ বিশেষ ট্রেন ছাপরা থেকে ২৩.০০ টায় চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫৭৪৪ কাটিহার-ছাপড়া স্পেশাল ট্রেন ০০.২০ এ ছাপড়া পৌঁছবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫১১০ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-ছাপরা স্পেশাল ট্রেন চাপড়া পৌঁছবে ০৬.৪৫ এ।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫২৯৭ পাটলিপুত্র-ছাপড়া স্পেশাল ট্রেন ছাপড়া পৌঁছবে সকাল ১০.৫০ টায়। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের স্টেশনগুলির মধ্য দিয়ে চালানো বিশেষ ট্রেনগুলির বিবরণ- ০৫৫৬৫ সহরসা-সিরহিন্দ বিশেষ ট্রেন ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ এ চলবে।- ০১২০৮ সমষ্টিপুর-নাগপুর বিশেষ ট্রেন ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ এ চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৪১৯৫ আগ্রা ক্যান্ট-ফোরবিসগঞ্জ বিশেষ ট্রেন চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৪০৩১ সহরসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল বিশেষ ট্রেন চলবে।- ০৪৬৪৫ বারাউনি-জম্মুথাভি স্পেশাল ট্রেন ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ এ চলবে।- ০৪৩১৪ হরিদ্বার-মুজাফফরপুর বিশেষ ট্রেন ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ এ চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৪০৫৮ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-মুজাফফরপুর বিশেষ ট্রেন চলবে।- ০৯০৬৭ উধনা-বরাউনি বিশেষ ট্রেন ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ এ চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫২৮৩ মুজাফফরপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল বিশেষ ট্রেন চলবে।- ১৫ নভেম্বর, ২০২৪, ০৫২৮৪ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-মুজাফফরপুর বিশেষ ট্রেন চলবে।- ০৫৭৯৭ অমৃতসর-জোগবানি বিশেষ ট্রেন ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ এ চলবে।স্টেশনগুলোতে যাত্রীদের সুবিধার্থে ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স দ্বারা যাত্রীদের সারিবদ্ধভাবে ট্রেনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

# আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে রোড সেফটি, ম্যানজেমেন্ট নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হবে

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ১৫ নভেম্বর ঃ বর্তমানে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের কাজের পরিধি দীর্ঘ হচ্ছে। তাই জনগণের সঙ্গে কাজ করতে জনপ্রতিনিধিদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য কর্মদক্ষতা বাড়াতে চেষ্টা করা হচ্ছে বলে শোনা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ ১৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৫ দিন চলবে। সভাপতি, সহ সভাপতি ও জেলা পরিষদগুলির কর্মাধ্যক্ষদের ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি রোড সেফটি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। রাজ্যের সমস্ত জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি সহ জিটিএ কর্তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন বেশ কয়েকটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকরা। রোড সেফটির প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আইআইটি খড়গপুরকে দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজ মেন্ট (আইআইএস ডব্লিউবিএম) , আইআইটি খড়গপুরের বিনোদ গুপ্তা স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট ও মুর্শিদাবাদের ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (এমডিআই) দায়িত্ব বলে জানা গিয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের কাছ থেকে নির্দেশিকা আসার পর প্রশিক্ষণের বিষয়টি জেলার তরফে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৮ নভেম্বর থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। চলবে ধাপে ধাপে। এর আগে আইআইটি খড়গপুর বা রাজ্যের ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের এমন প্রশিক্ষণ হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

জলপাইগুড়ির ডেপুটি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক সুশান্ত বর্মন বলেন, 'এই প্রশিক্ষণের ফলে পঞ্চায়েত স্তরের কাজে আরও গতি আসবে। অত্যন্ত ভালো একটি উদ্যোগ।' ম্যানেজমেন্ট ডেভেল পমেন্ট প্রোগ্রামের ওপর প্রথম প্রশিক্ষণ হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি, জেলা পরিষদ ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা ওই প্রশিক্ষণের আওতায় রয়েছেন। সভাপতি ও সহ সভাপতিদের প্রশিক্ষণ দেবে আইআইএসডব্লিউবিএম। অন্যদিকে, ২৫ নভেম্বর থেকে আইআইটি খড়গপুরে রোড সেফটির ওপর জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পূর্ত ও পরিবহণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। দু'দিন ধরে চলবে। এছাড়া, কর্মাধ্যক্ষদের প্রশিক্ষণ দেবে আইআইটি খড়গপুরের বিনোদ গুপ্তা স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট। জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ, ডেপুটি চিফ এগজিকিউটিভ, জিটিএ সভার চেয়ারম্যান, এগজিকিউটিভ সভা মেম্বার্স, মেম্বার্স অফ অন ডিউটি (এমওডি)-দের প্রশিক্ষণ দেবে মুর্শিদাবাদের ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট। ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ ১৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৫ দিন চলবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ দেবে আইআইটি খড়গপুরের বিনোদ গুপ্তা স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট। ৩ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত তা চলবে। রোড সেফটির ওপর আইআইটি খড়গপুরে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুরের জেলা পরিষদ সহ সেখানকার পঞ্চায়েত সমিতিগুলির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণ হবে ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি। দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদার প্রশিক্ষণ হবে ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জানান, 'রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে যে আরও চাঙা করতে চায় এই ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে।'এতে পঞ্চায়েতের কাজে যেমন সুবিধা হবে তেমনই তাদের শক্তি বাড়বে।

## আদিবাসী ঐতিহ্য রক্ষায় অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র ঃ প্রধানমন্ত্রী

জামুই, ১৫ নভেম্বর ঃ আদিবাসী ঐতিহ্য ও পরম্পরা রক্ষায় অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্র। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আদিবাসী শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য নিবেদিত অনেক ব্যক্তিত্বকে পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। আমরা রাঁচিতে ভগবান বিরসা মুন্ডার নামে একটি বিশাল মিউজিয়াম শুরু করেছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার বিহারের জামুইয়ে জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভগবান বিরসা মুণ্ডার ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী বর্ষ উদযাপনের সূচনাকে স্মরণ করে দিনটি উদযাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভগবান বিরসা মুণ্ডার স্মরণে একটি স্মারক মুদ্রা এবং পোস্টাল স্ট্যাম্প উন্মোচন করেন। তিনি এই অঞ্চলের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬,৬৪০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, আজ কার্তিক পূর্ণিমা, দেব দীপাবলি এবং গুরু নানক দেব জির ৫০০-তম প্রকাশ পর্ব। এই উসবে আমি দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই। আজ আরও একটি কারণে প্রতিটি দেশবাসীর জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। আজ ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী। এটি জনজাতীয় গৌরব দিবস। আমি সমস্ত দেশবাসীকে এবং বিশেষ করে আমার আদিবাসী ভাই ও বোনদের জনজাতীয় গৌরব দিবসের অভিনন্দন জানাই।

## উত্তরাখণ্ডের রুরকিতে ডিভাইডার ধাক্কা মেরে উল্টে গেল গাড়ি

রুরকি, ১৫ নেভিম্রব ঃ উত্তরাখণ্ডের রুরকিতে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গা।ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গা।তিতে মোট ১০ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে ও দু'জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ম্যাঙ্গালোর থানা এলাকায়। হরিদ্বারের পুলিশ সুপার (অপরাধ) পঙ্কজ গাইরোলা বলেছেন, বৃহস্পতিবার রাতে ম্যাঙ্গালোর থানায.খবর আসে, একটি স্করপিও গাড়ি ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে গিয়েছে। পুলিশ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং সবাইকে দ্রুত হাসপাতালে নিযে.যাওয়া. হযেছে। ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন কয়েকজন। মেরঠ থেকে তাঁরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠান যোগ দিতে রুরকি আসছিলেন। আহতদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। গাড়িটি দ্রুত গতিতে থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

## শ্রীনগরে পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর

শ্রীনগর, ১৫ নভেম্বর ঃ শ্রীনগর জেলার টেংপোরা বাইপাসে বৃহস্পতিবার একটি মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায.মৃত্যু হয়েছে দুই জনের। তাদের মৃত্যুতে শুক্রবার শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। বৃহস্পতিবার একটি গাড়ির দুর্ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু হয় এবং অন্য একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ বলেন, রাস্তাও ভালো হচ্ছে, গাড়ির গতিবেগও আগের থেকে দ্রুত হচ্ছে। ট্র্যাফিক নিয়ম আমাদের সুরক্ষিত রাখে। তবে যদি সেটা আমরা মেনে চলি। ওমর আবদুল্লাহ বলেন, এই দুর্ঘটনার হৃদয়বিদারক দৃশ্য প্রকাশ্যে এসেছে। এই ধরনের দুর্ঘটনা ইতিমধ্যেই অনেক যুবকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের পরিবারের উপর নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। প্রসঙ্গত, শ্রীনগরে গত কয়েকমাসে পথ দুর্ঘটনা বেড়েছে, তাতে একাধিক যুবক নিহত এবং বহুজন আহত হয়েছে।

## বিহারে ফের বিষমদে মৃত্যু, সিওয়ানে প্রাণ হারালেন একজন

পাটনা, ১৫ নভেম্বর ঃ বিহারে ফের বিষমদে মৃত্যুর ঘটনা সামনে এল। এবার বিহারের সিওয়ানে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। এছাড়াও দু'জন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সিওয়ানে বিষমদ খেয়ে মৃত্যু প্রসঙ্গে এডিজি হেডকোয়ার্টার জেএস গাংওয়ার বলেছেন, আমার কাছে এখনই যে তথ্য আছে, সে অনুযায়ী, এডিজি সেন্ট্রাল প্রোহিবিশন জানিয়েছে, একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং দু'জনের চিকিৎসা চলছে। তাদের বিশেষ দল পাটনা থেকে রওনা হচ্ছে। পুরো বিষযটি খতিয়ে দেখা হবে।

## নয়ডা এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনা,মৃত্যু ৫

নয়ডা, ১০ নভেম্বর ঃ রবিবার সকালে নয়ডায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৫ জনের। এদিন দুর্ঘটনাটি ঘটে নয়ডা এক্সপ্রেসওয়েতে। জানা গেছে, একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। কার্যত দুমড়েমুচড়ে যায় গানিটি। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ গাড়ি থেকে উদ্ধার করে মৃতদেহগুলি। ইতিমধ্যেই মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

## অযোধ্যা-লখনউ হাইওয়েতে দুর্ঘটনা, মৃত ৩

অযোধ্যা, ১৫ নভেম্বর ঃ শুক্রবার সকালে অযোধ্যা-লখনউ হাইওয়ের রুদৌলি থানা এলাকায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুইজনকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ট্রাভেলারে থাকা ১৫ জন যাত্রীকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে, রুদৌলি থানা এলাকাটি কুড়া সাদাত ক্রসিংয়ে তিনটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে একটি গাড়িতে থাকা চিকিৎসক ও দুই কিশোরীর মৃত্যু হয়। আর যাত্রীবাহী ট্রাভেলারের ১৫ জন যাত্রী আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

## আঙ্কলেশ্বর-সুরাট রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৩ যুবকের

আঙ্কলেশ্বর, ১৫ নভেম্বর ঃ শুক্রবার সকালে গুজরাটের ভারুচ জেলায় আঙ্কলেশ্বর-সুরাট রাজ্য সড়কে গাড়ি দুর্ঘটনায় ৩ যুবকের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, ওই ৩ যুবক ভাবনগর থেকে গাড়িতে করে সুরাট যাচ্ছিল। ৩ যুবকের মধ্যে দু'জন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আরেকজন হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় মারা যায় বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাবনগর থেকে তিন যুবক গাড়িতে করে সুরাটের দিকে যাচ্ছিল। গাড়ির চালক ভারুচ জেলার হানসোট তহশিলের শেরা গ্রামের কাছে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে নিযন্ত্রণ হারিয়ে পাশের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে গা।টির। মৃত্যু হয় মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল, মিতেশ চাভদা-সহ তিনজনের। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## দিন পঞ্জিকা

আজ ২৯ কার্ত্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজী ১৫ নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ৩০ কার্ত্তিক, চান্দ্র ১৫ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ঃ ৩০ কার্ত্তিক ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ২৪ কার্ত্তিক ১৯৪৬, মৈতে ১৫ হিয়াঙ্গৈ, আসাম ২৯ কাতি, মুসলিম ১৩-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী। পূর্ণিমা রাসশ্রীশ্রীরাস যাত্রাকার্ত্তিক স্নান সমাপ্ত সূর্য উদয় সকাল ০৫৫১৫২ এবং অস্ত বিকাল ০৪৪৯৫৬। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৪১৭০২(১৫) এবং অস্ত সকাল ০৬০৪৪৩(১৬)। শুক্ল পক্ষ। তিথি পূর্ণিমা (পূর্ণা) শেষ রাত্রি ঘ ০৩১৪৩৭ দং ৫৩২৫২.৫ পর্যন্ত নক্ষত্র ভরণী রাত্রি ১০৪৩৫৩ দং ৪২৯৫০ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকা করণ বিষ্টি বিকাল ঘ ০৪২০৪৯ দং ২৬১১২০ পর্যন্ত পরে বব শেষ রাত্রি ঘ ০৩১৪৩৭ দং ৫৩২৫২.৫ পর্যন্ত পরে বালব যোগ বরীয়ান অমৃতযোগ দিন ০৫৫১৫৭ থেকে - ০৬৩৫৫০ পর্যন্ত, তারপর ০৭১৯৪২ থেকে - ০৯৩১১৯ পর্যন্ত, তারপর ১১৪২৫৬ থেকে - ০২৩৮২৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩২২১৭ থেকে - ০৪৫০০২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫৪২১০ থেকে - ০৯১০৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১৪৭০৩ থেকে - ০৩১৫৩৪ পর্যন্ত, তারপর ০৪০৭৪২ থেকে - ০৫৫১৫৭ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৮০৩৩৪ থেকে - ০৮৪৭২৭ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৬৩৪১৭ থেকে - ০৭২৬২৫ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০৮৩৬২৮ থেকে - ০ ৭৫৮৪৪ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ০৯৫৮৪৪ থেকে - ১১২১০০ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০৮০৫৩১ থেকে - ০৯৪৩১৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)রবি ৬২৯২২২৫ (১৬) ৩ পদ, চন্দর ০২৯৫১৪১ (৩) ১ পদ। মঙ্গল ৩৭৯৩১ (৮) ২ পদ। বুধ ৭২০২৬২৬ (১৮) ২ পদ। বৃহস্পতি ১২৫৫৯৪০ (৫) ১ পদ শুক্র ৮১০১৮৪৬ (১৯) ৪ পদ। শনি ১০১৫১২১০ (২৪) ৩

## আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। । মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৭১ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় রাত ১৩ টায়। সূর্য উদয় হবে ঃ ৫.৪৪ মিনিট এবং অস্ত ৬.২৪।

## রাশিফল

**মেষ**-ঃ প্রতিবেশীর পারিবারিক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না।

**বৃষ**-ঃ বয়স্কদের উচ্চ-রক্তচাপ ও শর্করাজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। জমিজমায় এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না।

**মিথুন**-ঃ সামাজিক ক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা করা যায়। দ্বি-চক্রযানের চালকেরা অতি সাবধানে সপ্তাহটি অতিবাহিত করুন।

**কর্কট**-ঃদ্বিমুখী উপায়ে রোজগারের পথে চললেও অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য সপ্তাহের শেষের দিকে অর্থে টান পড়তে পারে।

**সিংহ**-ঃ ব্যবসায়ীরা শুল্ক-সংক্রান্ত সমস্যার মুখে পড়তে পারেন। বয়স্করা একটু সাবধানে থাকবেন।

**কন্যা**-ঃ ঘরে-বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা। গুরুপাক ও উত্তেজক পানীয় খাওয়ার ফলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

**তুলা**-ঃ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জ্বর বা সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতে পারেন। সপ্তাহের শেষের দিকে শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না।

**বৃশ্চিক**-ঃ আমদানি, রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায় অভাবনীয় চাঞ্চল্য। নতুন ব্যবসা শুরু করার পক্ষে সময়টি শুভ।

**ধনু**-ঃ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা না করাই শ্রেয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে মিথ্যা অপবাদের আশঙ্কা।

**মকর**-ঃ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।

**কুম্ভ**-ঃ অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই কোষ্ঠী বিচার করে নেবেন।

**মীন**-ঃ বয়স্ক বাবা-মার একাকীত্বের জন্য কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে কাটাবার চেষ্টা করুন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজের সাফল্যের জন্য বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে।

# পিএসসি পরীক্ষায় স্পেশাল ট্রেন চালানোর দাবি বাম ছাত্র যুব সংগঠনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার দু'দিন স্পেশাল ট্রেন চালানোর দাবি তুললো বাম ছাত্র-যুব সংগঠনের। আগামী ১৬ ও ১৭ই নভেম্বর রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা। পরীক্ষা দিতে রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী ট্রেনে চড়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবেন। পরীক্ষার দিনগুলোতে যাতে সঠিক সময়ে লোকাল এবং দূরপাল্লার ট্রেন চলে তার দাবিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে বাম ছাত্র ও যুব সংগঠন এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই এর পক্ষ থেকে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের এডিআরএম এর কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। তারা ডিআরএম অফিসের বাইরে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। বাম সংগঠনের দাবি, কোনও পরীক্ষার্থীকে যেন ওইদিন ট্রেনের দেরির কারণে পরীক্ষাকেন্দ্রে দেরিতে পৌঁছতে না হয়। এই নিয়ে রেলকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয় এদিন। ডিওয়াইএফআই এর কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য বিকাশ ঝাঁ বলেন, আমাদের দাবি ১৬ এবং ১৭ই নভেম্বর ক্লার্কশিপের পরীক্ষা আছে। ওইদিন বহু ট্রেন বাতিল হয়েছে। আমরা জানিয়েছি পরীক্ষার দিন ছাত্রছাত্রীদের যাতে হয়রানির শিকার হতে না হয়। ছাত্রছাত্রীরা যেন ওইদিন ঠিকমতো পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে। সেইজন্য আমরা এসএফআই, ডিওয়াইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এদিন ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আমাদের দাবি ১৬ এবং ১৭ তারিখ পরীক্ষার দিন যেন স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেন যাতে সঠিক সময়ে চলে সে ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। প্রথমে তারা সম্মত হচ্ছিল না। পরে তাদের বোঝাতে ঠিকভাবে ট্রেন চালানোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই এই পরীক্ষা হচ্ছে। সব জায়গায় যাতে সময়মতো, সুষ্ঠুভাবে ট্রেন চালানো হয় এ ব্যাপারেও আমরা রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছি। আমরা সব জায়গায় ডেপুটেশন দিয়েছি। প্রায় ১০০ ট্রেন বাতিল হয়েছে ওইদিন।

# কুলতলি ও কাকদ্বীপে শিশু দিবস পালন করা হলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১৫ নভেম্বর ঃ সুন্দরবনের কুলতলি ও কাকদ্বীপে পালন করা হলো শিশু দিবস। বিশ্ব উষ্ণায়নে আজ বিশ্ব জর্জরিত। এর হাত থেকে মুক্তি পেতে এবং সুন্দরবনকে বাঁচাতে প্রয়োজন বেশি করে গাছ বসানো। আর বৃহস্পতিবার শিশুদিবসকে সামনে রেখে তাই সুন্দরবনের কুলতলিতে হয়ে গেল শিশুদের দ্বারা একাঙ্ক নাটক । এদিন কুলতলি ব্লকের গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের রবীন্দ্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো শিশু দিবস। এই দিবস উপলক্ষে একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এখানে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু প্রধান, মিসিং লিঙ্ক ট্রাস্টের কর্মকর্তা প্রবীর মিশ্র, বিশিষ্ট নাট্যকার বিপ্লাণু মিত্র, আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য সৌরভ কুমার চন্দ্র, সহেলী গুপ্তা সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি, আই সি ডি এসের কর্মী ও ছাত্র ছাত্রীরা। অন্যদিকে, এ দিন শিশুদের মধ্যে খাদ্য বিতরন করা হয় কাকদ্বীপে। কাকদ্বীপ নজরুল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এদিন খাদ্য বিতরণে অংশ নেন কাকদ্বীপ ব্লক কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি প্রসুন রথ সহ আরো অনেকে।

# রায়দীঘির বোলের বাজারে যুবক খুনের প্রতিবাদে প্রতিবাদ সভা

দুরন্ত বার্তা, রায়দীঘি, ১৫ নভেম্বর ঃ গ্রামে নিরীহ মানুষদের বিরুদ্ধে কেষ হলে আগুন জ্বলবে বলে হুশিয়ারি স্থানীয় মানুষদের। বৃহস্পতিবার বিকালে রায়দিঘির বোলের বাজারে প্রকাশ্য দিবা লোকে যুবক খুনের প্রতিবাদে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল হয়ে গেল। গত কয়েকদিন আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রায়দিঘি থানার নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোলের বাজার এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে শেখ শাহাদাত এবং বিভিন্ন দুস্কৃতীরা বাহাদুর নামে এক যুবককে কুপিয়ে খুন করে।এই নির্মম হত্যার তদন্তে নেমে রায়দিঘি থানার পুলিশ ১৩ জনকে গ্রেফতার করে,তাঁরা এখন ডায়মন্ড হারবার সংশোধনাগারে। আর এই নৃশংস খুনের দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এদিন কয়েক হাজার মানুষ বোলের বাজার ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রতিবাদ সভা করেন।

# অশোকনগর স্টেশনে রেল অবরোধ, ব্যস্ত সময় ভোগান্তি যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা, অশোকনগর, ১৫ নভেম্বর ঃ লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথ কাটছাঁট করার প্রতিবাদে উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর রেল স্টেশনে অবরোধ করলেন যাত্রীরা। আর এই রেল অবরোধের জেরে যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে না পেরে অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন অসংখ্য যাত্রী। অবরোধকারী যাত্রীদের অভিযোগ, বনগাঁ থেকে ছাড়া মাঝেরহাট লোকাল ট্রেন অধিকাংশ দিন মাঝেরহাট স্টেশন পর্যন্ত যায় না। কখনও বারাসত, কখনও কলকাতা স্টেশনে গিয়ে থেমে যায় ট্রেন। এ ভাবে মাঝেরহাট লোকালের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করার প্রতিবাদেই শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে অবরোধ শুরু করেন তাঁরা। অবরোধের জেরে বিভিন্ন স্টেশন দাঁড়িয়ে পড়ে একাধিক লোকাল ট্রেন। ফলে সমস্যার মধ্যে পড়েন বহু যাত্রীরা।

# দক্ষিণবঙ্গে অবশেষে পারদ-পতন, শীতের আমেজ অনুভূত গ্রাম বাংলায়

দুরন্ত বার্তা, লকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল, জাঁকিয়ে শীত এখনও দূরেই। গ্রাম বাংলায় ভোরের দিকে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হলেও, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে শীতের আমেজ সেভাবে নেই। আবহাওয়া মূলত শুস্কই রয়েছে। তবে, শুক্রবার একধাক্কায় বেশ কিছুটা পারদ-পতন হয়েছে। তাপমাত্রার পারদ নামার পূর্বাভাসও দিয়েছে অলিপুর আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবারের পর থেকেই তাপমাত্রা কমতে থাকবে। বিশেষ করে রাতের তাপমাত্রা কমবে। দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গেই শীতের আমেজ অনুভূত হবে। যদিও, উত্তরবঙ্গের পাহা।ঘেঁষা জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই ঠান্ডা রয়েছে। এবার সমতলেও মিলবে শীতের পরশ। তার আগে শুক্রবারও কলকাতার সর্বনিম্ন থাকল স্বাভাবিকের ঊর্ধ্বেই। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি বেশি। তবে, বৃহস্পতিবারের তুলনায় এদিন তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে।

# শ্রীরামপুরে শুরু হল ২১ তম রাস উৎসব

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর, ১৫ নভেম্বর ঃ আজ থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যমন্ডিত রাস উৎসব শ্রীরামপুর এলাকায়। প্রতিটি পুজো প্যান্ডেল গুলিই একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সেই মতন পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চাযেতের অন্তর্গত দক্ষিণ শ্রীরামপুর কিশোর স্টাফের উদ্যোগে গঙ্গা মাতা রাস উৎসব কমিটির পুজো এবছর তাদের ২১ তম বর্ষে পদার্পণ করল। থিমের ভাবনায় তারা ফুটিয়ে তুলেছেন আধুনিকতার ছোয়া বিষ্ণুপুরের সাবেকিয়ানা বিষ্ণুপুরের সমস্ত পুরনো ঐতিহ্য মন্ডপ জুড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে এক উদ্যোক্তা এদিন তিনি জানান তাদের এ বছরের বাজেট ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। প্যান্ডেলে যেমনি আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে, আলোকসজ্জাও থাকছে দর্শকদের মনকাড়ার মতন। পাশাপাশি পুজোর দিন থাকছে নরনারায়ণ সেবা। বুধবার সন্ধ্যায় পূজোর উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়. উপস্থিত ছিলেন জেলার জেলাশাসক আয়েশা রানী এ, জেলার পুলিশ সুপার সায়ক দাস, মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল, এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী সহ আরো অনেকে. উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে প্রায় ৩০০ মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় পুজো কমিটির পক্ষ থেকে।

# হাওড়া স্টেশনে তল্লাশিতে লক্ষাধিক টাকার সোনা-রুপা ও নগদ উদ্ধার, আটক ১

হাওড়া স্টেশনে উদ্ধার হলো সোনা। ছবি অনিকেত নস্কর।

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ নভেম্বরঃ ফের হাওড়া স্টেশনে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ সোনা, রুপা এবং নগদ টাকা। আরপিএফ (রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স) আধিকারিকদের তপরতায় এই উদ্ধার কার্য সম্ভব হয়েছে। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে ১৩০২৩ হাওড়া-গয়া এক্সপ্রেসের এ-১ কামরায় তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সোনা, রুপা এবং নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনায় বিহারের ভাগলপুর এলাকার বাসিন্দা হরিশ কুমার বর্মা (৪৬)-কে আটক করা হয়েছে। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে, ট্রেনটি হাওড়া স্টেশনের ১০ নম্বর প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করার পর, আরপিএফের একটি দল ওই কামরায় প্রবেশ করে সন্দেহজনকভাবে বসে থাকা হরিশ কুমার বর্মাকে আটকায়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৭৬৯.৯ গ্রাম ওজনের সোনার গহনা, যার বাজারমূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মধ্যে ছিল সোনার লকেট, আংটি, চেন, কানের দুল এবং হাতের চুড়ি। এছাড়াও পাওয়া যায় ৩৮৫ গ্রাম ওজনের রুপার তিনটি মূর্তি এবং নগদ ৪০ হাজার টাকা। আধিকারিকরা তার কাছ থেকে দুটি কাঁচা রশিদ উদ্ধার করেছেন, যা এই সামগ্রীর আইনি বৈধতা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। তবে ধৃত ব্যক্তি এই সম্পদের কোনো সঠিক নথি বা প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হন। তার মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এগুলি তদন্তের জন্য আয়কর দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আরপিএফ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার কথায় অসংগতি ধরা পা।ে প্রাথমিক তদন্তের পর, উদ্ধার হওয়া সোনা, রুপা এবং নগদ অর্থ আয়কর দফতরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃত হরিশ কুমার বর্মার সঙ্গে অন্য কেউ যুক্ত কিনা এবং এই সামগ্রী কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। এই ঘটনার পর হাওড়া স্টেশনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# ট্যাব কেলেঙ্কারিতে এবার হুগলির নাম

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়ার হুগলি, ১৫ নভেম্বর ঃ ট্যাব কেলেঙ্কারিতে এবার হুগলির নাম। অন্যান্য জেলার পাশাপাশি হুগলি জেলারও বহু পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। চন্ডীতলার বেগমপুর হাইস্কুলের ৩০ জন পড়ুয়া ট্যাব কেনার টাকা পায়নি বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই স্কুলের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত এরকম ৯০ জনের অভিযোগ জমা পড়েছে তাঁদের কাছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তও শুরু হয়েছে। শুধু চন্ডীতলা নয়, তারকেশ্বর থেকে ধনিয়াখালি, নানা প্রান্ত থেকে অভিযোগ এসেছে বলে খবর। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে হুগলি জেলার ডি আই কেন্দ্রীয়ভাবে শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি হুগলিতেও স্কুলে স্কুলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। চন্ডীতলার বেগমপুর হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী বলেন, আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা

ঢোকেনি। কেওয়াইসি আপডেট করানো আছে। টাকা না আসায় ফের স্কুলে আবেদন করেছি। কিন্তু কেন টাকা ঢোকেনি জানি না। একই ছবি সিঙ্গুরেও। সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত নসিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা চলে গিয়েছে অন্য একাউন্টে । স্কুলের প্রধান শিক্ষক সত্যদেব দে এ ব্যাপারে স্কুল পরিদর্শক-সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্তৃপক্ষ ও সিঙ্গুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও হুগলি জেলার স্কুল পরিদর্শক সত্যজি মণ্ডল ট্যাব কাণ্ড নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। নসিবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের এর প্রধান শিক্ষক সত্যদেব দে জানান, এ বছরেই প্রথম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীর পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা একসঙ্গে ঢোকার কথা। কিন্তু, আমাদের স্কুলের ৫ জন পড়ুয়ার টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। পোর্টালে গিয়ে দেখা যাচ্ছে পাঁচজনের তথ্য হ্যাক হয়ে গিয়েছে। একই ছবি দেখা যাচ্ছে তারকেশ্বরেও। তারকেশ্বরের মুক্তারপুর হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র মনজি ধাড়া নামে এক ছাত্রের টাকা গায়েব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, যে সব পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে তাঁদের বেশিরভাগ টাকাই জমা পড়েছে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের শাখায়। ইতিমধ্যেই সেই সব টাকা তুলেও নেওয়া হয়েছে।

# শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হলো ২৮ তম রাজ্য ক্যারম প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এবং দার্জিলিং জেলা ক্যারম অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় বিগত ৬ থেকে ১০ই নভেম্বর শিলিগুড়ির জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হলো ২৮তম রাজ্য ক্যারম প্রতিযোগিতা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫০ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলেন এতে। মোট ১১ টি ব্যক্তিগত এবং ২ টি দ্বৈত এবং ২ টি দলগত বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দলগত পুরুষ বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন হুগলী এবং রানার্স পুরুলিয়া জেলা। মহিলাদের দলগত বিভাগেও চ্যাম্পিয়ন হুগলী এবং রানার্স শিলিগুড়ি। ব্যক্তিগত পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়ন ইনকাম ট্যাক্স এর প্রদীপ কুমার অগ্রহরী এবং রানার্স হযেছেন হুগলীর চন্দন চৌধুরী মহিলাদের ব্যক্তিগত বিভাগের চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির পাপিয়া বিশ্বাস এবং রানার্স হুগলীর আহেলি কংসবণিক। ব্যক্তিগত অন্যান্য বিভাগের বিজয়ীরা হলেন হুগলীর স্বর্ণালী সানা, আবির পাল এবং আহেলি কংশবণিক, পুরুলিয়ার অঙ্কিত যাদব, সুজল প্রসাদ এবং সুমিত যাদব, উত্তর ২৪ পরগনার ঈশিকা কুমারী দাস এবং গৌতম মিত্র, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের শ্রীমতি সুপর্ণা চন্দ।দ্বৈত পুরুষ বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন ইনকাম ট্যাক্সের প্রদীপ কুমার অগ্রহরী এবং প্রমোদ কুমার, মহিলা দ্বৈত বিভাগের বিজয়ী শিলিগুড়ির পাপিয়া বিশ্বাস এবং মাম্পি কোদালিয়া।৬ ই নভেম্বর প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী দিনে খেলোয়ারদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব মহাশয়.ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। প্রতিযোগিতার মোট ৪৩ টি পুরস্কারের মধ্যে ১৪ টি পুরস্কার পেয়ে হুগলী জেলা তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। ৭টি করে পুরস্কার পেয়েছেন পুরুলিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার খেলোয়াড়েরা। সংগঠক শিলিগুড়ি ৫ টি এবং দার্জিলিং ১ টি পুরস্কার পেয়েছে। এছাড়াও হাওড়া, ইনকাম ট্যাক্স, পোস্টাল এবং এলআইসি ২ টি করে পুরস্কার জিতেছে। দক্ষিণ কলকাতা পেয়েছে ১ টি পুরস্কার। ৫ দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা সু ন্দরভাবে পরিচালনা করেন মুখ্য বিচারক নীলাভ মৈত্র, সহকারি গৌতম সাঁপুই এবং টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর স্বপন রায়।প্রতিযোগিতাটি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন দুর্জয় ঘোষ ও সিদ্ধার্থ বিশ্বাসের নেতৃত্বে সঞ্জীব ঘোষ, নিত্য গোপাল কুন্ডু, সমীর পাল সহ অন্যান্য সমস্ত সহযোগীরা।

# শহরে দ্বিতীয় দিনে ইডি অভিযান লটারি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত ৬০ হাজার কোটির আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত

কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ লটারি কেলেঙ্কারির ঘটনায়. এবার কলকাতায় অভিযান চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের নির্বাচনী বন্ডে সব থেকে বেশি চাঁদা দিয়েছে ফিউচার গেমিং নামে একটি সংস্থা। এই সংস্থার মালিক কেরলের কোচির বাসিন্দা, লটারি ব্যবসায়ী সান্তিয়াগো মার্টিন। বৃহস্পতিবার থেকেই ইডি মার্টিন ও তার ঘনিষ্ঠদের প্রায়.২০টি ঠিকানায় অভিযান চালায়। অভিযোগ, তারা প্রভাবশালীদের টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য লটারির টিকিট বিক্রির মাধ্যমে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি করেছে। ৬০ হাজার কোটি টাকার এই দুর্নীতিতে লটারির নির্দিষ্ট টিকিট নম্বরের পরিবর্তে অন্য সিরিযাল নম্বরের টিকিট ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। চলতি মাসের ২ তারিখ থেকে দক্ষিণ ভারতের একাধিক স্থানে অভিযান চালানোর পর সেখান থেকে সংগৃহীত নথির ভিত্তিতে ইডি কলকাতায় আসে। গতকাল সল্টলেকের মহিষবাথান, উত্তর ২৪ পরগনার মাইকেল নগর এবং দক্ষিণ কলকাতার লেক মার্কেট সংলগ্ন কবি ভারতী সরণি এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। আজ দ্বিতীয় দিনে লেক মার্কেট ও শহরের বিভিন্ন ঠিকানায় এই অভিযান অব্যাহত রয়েছে। দিল্লি থেকে ইডির একটি বিশেষ দল এই তদন্ত পরিচালনা করছে। এ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নথি ও প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

# রাস পূর্ণিমা এবং বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা দিলীপ ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ রাস পূর্ণিমা এবং বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, রাস পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সকল ভক্তকে শুভেচ্ছা, যে উসব ভগবান ও ভক্তদের স্বর্গীয় লীলা উদযাপন করে। অপর একটি এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বিরসা মুন্ডাকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা এবং আদিবাসী ভাই ও বোনদের শুভেচ্ছা। জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। দেশজুড়ে কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরসা মুন্ডার ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে জনজাতি গৌরব দিবসে নানা অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়েছে। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে আজকের এই দিনটি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশ্যাল মিডিয়া'তে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। তিনি ওই বার্তাতে জানিয়েছেন, নত মস্তকে ও বিনম্র চিত্তে তাঁকেই স্মরণ করে সম্মান জানাই। ভগবান বীরসা মুন্ডাকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমেই তিনি এই দিনটি পালন করেছেন।

# হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির ধানের চাষে এগিয়ে এলো চাষিরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৫ নভেম্বর ঃ সু ন্দরবন অঞ্চল জুড়ে বাড়ছে হারিয়ে যাওয়া হরিণখুরা, তালদি, খেজুরচারি, কলাবতী, মালাবতী, কেরালাসু ন্দরী ধানের চাষ। জানা গিয়েছে, প্রায় ৫০ বছর আগে সু ন্দরবন অঞ্চলে এই ধানগুলি চাষ করা হতো। বিভিন্ন কারণে দীর্ঘ বছর ধরে আর এই ধান চাষ করা হচ্ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ে ফের এই ধানের চাষ বাড়ছে সু ন্দরবনে। সু ন্দরবনের কাকদ্বীপ,জয়নগর, কুলতলি এলাকায় এই সব প্রজাতির ধান চাষ হচ্ছে। নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই সব প্রজাতির ধান চাষ নিয়ে ইতিমধ্যে গবেষণা করেছে কৃষি বিশেষজ্ঞরা। এই সব অঞ্চলের কয়েকশো বিঘা জমিতে হরিণখুরা মালাবতী সহ একাধিক প্রজাতির ধান চাষ করা হয়েছে। মূলত এই অঞ্চলে ধনুরবান,সন্তোষী,দুধেশ্বর, হাজার ১৭, প্রতীক্ষা ও সুপার শ্যামলী ধান সবচেয়ে বেশি চাষ হয়ে থাকে। নিচু জমি গুলিতে মরিশাল ধান চাষ করা হয়। এ বিষয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান তথা সিনিয়র কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ চন্দন মন্ডল বলেন,সু ন্দরবনের মাটিতে লবণসহন শীল কিছু ভিন্ন প্রজাতির ধান চাষ করছে চাষিরা। আমাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যে এই সব ধানের বীজ নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞ শুকদেব সামন্ত বলেন, অতীতে সু ন্দরবন অঞ্চলে হরিণখুরা ও মালাবতী ধান প্রচুর চাষ হতো। লোক মুখে প্রচার রযেছে, কোনও পদ ছাড়াই মালাবতী চালের পান্তা খাওয়া যায়। এই চালের ভাতেরও সুগন্ধ রয়েছে।এই চাষ করলে প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় সাত মন ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রচুর বৃষ্টিতে এই ধান চাষের কোনও সমস্যা হয় না। জমিতে জল বাড়লে ধান গাছও বাড়তে থাকে। মালাবতী ধান গাছ সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় ফুট উচ্চতার হয়। ধানগুলি মোটা ও লম্বায় প্রায় হাফ ইঞ্চি হয়। তবে হরিণখুরা ধান সরু হয়। লম্বায় হাফ ইঞ্চি। এই ধানের ভাত, চিড়ে, মুড়ি ও খই হয়। চারার অঙ্কুর থেকে ধান গাছ কাটা পর্যন্ত প্রায় ১৪০ দিন সময় লাগে। এই ধানের ফলন খুব ভালো হয়ে থাকে। প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ১৩ মন করে ধান পাওয়া যায়। বিশেষত্ব হল,এই ধানের দুই দিকে হরিণের খুড়ের মত কালো দাগ দেখা যায়। এমন কী এই ধানের চালে খিচুড়ি ও পায়েস খুব ভালো হয়।

# শিশু থেকে যোদ্ধা বহুরূপেই বিরাজ করেন বাঙালির কার্তিক

শুভঙ্কর দাস ঃ বসন্ত বিলাপ ছবিতে চিন্ময় রায় পুকুর ধারে বসে নিজের প্রেমিকার কাছে কাতর আকুতি করে বলেছিলেন, একবার বলো উত্তমকুমার। বাঙালি পুরুষ নিজের রমণীর চোখে বরাবর সুদর্শন হতে চেয়েছে। তাই কখন সে উত্তম হতে চেয়েছে আবার কখনো অন্য কোনো নায়কের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু বঙ্গজ পুরুষের কার্তিকের মতো সুন্দর হয়ে ওঠার বাসনা চিরকালীন। যুগ পাল্টালেও সে পাল্টায় না। নির্মেদ,ঘন চুল, উজ্জ্বল চোখ, মুখে শান্ত ভাব, গালের কোনে হাল্কা হাসি নিয়ে কার্তিক যেন বিরাজ করছেন বাঙালির চেতনায়। ফলে গণেশ মেধাবী, ভালো মনের মানুষ হলেও বাঙালি বাবা-মা কিন্তু কার্তিকের মতোই পুত্র চেয়েছে। প্রচলিত মতে কার্তিক শিব-দুর্গার সন্তান। তিনি দেবসেনাপতি। কিন্তু গবেষক স্বপন ঠাকুর তার প্রবন্ধ অপদেবতা স্কন্দ গ্রহে জানিয়েছেন যে কার্তিক একসময়ে অপদেবতা বা ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক পিশাচ দেবতা ছিলেন। পরে তিনি মঙ্গলময় দেবতায় পরিণত হন। অন্যদিকে গবেষক দেবাশিস ভৌমিক তার বই বাংলার দেবদেবী ও পূজাপার্বণে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রসঙ্গ টেনে দেখিয়েছেন যে শিবের শরীর থেকে গড়িয়ে পড়া তেজ থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে অগ্নি নিজের অঙ্গে সেই তেজ ধারণ করেন। কিন্তু অগ্নিও সে তেজ বেশিক্ষণ রাখতে পারেন না। ফলে মহাদেবের তেজকে শরগাছের জঙ্গলে ফেলে দেন অগ্নিদেব। সেই তেজ থেকেই জঙ্গলের মধ্যে জন্ম হয় কার্তিকের। দেবাশিস বাবু তার উক্ত বইতে পৌরাণিক কার্তিকের উপত্তি নিয়ে আরো বিশদে আলোচনা করেছেন। কার্তিক প্রতিমা নির্মাণে পৌরাণিক এবং প্রাক বৈদিক শিল্পসত্ত্বা আজও থেকে গিয়েছে শিল্পীদের অবচেতনে। বাঙালি মৃৎশিল্পরা কার্তিকের মাটির মূর্তি নির্মাণে অসাধারণ মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে। যা আজও বঙ্গজ ঐতিহ্যের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ভ্রুন্ডমুখের আকৃতিতে শিশুসুলভ অনুভূতি। গালের পেশীতে সরল হাসি। উজ্জ্বল চোখ যুগলে মায়ের আদর পেতে চাওয়ার আকুতি। অনাবৃত শরীরে সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর অভিব্যক্তি। গলা, কোমর এবং হাতে সোনালী রঙের অলঙ্কার। কপালে টিকা। পেছনে ছোট একটি ময়ূর। চুলের বিন্যাসেও নবজাতক সুলভ এলোমেলো ভাব। এ ভাবেই দেব সেনাপতি কার্তিককে নিজের শৈল্পিক ভাবনা দিয়ে গড়ে তুলেছেন হুগলি জেলার চুঁচুড়ার শিল্পী বিশ্বনাথ পাল। এই শৈলীর প্রতিমা জনমানসে লেংটা কার্তিক নামেই বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সন্তান লাভের আশায় বঙ্গভূমে এমন শৈলীর কার্তিক প্রতিমার পুজো হয়ে থাকে। দেবসেনাপতির যুদ্ধ অবতীর্ণ হওয়ার উত্তেজনা ছাপ বিশ্বনাথ পালের তৈরি প্রতিমায় নেই। তার জায়গায় রয়েছে নবজাতকের এই পৃথিবীকে প্রথমবারের জন্য দেখা ও জানার বিস্ময়। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া কুমোরপাড়া এবং দাইহাটের পাতাইহাট পালপাড়ায় লেংটা কার্তিকের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু মুখাবয়বে শিশুসুলভ সরলতা নেই। শারীরিক গড়ন শিশুর মতো হলেও মুখমণ্ডলের বিন্যাসে বিশ্বনাথ পালের তৈরি কার্তিকের মতো সরলতার অভাব রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার হাবরার বর্ষীয়ান শিল্পী অমল পালের তৈরি কার্তিকের মধ্যে বাবুয়ানা মেশানো বীরত্ব রয়েছে। তার তৈরি কার্তিকের মাথার পেছনে রয়েছে চালি। কোমর বেষ্টিত সোনালী রঙের কোমরবন্ধে। দুই হাতের কব্জিতে ওই একই রঙের বর্ম। কানে কুণ্ডল থাকলেও মাথায় নেই কোনো মুকুট। তির-ধনুক না থাকলেও হাতে মুদ্রা যুদ্ধে উদ্যত। চোখের দৃষ্টিতে শান্ত কিন্তু একাগ্র চিত্তের অনুভূতি। অমল পালের তৈরি এই কার্তিকের শরীর অনাবৃত নয়। সে পরে রয়েছে রঙিন ধুতি পাঞ্জাবী। জয়নগর মজিলপুরের শিল্পী শম্ভুনাথ দাসের তৈরি স্থল কার্তিকের শরীরে হাল্কা উত্তরীয় থাকলেও বেশিরভাগ অংশ অনাবৃত। ধুতি পরা এই কার্তিকের মাথায় রয়েছে পাগড়ি। সে এক বিশেষ শৈলীতে সিংহাসনে বসে রয়েছে। হাতে তির-ধনুক। পায়ের কাছে বাহন ময়ূর। চোখের দৃষ্টিতে আগ্রাসন স্পষ্ট। গলায় মালা। বাহুতে রয়েছে অলঙ্কার। প্রায় আট প্রজন্ম ধরে মৃৎশিল্পের সঙ্গে জড়িত শম্ভুনাথ দাসের পরিবার। এই পরিবারের তৈরি কার্তিক প্রতিমার মধ্যে পটচিত্রের ছোঁয়া রয়েছে। ভ্রুকলকাতার ঐতিহ্যশালী পটুয়া পাড়া কুমারটুলির কার্তিক বঙ্গজ জামাইয়ের প্রতীক। হাতে তির-ধনুক থাকলেও যুদ্ধে মন নেই। স্ত্রীয়ের ভালোবাসার সোহাগ পাওয়াটা তার প্রধান লক্ষ্য। নতুন জামাইয়ের সাজে সজ্জিত হয়ে থাকে এখানকার কার্তিক। উত্তর ভারতের লাড্ডু বা বাঙালির নাড়ু গোপালের মতো দেখতে। কিন্তু গোপাল নয়। এ হচ্ছে কার্তিক। হাতের মুদ্রা নাড়ু গোপালের মতো। মাথার কেশ বিন্যাসে বৈষ্ণবীয় ছোঁয়া। চুলের মধ্যে ময়ূরের পালক থাকলেও আদতে কিন্তু এ হচ্ছে কার্তিক। হাতে এক দিকে রয়েছে ময়ূর। এ ভাবেই কার্তিককে গড়ে তুলেছেন কলকাতার মানিকতলার শিল্পী কেষ্ট পাল। বাঙালির কার্তিক কখনো শিশু তো কখনো রাজা আবার সে হয়ে উঠেছে যোদ্ধা। কিন্তু তার প্রতি বাঙালির টানটা একই থেকে গিয়েছে।

# সোনাগাছিতে সর্বজনীন কার্তিক পুজো, আয়োজনে যৌনকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ নভেম্বর ঃ কেবল কলকাতা নয়, গোটা পূর্ব ভারতে সবচেয়ে পরিচিত যৌনপল্লি সোনাগাছি। সেখানে রীতিমত ' আবহ তৈরি হয় কার্তিক পুজোয়। সোনাগাছির যৌনকর্মীদের সন্তানেরা ঠিক করেছেন, পুজো হবে বারোয়ারি। তাই শনিবার সোনাগাছির শীতলা মন্দিরের পাশে আলোয় ভরা মণ্ডপে আসবেন কার্তিক। শুক্রবার এই কারণে সেখানে সাজ সাজ রব। ফি বছর সেই পুজো হয় যৌনকর্মীদের ঘরের অন্দরে। আঁধার ঘরের আড়ালে। কিন্তু এ বার নতুন ভাবনা। কেউ কেউ ঘরে পুজো করলেও সকলের পুজো এবং উৎসব হবে বারোয়ারি তলায়। সন্ধ্যায় উদ্বোধন করতে আসবেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। উদ্বোধন শেষে সারা রাত ধরে পুজোর সঙ্গে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতি বছর কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে বাড়িতে বাড়িতে পুজো হয়। সেখানে সাধারণের প্রবেশের অধিকার থাকে না। নিজেদের মধ্যে নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া চলে।

**SEKSARIA FOUNDRIES LIMITED**

CIN - L28112WB1974PLC029617

Regd. Offc : 219 Chittaranjan Avenue, Kolkata-700 006

Email : castmanhole@gmail.com

**EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024**

(Rs. In Lakhs)

| Sl. No | Particulars | Quarter ended 30.09.24 Unaudited | Quarter ended 30.06.24 Unaudited | Six Month Ended 30.09.24 Unaudited | Year Ended 31.03.24 Audited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Income from Operations | 1641.60 | 1462.53 | 3104.13 | 3334.53 |
| 2 | Net Profit/ (Loss) for the period before Tax | 124.48 | 78.25 | 202.73 | 95.17 |
| 3 | Net Profit/ (Loss) for the period after tax | 124.48 | 78.25 | 202.73 | 70.71 |
| 4 | Total Comprehensive Income for the period [comprising profit /(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax] | 124.48 | 78.25 | 202.73 | 70.71 |
| 5 | Equity Share Capital | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 6 | Other Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations) a.Basic(Rs.) | 62.24 | 39.12 | 101.37 | 35.36 |
| | b.Diluted(Rs.) | 62.24 | 39.12 | 101.37 | 35.36 |

**Note:**
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI( Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com); www.bseindia.com and on the company website (www.sflcasting.in)

For **Seksaria Foundries Limited**
Sd/-
**Ravindra Kumar Seksaria**
Managing Director
(DIN: 00594264)

Place: Kolkata
Date: November 13, 2024

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৩ সংখ্যা, শনিবার, ৩০ কার্তিক, ১৪৩১

## বাংলার কনিষ্ঠতম দাবারু

দাবায় পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে তিন বছরের খুদের বিশ্বরেকর্ড! বিশ্বের কনিষ্ঠতম হিসাবে রেটিং পয়েন্ট কলকাতার অনীশ সরকারের। তিন বছরের দাবাড়ু ভেঙে দিল ভারতেরই তেজস তিওয়ারির রেকর্ড। সে পাঁচ বছর বয়সে ফিডে রেটিং পেয়েছিল। কৈখালির অনীশকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত তার কোচ দিব্যেন্দু বড়ুয়া। ৩ বছর ৮ মাস ১৮ দিনের অনীশ সরকারের এটাই দাবি যে সে ফিডে রেটিং পেয়ে বিশ্বরেকর্ড করবে। গত বছর পুজোর সময় অনীশের মামা তাকে উপহার দিয়েছিলেন দাবা বোর্ড। এই বছর জানুয়ারি মাসে তিন বছরে পা দেওয়া অনীশের সেই উপহার বোধ হয় জীবনটাই বদলে দিল। সেন্ট জেমস স্কুলের লোয়ার নার্সারির ছাত্র অঙ্ক কষতে ভালবাসে। সেই কারণেই তাকে দাবা বোর্ড উপহার দেন মামা। পরিবারের লোকজনের মনে হয়েছিল দাবা খেলে অনীশের বুদ্ধি আরও ক্ষুরধার হবে। সেই ভাবনায় যে ভুল ছিল না তা প্রমাণ করে দিয়েছে সে। এখন দাবাই তার ধ্যানজ্ঞান। সারা দিন কেটে যায় পড়াশোনা আর দাবা নিয়েই। অনীশ ১৫৫৫ ফিডে এলো রেটিং পেয়েছে। রাজ্যের অনূর্ধ্ব-৯ দাবা প্রতিযোগিতায় রেটিং থাকা দুই দাবাড়ুকে হারিয়ে দেয় সে। তাতেই বাজিমাত। তার থেকে বয়সে প্রায় ছ'বছর বড় দুই দাবাড়ুকে হারিয়ে চমকে দেয় অনীশ। সে এতই ছোট যে চেয়ার বসে ঘুঁটিতে হাত পায় না। চেয়ারের উপর হাঁটু মুড়ে বসে খেলতে হয়। উচ্চতা কম হলেও ইতিমধ্যেই আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে তাকে নিয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম অনীশের। বাবা স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক। মা গৃহবধূ। অনীশকে নিয়েই সময় কাটে মায়ের। নাম প্রকাশ্যে আনতে অনিচ্ছুক তাঁরা। ছেলের কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত হলেও চান না তাঁদের পরিচয় জানুক সকলে। নেপথ্যে থেকেই ছেলেকে এগিয়ে দিতে চাইছেন তাঁরা। অনীশের মা বললেন, অন্য কোনও খেলনার থেকে দাবাটাই মনে হয়েছিল বেশি সুরক্ষিত। ও তো খুব ছোট, কোনও কিছু পেলেই মুখে দেওয়া অভ্যেস। দাবার ঘুঁটিগুলো বড়, তাই মুখে দিলেও গিলে ফেলতে পারবে না। সেই কারণেই দাবা নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত ওকে। ইউটিউব দেখে দেখে খেলা শিখত। আমি খেলতে বসলে ওর সঙ্গে পাঁচ দানও খেলতে পারি না। দাবার প্রতি এই ভালবাসা দেখেই দিব্যেন্দু বড়ুয়ার কাছে নিয়ে যাই। ওঁর হাতেই তৈরি হচ্ছে অনীশ। ছাত্রের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত দিব্যেন্দু। বাংলার গ্র্যান্ডমাস্টার প্রথমে অনীশকে নিতে চাননি। কারণ অ্যাকাডেমিতে পাঁচ বছরের কম বয়সি কাউকে নেওয়া হয় না। কিন্তু দিব্যেন্দু অবাক হয়ে যান অনীশের খেলা দেখে। অ্যাকাডেমিতে নেওয়ার আগে তার পরীক্ষা নিয়েছিলেন দিব্যেন্দু। সব পরীক্ষাতেই পাশ করে অনীশ। এখন তো কোচকেই বিভিন্ন পরীক্ষার মুখে ফেলে দেয় সে। দিব্যেন্দু বললেন, প্রথম দিন আমি পরীক্ষা নিয়েছিলাম, এখন সেই ছেলে আমাকে বিভিন্ন ঘুঁটি সাজিয়ে দিয়ে পরীক্ষা নেয়। ছাত্রের কাণ্ডের কথা বলতে বলতে দিব্যেন্দুর গলায় গর্বের হাসি।

## ঢেঁকি ছাঁটা মুড়ির স্বাদ অপূর্ব

বাঁকুড়ার লোক জল ঢেলে মুড়ি খায় বলে কলকাতার লোকের সে কী হাসাহাসি! মুড়ি মানেই বাঁকুড়া পুরুলিয়া আর বর্ধমানের লোকেরা খায়। বাকিরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কলকাতা এবং তার আশে পাশের বেশ কিছু জায়গায় চপ মুড়ি খাওয়ার নিয়ম হল, একমুঠো করে শুকনো মুড়ি মুখে চালান করে দিয়ে একটুকরো চপে আলতো কামড় দেওয়া। কিন্তু বাঁকুড়ার লোক এই স্টাইলে মুড়ি খায় না। সেখানে বেশ রাজকীয় ভাবেই মুড়ি খাওয়া হয়। পরিমাণ মতো মুড়ি নিয়ে তাতে জবজবে করে সরষের তেল মেখে তার সঙ্গে বেশ প্রমাণ সাইজের দুখানা চপ। একটা আস্ত পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা। এই সমস্ত উপকরণ জল দিয়ে একসঙ্গে মেখে খাওয়া। আহা! কী অপূর্ব তার স্বাদ। কলকাতায় বেশ কয়েকবছর বাস করলেও এখনও কলকাত্তাইয়ান হয়ে উঠতে পারিনি। এই জন্মে পারব বলে মনেও হয় না। বাঁকুড়ার স্টাইলে মুড়ি খেতে দেখে লোকেকদের হাসি থামে না। মুড়িতে জল ঢেলে কেউ খায়? তার তাচ্ছিল্য সহকারে মুখ টিপে সবাই হাসে। পরের দিন তাকে ওই মেখে মুড়ি মেখে খেতে দিলে সে আহ্লাদে আটখানা। মুড়ির এমন টেস্ট সে নাকি আগে পায়নি। শুধু মুড়ি খাওয়া নিয়েই বাঁকুড়ায় আস্ত একটা মেলা হয় নদীর ধারে। নাম মুড়িমেলা। বাঁকুড়ার লোকের মুড়ি প্রীতির আরও বেশ কিছু তরিবৎ আছে। যেমন পান্তা ভাতের সঙ্গে মুড়ি আর তেলপোড়া দিয়ে মেখে খাওয়ার যা স্বাদ তা যে না খেয়েছে তাকে বোঝানো অসম্ভব। শীতকালে বাসি বাঁধাকপির তরকারির সঙ্গে কাঁচালঙ্কা সহযোগে টানটান করে মুড়ি মেখে খেলে শীতের সকাল জাস্ট জমে যাবে। উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সকলের কাছেই মুড়ি অত্যন্ত প্রিয়। কাজেই মুড়ি নিয়ে নাক উঁচু করার কিছু নেই। যে যার অভিরুচি অনুযায়ী খাবার খেতে পারে। মুড়ি মানেই যে শুধু বাঁকুড়া পুরুলিয়ার লোকেরাই খায় এমন ভাবনা ঠিক নয়। আসলে অনেক কলকাতাবাসীর সঙ্গে মিশে দেখেছি বাঁকুড়া পুরুলিয়ার লোকজনকে এবং তাদের কালচারের প্রতি অদ্ভুত এক ধরণের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা। এক ধরণের উন্ন্যাসিকতা। এই মনোভাবের কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সেই সঞ্চিত রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই এই লেখা। কলকাতার লোকেরা যেসব মুড়ি খায় তার মধ্যে কোনও স্বাদ নেই। সাদা ধপধপে। কিন্তু গ্রাম বাংলার মুড়িতে বেশ লালচে দাগ থাকবে। ঢেকি ছাঁটা মুড়ি পাওয়া যায় যা কলকাতায় একেবারে দেখতে পাওয়া যায় না। গ্রাম বাংলার মুড়িতে স্বাদ রয়েছে। বুঝতে পারা যায় যে মুড়ি থেকে একটি আলাদা রকমের গন্ধ বের হচ্ছে। সেই গন্ধ মনটাকে একেবারে মাত করে দেয়। আমতার চালানি মুড়ির ওপরে নির্ভর করে কলকাতাবাসীরা।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

করতে হবে। সেই উৎসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেন উৎসব পালন করা হচ্ছে এবং এই উৎসব পালন করলে লোক সমাজের কী উপকার হবে তা জানতে হবে। শুধু উৎসবে মেতে থাকলে হবে না। বাংলার প্রত্যেক উৎসবের এক একটি অর্থ রয়েছে। সেই অর্থ অতি ব্যাপক এবং বিরাট। এই সব উৎসবের ইতিহাস রয়েছে। সেই সব ইতিহাসকে জানতে হবে। বুঝতে হবে। তবেই উৎসব থেকে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

জ্ঞানার্জন করতে হবে। তার জন্য বই পড়া অভ্যাস খুবই প্রয়োজন। বই পড়তে হবে। শুধু বিনোদন করলে হবে না। উৎসবে অংশ গ্রহণ

## স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সবাইকে সাবধান করতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরুপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো।

কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সাব সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে শক্তিশালী হতে হবে। না হলে একেবারে পরাস্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে। ভারতবর্ষ সভ্যতায় প্রাচীন। গ্রীস দেশের মতো প্রাচীন হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা। ভারতীয় সভ্যতার কারোর কোনও রূপ খারাপ করে না। সব জাতির উপকারে লাগে ভারতীয় সভ্যতার উৎপাদিত পণ্য। সেই কারণে ভারতের কদর।

# নবদ্বীপের বৈষ্ণব ধর্মকে শক্তিশালী করে তুলতে নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাস উৎসবের আয়োজন করেন

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

**(পূর্ব প্রকাশের পর)**

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর খ্যাতি যেমন বাংলা ছাড়িয়ে পড়েছিল ঠিক সেই রকম সারা ভারতে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল নবদ্বীপের রাসের মেলা। সারা বিশ্বের সমাদর লাভ করতে শুরু করেছে এখন। নবদ্বীপের সন্তান গবেষক শিক্ষক শান্তিরঞ্জন দেব তাঁর রচিত 'নবদ্বীপের শাক্ত রাস' গ্রন্থে সবিস্তারে সেই কথাই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে গিয়েছেন। **ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ নবদ্বীপের শাক্ত রাসের উদ্ভব**- ১৭২৮ সালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসলেন। তাঁর মাথার ওপরে ছিল পিতৃ ঋণের বোঝা। বিশ লক্ষ টাকা ঋণ মাথায় নিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসেন। সেই ঋণ পরশোধ করা নিয়ে মহারাজকে গ্রেফতার করে কারাগারে আটকে রেখে দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খানকে সেই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর দেওয়ান রঘুনন্দনের সাহায্য নিয়ে। ১৭৪৫ সালে কারারুদ্ধ এবং বর্গী আক্রমণে মরাহাজ ব্যতিব্যস্ত হতে শুরু করলেন। ১৭৫১ সাল থেকে তিনি এই সব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের জোরজুলুমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে নিয়েছিলেন নবাবকে পরাস্ত করতে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের মধ্যে ১৭৫২ থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বছরগুলিকে 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়। এই সময়ে মহারাজ জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করেছিলেন। বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক মোহিত রায় বলেছেন যে ১৭৬৪ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 'বারদোল' প্রবর্তন করেন। ডক্টর অলোক কুমার চক্রবর্তী এই যুক্তিকে খণ্ডন করে তিনি বলেন যে ১৭৫২ থেকে ১৭৫৬ সালের মধ্যে ওই মেলার প্রবর্তন করেছিলেন মহারাজা। মহারাজ অবগত ছিলেন যে কার্তিকী পূর্ণিমাতে নবদ্বীপের শাক্ত পণ্ডিতেরা নিজ নিজ গৃহে শক্তি পুজোর আয়োজন করতেন। মহারাজ ভাবলেন এই পুজোকে যদি নবদ্বীপের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরিপূর্ণ উৎসব হিসাবে খ্যাতি লাভ করবে এবং সবাই এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তারপর থেকে মহারাজ শক্তিশাধনার পৃষ্টপোষকতা করতে শুরু করেন। 'ঘটে' এবং 'যন্ত্রে' পুজোর সঙ্গে মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে শক্তি পুজোর শুরু হল। নবদ্বীপের রাসের প্রথম মৃন্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠা হল সেটা হল দেয়ারাপাড়ার 'এলানে কালী'। এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং পণ্ডিতপ্রবর শঙ্করনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়। দেয়ারাপাড়ার 'এলানে কালী' পুজিত হওয়ার পরে আমপুলিয়ার পাড়ার শবশিবা, ব্যাদড়াপাড়ার শবশিবা ও দণ্ডপাণিতলার মুক্তকেশী'র দেবীর পুজা শুরু হয়। যাঁরা নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মূর্তি নির্মাণ করতেন তাদেরকে মহারাজা এক টাকা (ষোল আনা) অনুদান দিতেন। নবদ্বীরে শাক্ত রাসের আড়ঙ শুরু হয় ১৭৫৬ সাল থেকে। আর বর্তমানে রাস কার্নিভ্যাল শুরু হয়েছিল ১৭০০ সাল থেকে। ১৭৫২ সাল থেকে মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি করে পুজো শুরু হয়। ১৭৫৬ সালে পোড়ামাতলায় প্রতিমাগুলি নিয়ে এসে শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে পুরস্কৃত করে শোভাযাত্রার (আড়ঙ) সঙ্গে প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়। **সপ্তম অধ্যায়ঃ নবদ্বীপের শাক্ত রাস বৈষ্ণব বিরোধী নয়**- মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কুলদেবতা হলেন নারায়ণ। কিন্তু তিনি ছিলেন চৈতন্য উপাসক বিদ্বেষী। চৈতন্যদেবকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার ব্যাপারটা তিনি পচ্ছন্দ করতেন না। শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্যের বংশীয় পরম বৈষ্ণব পণ্ডিতপ্রবর রাধামোহন গোস্বামীর সঙ্গে বেলডাঙ্গা গ্রামে গোস্বামীর কোনও এক শিষ্যের বাড়িতে মহারাজের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। আলোচনায় মহারাজ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর মত পরিবর্তন করেন। নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের চক্ররাস শুরু হয়েছিল ১৮৬৮ সালের পর ১৯১০ সালে হরিসভা মন্দিরে। কিন্তু নবদ্বীপ বিখ্যাত বৈষ্ণবদের রাসের জন্য নয়, শাক্ত রাসের জন্য নবদ্বীপ বিখ্যাত হয়ে উঠে। **অষ্টম অধ্যায়ঃ কয়েকটি প্রতিমা পরিচিতি ও প্রাচীনত্বের সন্ধান** -১) এলানে কালীঃ দেয়ারা পাড়ায় এলানে কালী পুজো শুরু হয়। এলানে কালী যেখানে পুজো হয় তাকে বলা হয়ে থাকে পঞ্চমুণ্ডির আসন। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের পৃষ্টপোষকতায় এবং দেয়ারা পাড়ার নিবাসী শঙ্করনাথ তর্কবাগীশ পঞ্চমুণ্ডির আসনে এলানে কালী পুজো শুরু করেন। প্রতিমার উচ্চতা ১০ ফুট। ২) আমপুলিয়া পাড়ার শবশিবাঃ মহামোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতিদের গৃহদেবী ছিলেন। পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পরিবার তঁদের গৃহদেবীর মৃণ্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে পুজো শুরু করলেন। ৩) তেঘরী পাড়ার বড় শ্যামাঃ বড় শ্যামা ২০ হাত বা ৩০ ফুট উচ্চ। সাধক চুড়ামণি ভৃগুরাম চট্টোপাধ্যায় (ভট্টাচার্য) এই পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই পুজো করে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ৪) শ্রীশ্রী বামাকালীঃ রামসীতার মোড়ে শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মন্দিরের কাছে শ্রীশ্রী বামাকালীর পুজো হয়। আগে দশ বারো হাত কালী হতো। এখন তা বেড়ে চোদ্দ বা পনেরো হাত কালী প্রতিমা তৈরি হয়। পুজোতে ইলিশ মাছ এবং মাংস দেওয়ার রীতি রয়েছে। পাঁঠাবলিও দেওয়া হয়। ৫) কৃষ্ণকালীঃ ফাঁসিতলা ঘাট রোড এবং পাতাল সাধু সরণির সংযোগ স্থলেন ফাঁসিতলার মোড়ে কৃষ্ণকালীর পুজো হয়ে থাকে।

নন্দকুমার পাল এই প্রতিমা তৈরি শুরু করেন। ৬) রণকালীঃ রাধাবাজার অঞ্চলে পোড়ামা তলা রোডে 'শ্রুতিমাইক' কাছে রণকালী পুজো হয়ে থাকে। চন্দ্রভূষণ দাস এই পুজোর প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতিমা ১৫ হাত উচ্চতায় নির্মাণ করা হয়। ৭) মহারাবণ বধঃ রাধাবাজারে পোড়ামাতলা রোড এবং বৈদিক পাড়া সংযোগ স্থলে এই প্রতিমার পুজোর আয়োজন করা হয়। ১৯৪৫ সালে ছোট আকারে শুরু হয়েছিল প্রতিমা পুজো। ৮) আনন্দময়ীঃ এই দেবী পুজো কবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। রমাপ্রসাদ গোস্বামী নবদ্বীপের রাস নিয়ে 'মাসিক বসুমতী'তে প্রবন্ধ লিখলেন। সেখানে আনন্দময়ী দেবীর কোনও নাম ছিল না। তবে গোরাচাঁদ বিশ্বাসের বয়স ধরে অনুমান করলে ১৯৫০ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। ৯) ভুবনেশ্বরীঃ বড়াল ঘাটে এই প্রতিমা পুজো হয়ে থাকে। এই প্রতিমা সূচনা কাল ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭) ১৯৮৬ সালে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্গা-চণ্ডী-মহিষামর্দিন কাত্যায়নী প্রতিমা -১) কৃষ্ণমাতাঃ রামসীতা পাড়ার রাজবংশীরাই এই পুজোর আয়োজন শুরু করেছিলেন। এই প্রতিমার রূপ দিয়েছিলেন নন্দকুমার বিদ্যাভূষণ। এই মূর্তিতে শাক্ত এবং বৈষ্ণব মতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ২) আমড়াতলার মহিষমর্দিনীঃ আগমেশ্বরী পাড়া বাজারে এই প্রতিমা পূজিত হতে দেখা যায়। ষোল থেকে সতেরো হাত প্রতিমা তৈরি করা হয়ে থাকে। এইখানকার বাসিন্দা অমূল্যকুমার বসু বলেছেন যে তিনশো বছরের প্রাচীন এই পুজো। তবে এই পুজো করে সঠিক কবে শুরু হয় তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ৩) ডুমুরেশ্বরীঃ রাধাবাজারের এস কে নন্দীর বাড়ির সামনেই ওই প্রতিমার পুজো হয়। কুড়ি বাইশ ফুট উচ্চ প্রতিমা। ৪) মহিষমর্দিনী (রাধাবাজার মোড়)ঃ রাধাবাজার মোড়ে এই পুজো হয়ে থাকে। প্রতিমার রূপ দিয়েছিলেন নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মৃতি পণ্ডিতপ্রবর ত্রিপথনাথ ভট্টাচার্য স্মৃতিতীর্থ। ৫) নবদূর্গাঃ তেঘরি পাড়ার কালীতলা মোড়ের তেঘরি বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এই প্রতিমা পুজো হয়। এই পুজো শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। কিন্তু প্রতিমা পাদপীঠে লেখা রয়েছে ১৯৩১ সাল। ৬) মহিষমর্দিনী (অভয়ামাতলা)ঃ পাঁচমাথার মোড়ে অভয়া মায়ের মন্দিরের পাশে এই প্রতিমা পুজো করা হয়। ডক্টর বংশীধর মোদক এবং ডক্টর প্রদ্যোৎ কুমার গোস্বামী কোনও তথ্য প্রমাণ ছাড়াই বলেছেন যে এই পুজো শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালে। তবে লেখক শান্তিবাবু মনে করেন এই পুজো শুরু হয় ১৯৩৫ সালে। ৭) রণচণ্ডী (পাঁচমাতার মোড়)ঃ শঙ্কর মণ্ডল ১৯৫০ সালে জগদীশ বিশ্বাসকে দিয়ে অভয়া তলার মহিষমর্দিনী মূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। সুতরাং বলা যেতে পারে ১৯৫০ সাল থেকেই পাঁচমাথা মোড়ে রণচণ্ডী মাতার পুজো শুরু হয়। ৮) অকালবোধনঃ দেয়ারা পাড়ায় ১৯৩৭ সাল থেকে পুজো শুরু হয়ে গিয়েছিল। শুরুতে দণ্ডপাণিতলায় এই পুজো হয়। তারপরে দেয়ারা পাড়ায় পুজো চলে আসে। দেবীর উচ্চতা ২০ ফুট। ৯) কাত্যায়নীঃ বড়োশিবতলায় অমলেন্দু ব্রহ্মচারী সহ কয়েকজন মিলে ১৯৮৫ সালে পুজো শুরু করেন। ১৪-১৫ ফুট উচ্চ দেবী মূর্তি। ১০) ভদ্রকালীঃ চারিচরা পাড়া বাজারে ভদ্র কালীর পুজো শুরু হয়। এই পুজোই সম্ভবত রাসের বারোয়ারি পুজো। ১৭৯০ সালে এই পুজো শুরু হয়েছিল। ১১) ভদ্রকালীঃ হরিহর পাড়ায় বড় রাস্তার ধারে ভদ্রকালী পুজো হয়। ১৭৯০ সাল থেকে এই পুজো বারোয়ারি পুজোতে পরিণত হয়। ১২) গঙ্গাঃ গঙ্গা নদী এবং সরস্বতী নদী ভারতীয়দের কাছে দেবী পুরে পুজিত হন। কয়েৎবেলতলায় গঙ্গা বা বড় গঙ্গা পুজো হয়ে থাকে। আলোছায়া সিনেমা হলের মোড়ে, পোড়ামাতলা রোডে এবং শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি রোডে কয়েৎবেলতলার গঙ্গা পুজো হয়ে থাকে। সাধারণের কাছে বড়ো গঙ্গা পুজো বলেই খ্যাত। ১৩) বিন্ধ্যবাসিনী-গোরাঙ্গিনীঃ গাঁড়াল পাড়ার শ্রীবাস অঙ্গন পাড়ায় এই পুজো শুরু হয়েছে। ১৭৮০ সালে গঙ্গার ভাঙনের ফলে বৈদিক পল্লী সহ জগন্নাথ মিশ্রের ভদ্রাসন গঙ্গা কবলিত হয়। ১৭৯২ সালে লর্ড হেস্টিংস এর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জগন্নাথ মিশ্রের ভদ্রাসন চিহ্নিত করে একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। এই পুজোর সূচনাকালকে কেন্দ্র করে এখনও বিতর্ক রয়েছে। তবে লেখক শান্তিরঞ্জন দেব মনে করেন ১৮২৮ সালে এই প্রতিমা পুজো শুরু হয়। ১৪) ডোড়া বাঘ গৌরাঙ্গিনীঃ যোগানতলায় জোড়াবাঘ গৌরাঙ্গিনী পুজো হয়ে থাকে। ১৮৩০ সালে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। ১৫) দেবীগোষ্ঠীঃ চারিচারা ব্যানার্জি পাড়ায় দেবীগোষ্ঠী পুজো হয়। ১৯৪৫ সাল থেকে এই পুজো হয়ে আসছে। ১৬) গণেশ জননীঃ তুড়ো পাড়ার গণেশ জননী পুজো শুরু হয়েছিল ১৯৪৯ সালে। ১৭) অন্নপূর্ণাঃ কবি ভারতচন্দ্র এর ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অনুরূপ দেবী প্রতিমাকে পুজা করতে শুরু করে দিয়েছিল নবদ্বীপের বাসিন্দারা। যদিও স্বপ্নাদেশে মহারাজা কৃষচন্দ্র এই পুজো শুরু করেছিলেন। নবদ্বীপের বুড়ো শিবতলা রোড, ষষ্ঠীতলায় অন্নপূর্ণা মাতার পুজো শুরু হয়েছিল। ১৪-১৫ ফুট লম্বা প্রতিমা তৈরি করা হয়। তবে কবে এই প্রতিমা পুজো শুরু হয় তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ১৮) ভারতমাতাঃ আলোছায়া সিনেমা হলের পাশে ১৯৬২ সাল থেকে ভারতমাতা পুজো শুরু হয়। ১৯) কমলে কামিনী চণ্ডীমঙ্গলের কাব্যকে অনুসরণ করে কমলে কামিনী মূর্তি নির্মাণ করে এই পুজো শুরু হয়ে যায়। পূর্বের ধরমশালা রোড বর্তমানে উডবার্ন রোডে এই প্রতিমার পুজো হয়ে আসছে। চোদ্দ পনেরো ফুট উচু প্রতিমা। ১৯১৯ সালে এই প্রতিমা পুজো শুরু হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। আড়ঙ এর সূচনাঃ ১৭৫৬ সালে নির্দেশে পুর্ণিমার পরদিন সব প্রস্তুতিমাদের তাঁর সামনে নিয়ে এসে হাজির করা হতো। তিনি বিচার বিবেচনা করে পুরস্কৃত করতেন। প্রতিমা বিসর্জনকে আড়ঙ বলা হয়ে থাকে। নবদ্বী'র রাস নিয়ে বহু কবিরা কবিতা গান রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দিলীপ দাস, দেবাশিস চক্রবর্তী, অমলেন্দু (বাবলু) ব্রহ্মচারীসহ আরও অনেকে। রাসের গানে আদি রসের সন্ধান পাওয়া যায়-''ও পাড়ার মিন্সে তেলি /ওকে তুই দশবার দিলি। /একে দিলি একে দিলি / আমায় দিলি না''। রাস প্রতিমা শিল্পী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন ধর্মদাস পাল, রমেন্দ্রনাথ পাল, জগদীশ বিশ্বাস, ভবতোষ বিশ্বাস সহ প্রমুখ।

নদিয়ার নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত ছিল। সেখানে আগে বহু সংস্কৃত টোল ছিল। বাংলা বাইরে থেকে ছাত্ররা এক সময়ে নবদ্বীপে এসে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতো। মিথিলার সঙ্গে নবদ্বীপের একটি যোগ ছিল। মিথিরার রাজসভা কবি বিদ্যাপতির পদাবলী নবদ্বীপে চর্চা হতো। চৈতন্যদেব স্বয়ং বিদ্যাপতির ভক্ত ছিলেন। চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ করতেন চৈতন্যদেব এবং তাঁর শিষ্যদের এইসব পদাবলী পদাবলি পড়তে উৎসাহিত করতেন। বৃন্দাবনের রাস মেলাকে বাংলায় নিয়ে এলেন নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি বৈষ্ণব ভক্ত হয়ে গিয়ে ছিলেন। শাক্ত মতের সঙ্গে বৈষ্ণব মতের মিল করিয়ে দিয়ে রাস উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। এক সময়ে নবদ্বীপে শাক্ত এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই বিরোধকে করে সহবস্থানের পরিবেশ গড়েন।

# ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র উস্তাদ আমির খান

**বিশেষ প্রতিবেদক**

অনেকদিন আগে একবার উস্তাদ আমির খানের একটা সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। উস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করা হল এত তো রাগ আছে, কোনটা গাইতে সব চেয়ে আনন্দ পান আপনি? উস্তাদজী মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন যতবার 'সা' টা 'সা'য়ে লাগে ততবার। এই অদ্ভুত পারফেকশন ভাল গায়ক থেকে লেজেন্ডদের আলাদা করে এক নিমেষে।

কিংবা আবদুল করিম খাঁ সাহেবের সেই পারফরমেন্স, দর্শক এসে দেখলেন খাঁ সাহেব হাঁ করে বসে। কোন আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

সমঝদাররা কেয়াবাত কেয়াবাত বলে কেঁদে ভাসাচ্ছে। খানিকবাদে বোঝা গেল খাঁ সাহেব পিছনের পাঁচটা তানপুরার সঙ্গে নিজের গলা এক স্কেলে মিলিয়ে দিয়েছেন। আলাদা করে আর চেনার উপায় নেই। করিম খাঁ সাহেবের মৃত্যুও অদ্ভুত। ট্রেনে করে ফিরছেন। গোধুলি লগ্ন। অচেনা এক স্টেশনে হঠাৎ থেমে গেল ট্রেন। খাঁ সাহেব ব্যাস্ত হয়ে শিষ্যদের বললেন, শিগগির নেমে পড়। সময় হয়ে গেছে। স্টেশনে নেমে অজু করে নামাজ পড়ার মত বসলেন। উদাত্ত কণ্ঠে ডুবন্ত সূর্যের সঙ্গে ধরলেন পুরিয়া ধানেশ্রী। গান শেষ হতেই লুটিয়ে পড়ল তাঁর ক্ষীণ দেহ। এই সব সঙ্গীতের মিথ। সত্যি মিথ্যে পরের কথা। কিন্তু ভাবতে ভারী ভাল লাগে।

আর একটা গল্প। বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেব অনেক কষ্টে সিনেমায় গাইতে রাজি হয়েছেন। স্টুডিওতে এসে এক ফ্যাচাং। কিছুতেই মুড হচ্ছে না। শেষে নিজেই বললেন স্টুডিওতে এই বদ্ধ পরিবেশে গান হয় নাকি? চল গাছের তলায় বসে গাই। রেকর্ডিস্টের মাথায় হাত। তবু গাছ তলায় বসেই গাইলেন, শুভ দিন আয়ো। মুঘল এ আজম এর এই গান করে পঁচিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন তিনি। অনেক নায়ক নায়িকার চেয়ে বেশি।

আবার অনেক পরে সলিল চৌধুরীর এক গানে গাইছিলেন তরুন এক শিল্পী। কিছুতেই সুরকারের মন মত হচ্ছে না। শেষে গায়ক বললেন আমার গলাটা বরং একটু কোমল করে গাই। সুরকারের সেটা না পসন্দ। রেগে বেরিয়ে গেলেন। গায়ক নিজের খেয়ালেই গলাকে

একেবারে কোমল করে গাইলেন গানটা। শেষ হতেই দেখলেন সুরকারের চোখে জল। তিনি জড়িয়ে ধরলেন গায়ককে। তারপর থেকে সেই অ্যায় মেরে পেয়ারে ওয়াতন শুনে কত মানুষ কেঁদেছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। মান্না দে পারতেন। পারতেন লতাও। একবার ফুল অর্কেস্ট্রার সঙ্গে ফাইনাল টেক হচ্ছে। গান শুরু করতেই লতা থেমে গেলেন। সুরকার কে ছিলেন মনে নেই। লতার তখন বাইশ তেইশ বছর। বললেন সাব,কোই বেসুরা বাজা রহা হ্যায়। প্রবীণ সুরকার ধমকে দিলেন,তুমহে জাদা পতা হ্যায়? ইস পঁচাশ মিউজিশিয়ান মে কোন বেসুরা বজায়েগা? তুম গাও। গান শুরু করেই আবার থামলেন লতা। মাফ কিজিয়ে সাব, ভায়োলিন মে কোই বেসুরা বজা রহা হ্যায়। এবার একটু চমকালেন সুরকার। এত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ধরছে কি করে? আর এই কচি মেয়ে? শেষে বললেন তুমহি বাতাও কওন। গান শুরু হতেই এবার লতা সোজা একজনের দিকে দেখালেন। শুধু তাঁকে বাজাতে বললেন সুরকার। অবাক কান্ড। সত্যিই সুর লাগছে না। সা টা সা হচ্ছে না। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন লতাকে। তুমি বিশ্বের সেরা গায়িকা হবেখফলেও ছিল সে কথা।

জিদ্দি ছবিতে খেমচাঁদ প্রকাশের ছায়ানট রাগে চন্দা রে যারে যারে গানে প্রথম নিজের জাত চেনালেন লতা। এক বছর যেতে না যেতে সামসেদ বেগমের কুর্সি নাড়িয়ে গাইলেন উঠায়ে যা উনকি সিতম। আর তার পরেই মহলের আয়েগা আনেওয়ালা। এক সময় সামসেদ বেগমের সঙ্গে এক্সট্রা হিসেবে গলা মেলাতেন। তারপর লতায় মুগ্ধ নৌশাদ রাতারাতি সেকেন্ড লিড প্লেব্যাককে লিড সিঙ্গার বানিয়ে দিলেন। বরসাত-এর দায়িত্ব পেলেন শঙ্কর- জয়কিষণ। আবার লতা ইন। সামসেদ আউট। তখনও বাকি ছিল আর এক গানের রেকর্ডিং বদল গয়ে মেরি দুনিয়া বদল গয়ে। কি অদ্ভুত সমাপতন! সে গান হিট করল না। সবার মুখে মুখে তখন বরসাতের লতার গান। প্রায় দশ বছর বাদে মুঘল ই আজম- এ শেষবারের মত একসঙ্গে গাইলেন দুই কিন্নরকণ্ঠী, তেরে মেহফিল মে কিসমত আজমাকর হাম ভি দেখেঙ্গে, সামসেদ সেখানে ঢাকা পড়ে গেছেন লতার ছায়ায়। সেই লতা যিনি এককালে কোরাস গাইতেন তাঁর সঙ্গে। সামসে ভাবতেও পারেন নি, শেষ অবধি তাঁর গলা পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন নিগর সুলতানা। সেকেন্ড লিড। মধুবালার গলায় লতা। আর লড়াই চালিয়ে যাবার ক্ষমতা ছিল না সামসেদের।

ভারত জেনে গেল বোম্বাই শাসন করতে নতুন গলা এসে গেছে। বইজু বাওরা-তে রফি যেখানে একাহাতে গানের সবদিক সামলাচ্ছেন, বাকিরা নেহাত সাইড রোলে, সেখানেও লতা জানপ্রাণ দিয়ে দিচ্ছেন আর নিজের ক্ষমতায় সুপারহিট করাচ্ছেন মোহে ভুল গয়ে সাঁওয়ারিয়াদ গানকে। কিছুদিন বাদেই শুরু হল তার ব্যক্তিগত অন্য এক যুদ্ধ। ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে গায়কদের জন্য কোন বিভাগ ছিল না বলে একের পর এক ফিল্মফেয়ার বয়কট করতে শুরু করলেন। লতা তখন একাই ইন্ডাস্ট্রি। তাকে সন্তুষ্ট করতে পরের বছর থেকেই কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন সেরা গায়ক গায়িকার অ্যাওয়ার্ড দিতে। প্রথম পেলেন লতাই। আজা রে পরদেশীর জন্য। নিন্দুকরা বলল লতা পুরস্কারের লোভে করেছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুঝল কী কঠিন লড়াইটাই না করেছেন মহিলা।

কাজের ব্যাপারে ইগোটা ছেঁটে ফেলতেন তখন। শচীন কত্তার সঙ্গে নিয়ে সম্পর্ক তলানিতে।

# কলেজ স্ট্রিটের হেরিটেজ বইদোকান

**বিশেষ প্রতিনিধি**

কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় আমরা অনেকেই গিয়েছি বই কিনতে। কিন্তু জানেন কি কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ার প্রথম দোকান কোনটি। এই দোকানে বই পাওয়া না গেলে তা হলে দেশে কোথাও পাওয়া যাবে না। বিদেশে চিঠি পাঠিয়ে আনাতে হবে। তখন

এই দোকানে ৬০/৬২ জন কর্মচারী তিনতলা জুড়ে কাজ করত।

লেখাপড়া কিংবা আড্ডায় কলেজ স্ট্রিটের সঙ্গে বাঙালির এক অলিখিত সম্পর্ক হয়ে গিয়েছে। বাঙালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বইয়ের গন্ধ, আর এই বইয়ের খনি আমাদের কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম 'সেকেন্ড-হ্যান্ড' বইয়ের বাজার এবং ভারতের বৃহত্তম বইয়ের বাজার হলো এটি। এই বইপাড়ায় তখন এত বইয়ের দোকান ছিল না। যদি প্রশ্ন করা হয়, এই বই পাড়ার সব থেকে পুরনো এবং সচল বইয়ের দোকান কোনটি? তবে বলে রাখি তার মধ্যে একটি দোকান ছাড়া আর কোনও দোকানেরই এখন অস্তিত্ব নেই।

যে দোকানটি এখনও সচল তাকে হেরিটেজ কমিশন দেশের এক নম্বর হেরিটেজ বুক শপের মর্যাদা দিয়েছে। দোকানটির নাম ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রিটের দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

পুরনো তিনতলা বাড়িটি শুধু বইয়ে ঠাসা। ১৮৮৬ সালে এটি প্রথম কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকান। খুলনা থেকে আসার পথে যশোরে গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রাণের বন্ধু মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে বলেন, কলেজ স্ট্রিটেই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল কলেজ রয়েছে। খুব ইচ্ছে, ওই রাস্তায় একটা বইয়ের দোকান দেওয়া।

হোমিওপ্যাথ হিসেবে তখন মহেশচন্দ্রের খুব নাম ডাক হয়েছে। তিনি বললেন, তুমি দোকান দাও। আমি কলকাতায় প্র্যাকটিস করব। গিরিশচন্দ্র মাত্র ৩৪টি বই সম্বল করে ওই বাড়িতেই বসালেন কলেজ স্ট্রিটের প্রথম বই দোকান।

দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার গিরিশচন্দ্র মারা যান ৬২ বছর বয়সে। তাঁর ছেলে ক্ষিতীশচন্দ্র এই ব্যবসার হাল ধরেন। পরে ১৯৬২ সালে তার মৃত্যুর পর, তাঁর জায়গায় আসেন ছেলে অমূল্যচন্দ্র। ওই ষাটের দশকেই অমূল্যচন্দ্র দোকানটিকে এক আশ্চর্য সংগ্রহশালা করে তোলেন।

# ট্যাব জালিয়াতি এবার পুরুলিয়ায়! একাধিক স্কুল থেকে টাকা উধাও

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৫ নভেম্বর ঃ ট্যাব জালিয়াতিকাণ্ডে সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। এবার ট্যাব জালিয়াতির শিকার পুরুলিয়ার জেলার বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুরুলিয়া জেলার চার বিদ্যালয়ের ২৯ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা উধাও। পুরুলিয়ার পাড়া থানার আনাড়া মহিলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ জন ছাত্রীর টাকা ভিন জেলার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। একইভাবে রঘুনাথপুর মহকুমার চেলিয়ামা বিজলিপ্রভা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ জন পড়ুয়া, বলরামপুর থানার দড়দা খেলু হেমব্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের ১১ জন পড়ুয়ার এবং বান্দোয়ান থানার বান্দোয়ান ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠের ৩ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা ঢুকেছে ভিন জেলার অ্যাকাউন্টে। পুরুলিয়া সাইবার ক্রাইম থানা এবং জেলা শিক্ষা দফতরে অভিযোগ দায়ের করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষরা। ঘটনায় উদ্বেগ বাড়িয়েছে জেলা শিক্ষা মহলে। উল্লেখ্য, কলকাতাতেও ট্যাব জালিয়াতি! বিভিন্ন থানায় শতাধিক অভিযোগ দায়ের। তদন্তে এবার সিট গঠন করল কলকাতা পুলিস। জালিয়াতির শিকার ৩০০ জন পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেল টাকাও। সূত্রের খবর তেমনই। রাজ্যে ফের চালু হয়ে গেছে 'তরুণের স্বপ্ন'। স্রেফ দ্বাদশ শ্রেণি নয়, এই প্রকল্পে এবার একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাবের জন্য টাকা দিচ্ছে রাজ্য। কিন্তু জেলায় জেলায় সেই টাকা হ্যাকাররা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। পুলিস সূত্রে খবর, সব জেলা মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ৭৮১ পড়ুয়ার টাকা লোপাট হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ঝাড়গ্রামে। চলছে ধরপাকড়ও। বাদ নেই কলকাতাও। ট্যাবের টাকা না পেয়ে শহরের ১০ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন একশোরও বেশি পড়ুয়া। জালিয়াতির অভিযোগ ওঠেছে সরশুনা, যাদবপুর, ভবানীপুর, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো, গল্ফগ্রিনের মতো এলাকায়। কীভাবে জালিয়াতি? যেভাবে একের এক অভিযোগ আসছে, তাতে সংগঠিত ভাবে অপরাধ চলছে বলে মনে করছেন লালবাজারের আধিকারিকরা।

# শালিমারে গাড়ি পার্কিং ঘটনায় গ্রেফতার ৭, ধৃতদের তোলা হলো আদালতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ নভেম্বর ঃ হাওড়ার শালিমারে গাড়ি পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে যাত্রীকে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার ৭, ধৃতদের তোলা হলো হাওড়া আদালতে। শালিমার স্টেশনের ওই ঘটনায় যাত্রীকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বি গার্ডেন থানার পুলিশ মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা শুরু হয়েছে। জানা গেছে, বুধবার রাতে মুম্বইয়ের এক ব্যবসায়ী সপরিবারে শালিমার স্টেশনে আসেন গাড়ি নিয়ে। ট্রেন ধরে তাঁদের মুম্বই যাওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ, তিনি পার্কিংয়ে গাড়ি না রাখলেও তাঁর থেকে জোর করে টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হয়। এর প্রতিবাদ করলে ওই ব্যবসায়ী ও তাঁর ছেলেকে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর থানায় অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার ধৃতদের হাওড়া আদালতে তোলা হলে ধৃতদের বিরুদ্ধে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ দেয় আদালত। পুলিশ জানিয়েছে, যে ৭ জনকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে বি গার্ডেন থানায় এফআইআর করা হয়েছিল। বাকি দু'জনকে পুলিশ তদন্তে নেমে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম মুকেশ যাদব, মিন্টু যাদব, রজনীশ কুমার, মোহম্মদ খুরশিদ, বিট্টু সাউ, আশীষ কুমার পাসোয়ান এবং বিশাল সাউ। এদের মধ্যে মূল মাস্টারমাইন্ড মুকেশ যাদব। বি গার্ডেন থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# থিমের বাহুল্যে মুখ ঢাকছে রাসের ঐতিহ্য

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৫ নভেম্বর ঃ সারা বাংলার নদীয়া জেলার নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ উৎসব রাস। এই রাস উৎসব উপলক্ষ্যে বৈষ্ণব ধর্মালম্বী

মানুষ তো বটেই এছাড়াও বহু দূর দুরান্ত থেকে মানুষ ইতিমধ্যেই নবদ্বীপে এসেছেন রাস দেখতে। রাসলীলা বা রাস যাত্রা সনাতন ধর্মলম্বীদের একটি বিশেষ উৎসব। রাস মূলত, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অনুকরণে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার অনুষ্ঠিত এক ধর্মীয় উৎসব। জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব সূচনা করেছিলেন নদীয়ার নবদ্বীপে। নবদ্বীপ রাসের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে মূর্তির বিশালতা। অপরূপ মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে নানা রূপে শক্তি আরাধনায় নবদ্বীপের রাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে এবছর থিমে ঢাকছে রাসের ঐতিহ্য। চিরাচরিত উচ্চতার ঐতিহ্য ছেড়ে থিমের দিকে ঝুঁকছে নবদ্বীপ। এক সময়ে রাস মানে ছিল পূর্ণিমার ভরা রাতে বিশুদ্ধ তন্ত্র মন্ত্রে শক্তি মূর্তি সাড়ম্বর পূজা কার কত বড় প্রতিমা তা নিয়ে চলত প্রতিযোগিতা। তবে এ বছর সেই প্রথা ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন নবদ্বীপের একাধিক ক্লাব ও বারোয়ারি পুজো কমিটি।


## সুনিতা বন্ড এবং হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি অফিসঃ ৫৮ (৩৮), এস.এন. ব্যানার্জি রোড ব্যারাকপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১২০
CIN : L65925WB1983PLCO35697, ইমেল আইডিঃ sbhlplcgmail.com

**বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির সংশোধনী**

সুনিতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৯, ২০২৪-এ দুপুর ০২:০০টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ৫৮ (৩৮), এস.এন. ব্যানার্জি রোড ব্যারাকপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১২০। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিধানগুলির যথাযথ সম্মতিতে ২৮ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ('এজিএম নোটিশ') কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। মিনিস্ট্র অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড ভারত দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলির অধীনে নিয়মগুলি তৈরি করা হয়েছে।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে আইটেম নং ৮ নোট করার সাথে সাথে এর সাথে সংযুক্ত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিটি নিম্নরূপ এবং ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের একটি সংশোধনীপত্র পাঠানো হবে যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে সংশোধনীও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে যেটা https:sunitabonds.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.msei.in।

**আইটেম ৮ঃ কোম্পানির যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে শ্রী রোহিত মিত্তাল (ডিআইএনঃ ০২৫২৭০৭২)-এর পুনঃ পদবী।**

বিবেচনা করতে এবং উপযুক্ত মনে হলে, পাস করার জন্য, নিম্নলিখিতগুলি একটি বিশেষ রেজোলিউশনঃ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং অনুচ্ছেদ ১৯৬, ১৯৭, ২০৩, সিডিউল V এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর বিধির সাথে পড়া অন্য যেকোন প্রযোজ্য বিধানের বিধান অনুসারে সমাধান করা হয়েছে কোম্পানি (নিয়োগ এবং পারিশ্রমিক ম্যানেজারিয়াল পার্সোনেল) বিধিমালা, ২০১৪ (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা এর পুনঃপ্রণয়ন সহ), কোম্পানির সদস্য/শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন শ্রী রোহিত মিত্তাল (ডিআইএনঃ ০২৫২৭০৭২) কোম্পানির যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে (৫) পাঁচ মেয়াদে ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ থেকে শুরু হয়ে ১৩ নভেম্বর, ২০২৯ পর্যন্ত পারিশ্রমিক সহ শর্তাবলী এবং শর্তাবলীতে এই সভা আহ্বানকারী নোটিশের সাথে সংযুক্ত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে, পরিচালনা পর্ষদের স্বাধীনতা এবং কর্তৃত্ব সহ এবং মনোনয়ন ও পারিশ্রমিক কমিটির কাছে উল্লিখিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং/অথবা পারিশ্রমিকের শর্তাবলী পরিবর্তন এবং পরিবর্তন করুন যেভাবে এটি উপযুক্ত মনে করতে পারে এবং শ্রী রোহিত মিত্তাল (ডিআইএনঃ ০২৫২৭০৭২) দ্বারা গৃহীত হতে পারে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সিডিউল V-এর অধীনে নির্দিষ্ট সীমিত সীমা অতিক্রম না করলে বা এর কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন।

''আরও মীমাংসা করা হয়েছে যেবোর্ড পূর্বোক্ত রেজুলেশন কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয়, স্বাভাবিক বা সমীচীন বলে বিবেচিত সমস্ত কাজ, কাজ, বিষয় এবং জিনিসগুলি করার জন্য এতদ্বারা অনুমোদিত।''

বোর্ড অব ডিরেক্টদের আদেশ অনুসারে
**সুনিতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড-এর জন্য**
নভেম্বর, ১৪, ২০২৪
স্বা/-
**(ইন্দ্রনীল ধর)**
**ম্যানেজিং ডিরেক্টর**
**ডিআইএনঃ ০৮১৩৫৪৪৭**

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০২-এর অধীনে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি

**আইটেম নং ৮ঃ**

কোম্পানির বোর্ড শ্রী রোহিত মিত্তাল (ডিআইএনঃ ০২৫২৭০৭২)-কে ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ থেকে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করেছে। তার নিয়োগ কোম্পানির সদস্য/শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৯, ২০২৪ এ অনুষ্ঠিতব্য এজিএম একটি বিশেষ রেজোলিউশন।

পারিশ্রমিকঃ

১. বেসিক বেতনঃ টাকা ৫০,০০০ (মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা) প্রতি মাসে, কোম্পানির নিয়ম অনুসারে সময়ে সময়ে মনোনয়ন এবং পারিশ্রমিক কমিটি দ্বারা নির্ধারিত এই ধরনের বৃদ্ধি(গুলি) সহ
২. তিনি সময়ে সময়ে বোর্ড এবং/অথবা মনোনয়ন এবং পারিশ্রমিক কমিটি দ্বারা নির্ধারিত অনুগ্রহ, সুবিধা এবং ভাতা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৩. উপরোক্ত ছাড়াও, তিনি কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৪. সামগ্রিক পারিশ্রমিকঃ যেকোন আর্থিক বছরে শ্রী রোহিত মিত্তল (ডিআইএনঃ ০২৫২৭০৭২) কে প্রদেয় অনুচ্ছেদ, ভাতা, সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধা সহ সামগ্রিক বেতন ১৯৬, ১৯৭ ধারার অধীনে সময়ে সময়ে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না আইন এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপক কর্মীদের নিয়োগ ও পারিশ্রমিক) বিধিমালা, ২০১৪ (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) এবং আপাতত বলবৎ এর আইন(গুলি) সহ এর সিডিউল V সহ পড়া আইন।
৫. শ্রী রোহিত মিত্তাল (ডিআগ্রিনঃ ০২৫২৭০৭২) বোর্ড বা কমিটির সভায় যোগদানের জন্য কোনো বসার ফি পাওয়ার অধিকারী হবেন না।
৬. কোম্পানির প্রকৃত ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পারকুইজিটগুলিকে মূল্যায়ন করা হবে এবং আয়কর আইন, ১৯৬১ বা তার অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং এর যে কোনও পরিবর্তন অনুসারে প্রযোজ্য যেখানেই মূল্যায়ন করা হবে। আইনের ধারা ১৯০ এর অধীনে শ্রী রোহিত মিত্তালের (ডিআইএনঃ ০২৫২৭০৭২) নিয়োগের শর্তাবলী নির্ধারণ করে উপরে একটি লিখিত স্মারকলিপি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

শ্রী রোহিত মিত্তল, প্রিয়াঙ্কা মিত্তল এবং ললিতা মিত্তল ছাড়া, কোম্পানির পরিচালক এবং মূল ব্যবস্থাপক কর্মী এবং তাদের স্বজনদের কেউই, এর ৮ নং আইটেম এ সেট করা রেজোলিউশনে কোনভাবেই উদ্বিগ্ন বা আগ্রহী নন।

তার নিয়োগের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ সময়কাল-৫ বছরের জন্য ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ থেকে কার্যকর।


# ২৯ তম ইন্টারন্যাশনাল রাইস এন্ড গ্রেন প্রশেসিং এক্সিবিশন শুরু হল বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ নভেম্বর ঃ বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন এবং বিজনেস এম্পায়ার গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ২৯ তম ইন্টারন্যাশ্যনাল রাইস এন্ড গ্রেন প্রোশেসিং এক্সিবিশনের আয়োজন করা হল শুক্রবার। বর্ধমানের কাঞ্চননগরের কঙ্কালেশ্বরী কালীমন্দির সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত এই এক্সিবিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী রথীন ঘোষ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েসা রাণী, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক খোকন দাস, বিজনেস এম্পায়ার গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুরিন্দর গুপ্তা এবং বর্ধমান রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আবদুল মালেক। এদিন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ তার বক্তব্যে জানান, ঢেঁকি থেকে যেমন রাইস মিলের উত্তরন হয়েছে, ঠিক তেমনি দিন দিন প্রযুক্তির অগ্রগতি অনুযায়ী রাইস মিলের যন্ত্র সামগ্রীরও আধুনিকীকরণ ঘটছে। এই এক্সিবিশনে অনেক অত্যাধুনিক মেশিন রয়েছে যা চাষ এবং রাইস মিলের কাজে অগ্রগতি আনবে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী এই রাজ্যে একটা সুষ্ঠ গনবন্টন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যাতে হয়রানি ছাড়াই মানুষ প্রায় ঘরে বসেই রেশন পাচ্ছেন। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার তার বক্তব্যে এরাজ্যে ধান থেকে প্রক্রিয়াকরনের মাধ্যমে খাদ্যসাথী প্রকল্পে প্রায় ৯ কোটি মানুষকে প্রতি মাসে বিনামূল্যে চাল প্রদান করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সহ রাইস মিলগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন সারা দেশে গনবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে যে চাল মানুষকে দেওয়া হয়, তার মধ্যে আমাদের রাজ্যে গুনগত দিক থেকে সবথেকে উৎকর্ষ মানের চাল প্রদান করা হয়। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ তার বক্তব্যে জেলার রাইস মিলগুলির কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করে তা সমাধানের জন্য মন্ত্রী, জেলাশাসককে আবেদন জানান। এছাড়া তিনি সহায়ক মূল্যে ধান কেনার বিষয়ে যেন কোন দুর্নীতি না ঘটে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার কথা বলেন। বর্ধমান জেলা রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক জানিয়েছেন, সারা রাজ্যে প্রায় ১৪০০ টি রাইস মিল রয়েছে যার মধতে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই প্রায় ৫০০ টি রাইস মিল আছে। এই মেলা ২৯ তম হলেও বর্ধমানে ৫ম তম। দুবছর অন্তর অন্তর এই মেলার আয়োজন করা হয়। এবারে দেশ বিদেশ মিলিয়ে প্রায় ১৬০-১৭০ টি কোম্পানির স্টল হয়েছে। স্পেন, জার্মান সহ বিভিন্ন দেশের কোম্পানিরা তাদের বিভিন্ন মেশিনের প্রদর্শন করছে।

# ফাঁকা রেজুলেসন সই করা নিয়ে বচসা, অস্ত্র আইনে ধৃত কংগ্রেস নেতা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৫ নভেম্বর ঃ ফাঁকা রেজুলেসন খাতায় সই করাকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের সঙ্গে বচসা। শেষ পর্যন্ত সেই বচসা গড়াল থানায়। প্রধানের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ কংগ্রেস সদস্যার স্বামীকে অস্ত্র আইনে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠাল। বিচারক তাকে চারদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বীরভূমের রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের দুনিগ্রাম পঞ্চায়েতে সাধারণ সভা ডাকা হয়েছিল। সভায় শাসকদলের পাশাপাশি বিরোধী সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। বিরোধীদের অভিযোগ সভার শুরুতেই রেজুলেসন খাতায় সই করতে বলা হয়। কিন্তু সেটা না করায় বচসা শুরু হয়। অভিযোগ সে সময় পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী, কংগ্রেসের দুনিগ্রাম অঞ্চল সভাপতি হুমায়ূন কবির ওরফে আঙ্গুর দরজা ধাক্কা দিয়ে সভা কক্ষে ঢুকে পড়ে। দরজা ধাক্কা দেওয়ার ফলে এক পঞ্চায়েত কর্মী জখম হন বলে শাসক দলের দাবি। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার চিকিৎসা করানো হয়েছে। সন্ধ্যায় দুই পক্ষকে মাড়গ্রাম থানায় ডেকে পাঠানো হয়। রাতে পঞ্চায়েত প্রধান রেখা মাল আঙ্গুর এবং বিজেপি সদস্য প্রসেনজিত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ আঙ্গুরকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলা দিয়ে এদিন তাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মিল্টন রশিদ বলেন, পঞ্চায়েতের সভায় ফাঁকা খাতায় সই করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি নিয়ে দুর্নীতি করতে চেয়েছিল। বিরোধীরা তার প্রতিবাদ করেছিল। আমাদের অঞ্চল সভাপতি আঙ্গুর শাসক দলের দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছিল। তাই তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দেওয়া হল। শাসক দল এবং পুলিশ যতই আমাদের নেতা কর্মীদের মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাথাক আমরা গরিব মানুষের স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাব। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি চুরি করতে দেব না।

# বারুইপুর মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৫ নভেম্বর ঃ বাঙালী মানেই উৎসব প্রিয়, মেলা প্রিয়। আর শীত পড়তেই শুরু হয়ে গেল প্রতিবছরের মতো এবছরও মিলন মেলা বারুইপুরে।

বারুইপুর নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে ১৫ তম বর্ষের মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর বিডিও সৌরভ মাজি, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সর্দার, বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস, জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, মেলা কমিটির আহ্বাহক মোহন সরকার, সঞ্জীব সরকার, চিরঞ্জীব সরকার সহ আরো অনেকে। এই মেলাতে ক্ষুদ্র হস্ত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চর্ম শিল্প, কুটির শিল্প ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা। এছাড়া ছোট বড় সকলের আনন্দ উপভোগের জন্য রয়েছে মন মাতানো ডিজনিল্যান্ড সহ আরো অনেক কিছু। এই মেলার মধ্যে দিয়ে বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের দিশা খুলে দিয়েছে বলে এদিন জানালেন অধ্যক্ষ। এবারে এই মেলাতে ৬০ টি স্টল অংশ নিয়েছে। এই মেলা চলবে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।


## R. K. WIRE PRODUCTS LIMITED

Regd. Off: Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Kolkata- 700091 Email ID: info@rkwire.com website: www.rkwire.com PH. 033-46022790
CIN: L17233WB1983PLC036948

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024**

(₹. in Lakhs)

| Sl No | Particulars | Quarter ended 30.09.24 (Unaudited) | Quarter ended 30.06.24 (Unaudited) | Quarter ended 30.09.23 (Unaudited) | 6 Months ended 30.09.24 (Unaudited) | 6 Months ended 30.09.23 (Unaudited) | Year ended 31.03.2024 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | **Revenue from Operations** | | | | | | |
| | Sale of Products | 2,279.72 | 2,108.57 | 1,838.65 | 4,388.29 | 4,259.22 | 8,458.53 |
| | Other Income | 20.32 | 9.77 | 10.39 | 30.09 | 24.78 | 116.04 |
| | **Total Income** | **2,300.04** | **2,118.34** | **1,849.04** | **4,418.38** | **4,284.00** | **8,574.57** |
| 2 | **Expenses** | | | | | | |
| | Cost of Material Consumed | 1,819.52 | 1,430.28 | 942.37 | 3,249.80 | 2,862.82 | 6,725.65 |
| | Purchase of Stock-in-trade | 15.83 | 66.08 | 88.18 | 81.91 | 323.36 | 380.26 |
| | Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-trade | (84.19) | 159.17 | 230.98 | 74.98 | 89.78 | (223.43) |
| | Employee Benefits Expenses | 65.52 | 34.29 | 24.07 | 99.81 | 62.61 | 216.93 |
| | Finance Cost | 0.68 | 4.46 | 4.20 | 5.14 | 4.20 | 10.65 |
| | Depreciation, amortization and impairment | 21.85 | 21.73 | 26.94 | 43.58 | 45.65 | 84.34 |
| | Other Expenses | 201.94 | 258.80 | 238.95 | 460.74 | 423.81 | 762.67 |
| | **Total Expenses** | **2,041.15** | **1,974.81** | **1,555.69** | **4,015.96** | **3,812.23** | **7,957.07** |
| 3 | **Profit/ (Loss) before Exceptional Item & Tax (1 - 2)** | **258.89** | **143.53** | **293.35** | **402.42** | **471.77** | **617.50** |
| 4 | **Exceptional Item** | - | (2.86) | - | 2.86 | - | -0.40 |
| 5 | **Profit/ (Loss) before Tax (3 - 4)** | **258.89** | **146.40** | **293.35** | **405.28** | **471.77** | **617.90** |
| 6 | Tax Expenses | | | | | | |
| | Current Tax | 63.91 | 35.99 | 67.71 | 99.90 | 112.62 | 149.60 |
| | Earlier Years | - | - | - | - | - | - |
| | Deferred | - | - | - | - | - | 9.89 |
| 7 | **Profit/ (Loss) for the period (5 - 6)** | **194.98** | **110.41** | **225.64** | **305.28** | **359.15** | **458.41** |
| 8 | Other Comprehensive Income | | | | | | |
| | (i) Item that will not be reclassified to proft or loss remeasurement of post employment benefit obligation | | | | | | |
| | (ii) Income Tax relating to above | | | | | | |
| | Other Comprehensive Income (OCI) for the period (net of taxes) | | | | | | |
| | **Other Comprehensive Income for the period, net of taxes** | | | | | | |
| 9 | **Total Comprehensive Income for the period (7 + 8)** | **194.98** | **110.41** | **225.64** | **305.28** | **359.15** | **458.41** |
| 10 | Paid-up equity share capital (Face value - Rs. 10/-) | **74.98** | **74.98** | **74.98** | **74.98** | **74.98** | **74.98** |
| 11 | Other Equity | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10 each (not annualised): | | | | | | |
| | Basic (Rs.) | 26.00 | 14.72 | 30.09 | 40.73 | 47.90 | 40.73 |
| | Diluted (Rs.) | 26.00 | 14.72 | 30.09 | 40.73 | 47.90 | 40.73 |

**Notes:**
1. The above financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024, have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approed by the Board of Directors at their meeting held on November 14, 2024. This Financial Results has been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ("Ind AS") notified under Section 133 of the Companies Act' 2013 ("the Act") read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and other recognised accounting practices to the extent applicable.
2. The Company is principally engaged in Single segment viz. Manufacturing of wire and Wire Products.
3. Previous period's figures have been regrouped/ rearrangement whereever necessary

**For R K Wire products Limited**
**Sd/- Binod Kumar Bagaria**
**Director**
**(DIN - 00484802)**

Place : Kolkata
Dated :14.11.2024



## ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল২৫১৯৯ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮৭৯১
রেজি. অফিসঃ বনগানগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ফতেপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগণা), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩৫১৩, ভারত
হেড অফিসঃ ৪১০, বর্ধান বিল্ডিং, ২৫৩, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬

**৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পরিসংখ্যান** (টাকা লক্ষে)

| ক্রম. নং. | বিবরণ | স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত | স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত | স্বতন্ত্র: অর্ধ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত | একত্রিত: অর্ধ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ অনিরীক্ষিত | একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৩ অনিরীক্ষিত | একত্রিত: অর্ধ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ নিরীক্ষিত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | অপারেশন থেকে আয় (নিট) | ১,১২৩.৮৮ | ৯৩১.০০ | ২,২১৪.১৭ | ১,১৪৮.৮৬ | ৯১৯.৭২ | ২,২৯০.৮০ |
| ২. | সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে#) | ৬৪.২২ | ৪৮.৯৯ | ১২৫.৭২ | ৬৪.৩৬ | ১৪.৭০ | ১১৬.৮৩ |
| ৩. | সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে) | ৬৪.২২ | ৪৮.৯৯ | ১২৫.৭২ | ৬৪.৩৬ | ১৪.৭০ | ১১৬.৮৩ |
| ৪. | সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে#) | ৪৬.২২ | ৪৩.৯৯ | ৯৪.৭২ | ৪৬.৩৬ | ৯.৭০ | ৮৫.৮৩ |
| ৫. | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [মুনাফা / লোকসান সম্বলিত) সময়ের জন্য (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)] | ৪৬.২২ | ৪৩.৯৯ | ৯৪.৭২ | ৪৬.৩৬ | ২.৬০ | ৮৫.৮৩ |
| ৬. | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ১,৪৬৯.৭১ | ১,৪৬৯.৭১ | ১,৪৬৯.৭১ | ১,৪৬৯.৭১ | ১,৪৬৯.৭১ | ১,৪৬৯.৭১ |
| ৭. | পূর্ববর্তী হিসাব বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত রিজার্ভ | - | - | - | - | - | - |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয় (চলতে থাকা এবং বন্ধ করা আইটেমগুলির জন্য) (প্রত্যেকটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা) মৌলিক এবং মিশ্র (*বার্ষিক নয়) | ০.৩১ | ০.৩০ | ০.৬৪ | ০.৩১ | ০.০২ | ০.৫৮ |

মন্তব্যঃ
ক) উপরেরটি এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক / নয় মাসের ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি পরিসংখ্যান। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.kryptongroup.com)।
খ) অ্যাকাউন্টিং নীতিতে পরিবর্তনের কারণে নেট লাভ / ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক আর্থিক আইটেম(গুলি) এর উপর প্রভাব ফুটনোটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
জয় সিং বরদিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০৪৬৭৯৩২

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪.১১.২০২৪



## HALDER VENTURE LIMITED

CIN:L74210WB1982PLC035117
**Registered Office** :16, Strand Road, Diamond Heritage Building, 10th Floor, Unit 1012, Kolkata - 700001
Ph.:- +91-33-6607-5556, +91-33-6607-5557 **Email :-** info@halderventure.in**Website :-** www.halderventure.in

**EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024**

(₹ in Lakh)

| Sl No | Particulars | Standalone Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited) | Standalone Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited) | Standalone Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited) | Standalone Year Ended 31.03.2024 (Audited) | Consolidated Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited) | Consolidated Quarter Ended 30.06.2024 (Unaudited) | Consolidated Quarter Ended 30.09.2023 (Unaudited) | Consolidated Year Ended 31.03.2024 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Income | 6,189.44 | 2,184.34 | 221.57 | 9,537.57 | 17,494.68 | 16,854.39 | 12,098.82 | 65,091.36 |
| 2 | Net Profit/Loss for the period before tax and exceptional items | (18.93) | 220.39 | (11.45) | 188.40 | 540.83 | 610.45 | 254.02 | 1,723.09 |
| 3 | Net Profit/Loss for the period before tax and after exceptional items | (49.63) | 219.00 | (11.45) | 188.40 | 510.13 | 610.45 | 254.02 | 1,723.09 |
| 4 | Net Profit/Loss for the period after tax, depreciation, interest and exceptional items | 42.56 | 157.81 | (11.45) | 130.89 | 382.64 | 441.86 | 201.45 | 1,166.73 |
| 6 | Total Comprehensive Income for the period | 42.56 | 157.81 | (11.45) | 130.89 | 382.64 | 441.86 | 201.45 | 1,160.33 |
| 7 | Equity Share Capital | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 | 316.07 |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) Basic and Diluted : (₹) | (1.35) | 4.99 | (0.36) | 4.14 | 12.11 | 13.98 | 6.37 | 36.91 |

**Note:**The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by Circular No: CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July, 2016. The full format of the Audited Financial Results for the year ended 30th September, 2024 are available on the following websites Bombay Stock Exchange , www.bseindia.com and on the Company's website at www.halderventure.in.

Place : Kolkata
Dated : 14.11.2024

**For and on behalf of the Board**
**Keshab Kumar Halder**
**Managing Director**
**DIN: 00574080**



## স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২
২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোনঃ ০৩৩-২২৫৪৩১০০ | ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২৫৪৩১৩০ | ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com | ই-মেলঃ sec@somanys.com

**৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পরিসংখ্যান**

(টাকা লক্ষে প্রতি শেয়ার ডেটা ছাড়া)

| ক্রম. নং. | বিবরণ | স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | স্বতন্ত্র: ছয় মাস সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | স্বতন্ত্র: ছয় মাস সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | স্বতন্ত্র: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত) | একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | একত্রিত: ছয় মাস সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | একত্রিত: ছয় মাস সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | একত্রিত: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | অপারেশন থেকে মোট আয় | ১৪৯.১১ | ১৬০.০১ | ১৬৪.৭৫ | ৩০৯.১২ | ৪২৬.৪৯ | ৭৩৭.১৭ | ৩৬১.০৫ | ৩৫৬.০৫ | ১,৩২২.৪৫ | ৭১৭.১০ | ১,৮৪৪.৩৬ | ৩,২৬৫.৯৫ |
| ২. | সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং/অথবা ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে) | ১৪৭.৩৫ | (৭৪৭.৮৫) | (৪৫.২৬) | (৬০০.৫০) | (৩০২.৪৬) | (২,৫১০.৭৭) | (৩১.০০) | (৮০৮.৯৯) | ৩৬০.৩৪ | (৮৩৯.৯৯) | ৫০৬.২১ | (১,৮০৪.৭৬) |
| ৩. | নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে) | ১৪৭.৩৫ | (৭৪৭.৮৫) | (৪৫.২৬) | (৬০০.৫০) | (৩০২.৪৬) | (২,৫১০.৭৭) | (৩১.০০) | (৮০৮.৯৯) | ৩৬০.৩৪ | (৮৩৯.৯৯) | ৫০৬.২১ | (১,৮০৪.৭৬) |
| ৪. | নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে) | ১৫৩.০৩ | (৭৯১.৩৪) | (৫৬.১৩) | (৬৩৮.৩১) | (৩৯৮.০৩) | (২,৭৯৮.৪৫) | (২৫.৩২) | (৮৫২.৪৮) | ৩৪৯.৪৭ | (৮৭৭.৮০) | ৪১০.৬৪ | (২,০৯২.৪৪) |
| ৫. | সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ (ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)] | ৮৪৩.৫১ | ১,০২৪.৪৫ | ৯২.৮৮ | ১,২২৯.৬৫ | ৫৩৫.০৬ | (১,৪৬৯.৩১) | ৮১৮.১৯ | ১৭১.৯৭ | ৪৯৮.৪৮ | ৯৯০.১৬ | ১,৩৪৩.৭৩ | (৭৬৮.০১) |
| ৬. | পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা) | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ |
| ৭. | অন্যান্য ইক্যুইটি | | | | | | | | | | | | ২১,১৮৪.৯৮ |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) | | | | | | | | | | | | |
| | মৌলিক এবং মিশ্র | ২১.৬০ | (১১১.৭২) | (৭.৯২) | (৯০.১১) | (৫৬.১৯) | (৩৯৫.০৬) | (৩.৫৭) | (১২০.২৫) | ৪৯.৩৪ | (১২৩.৯২) | ৫৭.৯৭ | (২৯৫.৪০) |

মন্তব্য
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ১৪ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিচালনা পর্ষদ তাদের সভায় অনুমোদন করেছে।
২ উপরোক্ত এসইবিআই ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি পরিসংখ্যান ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ উপলব্ধ।
৩. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত/পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

বোর্ড অব ডিরেক্টরদের জন্য এবং পক্ষে
স্বা/- **(সুনীল কুমার সোমালি)**
**ডিরেক্টর**
**ডিআইএনঃ ১০৫৯৪১৪৯**

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪ই নভেম্বর ২০২৪

## গৃহকোন

# আপনি বাড়ির ধুলাবালু কমাবেন যেভাবে

ঘরের বাইরে ধুলা এড়াতে অনেকেই মাস্ক পরেন। কিন্তু নিজের ঘরের ধুলা তাড়াতে কী করছেন! প্রতিদিনের ব্যবহৃত জিনিসপত্রেই থেকে যাচ্ছে ধুলার আস্তরণ। যা বাড়িয়ে দেয় ডাস্ট অ্যালার্জির মতো সমস্যা। এ সময়ের আবহাওয়ার কারণেই অনেক সময় ধুলা জমে ঘরে বাইরে। তাই ঘর পুরোপুরি ধুলামুক্ত করতে না পারলেও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় আছে।

ঘরের ধুলা আসলে অনেক জিনিসের মিশ্রণ। এর মধ্যে আছে আদ্রর্তা, সুতার আঁশ, মানব ত্বকের মৃত কোষ, প্রাণীর লোম, জীবাণু, ছত্রাক, খাদ্যকণাসহ আরও অনেক পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র জিনিস। এর মধ্যে প্রাণীর লোম, তেলাপোকা ও জীবাণু হচ্ছে বিপজ্জনক। এগুলোর যেকোনোটির কারণে ভুগতে পারেন অ্যালার্জি সমস্যায়। তাই ধুলা এড়াতে নিতে হবে বাড়তি সতর্কতা। ঘরের ধুলাবালু‘ঘরের ধুলাবালু ঝাড়তে অনেকেই পালকের তৈরি ডাস্টার ব্যবহার করেন। এসব ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। ধুলাবালু দূর করতে নরম ও পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করতে হবে হালকা ভিজিয়ে নিয়ে। এতে ধুলাবালু ভেজা কাপড়ে আটকে যাবে, চারদিকে ছড়াবে না,’

প্রাকৃতিক কিছু জীবাণুনাশক যেমন নিমপাতার রস বা লেবুর রস জলেতে মিশিয়ে ঘর পরিষ্কার করা যায়। এভাবে পরিষ্কার করলে ধুলায় থাকা জীবাণু মরে যাবে। ক্লজেটের পরিবর্তেক্লজেট বা আলমারিতে থাকা তোয়ালে, বিছানার চাদরসহ অন্যান্য কাপড়ে ধুলা জমে বেশি। যা সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না। এ কারণে ক্লজেটের পরিবর্তে কনটেইনার অথবা মজবুত বাক্স রাখতে পারেন। কাপড়কে ময়লামুক্ত রাখার আদর্শ উপায় হলো চেইনের ব্যাগে রাখা। এতে করে কাপড়ের ধুলা থেকে অনেকটা নিরাপদ থাকা যাবে। বিছানার চাদর বদলানবাসা ধুলামুক্ত রাখতে এটি খুবই কার্যকর উপায়। বিছানার চাদরের তন্তু তুলনামূলক ভারী ও মোটা হয়ে থাকে। ফলে এতে বাইরের ধুলাবালি বেশি আকৃষ্ট হয়। এ ছাড়া শরীরের মরা চামড়া, চুলও লেগে থাকে বিছানার চাদরে। নিয়মিত বিছানা ঝাড়া হলেও সাত দিন পরপর অবশ্যই চাদর বদলে নিতে হবে। নয়তো এই বিছানার চাদরই হয়ে যাবে ধুলার রাজ্য। বিছানার চাদরের সঙ্গে বালিশ-কোলবালিশের কাভারও বদলে নিতে হবে। সোফার কাভার বদলাতে না পারলেও কুশনের কাভার বদলানোর চেষ্টা করুন। মশারি প্রতিদিন খুলে ভাঁজ করে কাভারের ভেতরে রাখা উচিত। সাধারণত ধুলা বেশি জমে শোবারঘরে।

শোবারঘরে কার্পেট ব্যবহার না করাই ভালো। বালিশে ফোম বা তুলা ব্যবহার করলে বেশি ধুলা টানে। তাই সিনথেটিক উপাদানের বালিশ ব্যবহার করতে পারেন। সম্ভব হলে বেডরুমে এয়ারকন্ডিশনার ও আদ্রর্তারোধক যন্ত্র ব্যবহার করুন। আদ্রর্তা কম থাকলে জীবাণু ও তেলাপোকার বংশবিস্তার কম হবে। নিয়মিত পরিষ্কার করুনকার্পেট, পাপোশ, শতরঞ্জি ও দরজা-জানালার পর্দা ধুলাবালু শোষণ করে। নিয়মিত পরিষ্কার ও ভ্যাকুয়াম করা না হলে এগুলো থেকে ধুলা পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ঘরে না থাকলে সপ্তাহে অন্তত একবার পাপোশ, পর্দা ধুয়ে নিতে হবে। এতে করে এই উপকরণগুলো খুব বেশি ধুলা শোষণ করতে পারবে না। আসবাবের পরিচর্যা ধুলামুক্ত থাকতে নিয়মিত আসবাব পরিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনে পুরোনো এবং অব্যবহৃত আসবাব সরিয়ে ফেলুন। আসবাব কম হলে আপনার ঘর আরও প্রশস্ত দেখাবে, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করাও সহজ হবে। বেশি নকশা করা আসবাবে ধুলাবালু বেশি জমে। তাই ঘরের জন্য এমন আসবাব বাছাই করতে চেষ্টা করুন, যাতে ধুলা পড়লে সহজে মুছে ফেলা যায়।

আসবাবে খাঁজ থাকলে সেখানকার ধুলা ব্রাশ দিয়ে তুলে আনার চেষ্টা করুন। মেঝের ধুলাএসির ফিল্টার নিয়মিত পরিষ্কার করুন। বেশি ধুলাযুক্ত বাড়ি হলে প্রয়োজনে ঘন ঘন ফিল্টার পরিবর্তন করতে হবে। তবে মনে রাখবেন, ধুলার জীবাণু বেশিক্ষণ বাতাসে থাকতে পারে না। তাই মেঝে ও দেয়াল পরিষ্কারের দিকেই আপনাকে বেশি নজর দিতে হবে। এ ছাড়াজানালায় ভারী পর্দা ব্যবহার করুন, এতে বাইরে থেকে আসা ধুলা পর্দা শুষে নেবে। তাহলে পর্দাটা নিয়মিত ধুয়ে নিলেই হবে। এতে হালকা বাতাসে উড়ে গিয়ে ঘরে ধুলা ছড়াবে না। ঘরে ঢোকার পথে ভারী ডোর ম্যাট রাখতে পারেন। এগুলো বেশি পরিমাণে ধুলা শোষণ করতে পারে। বাইরের ধুলা ঘরে ঢোকার পথেও বাধা দেয়। যাঁদের ডাস্ট এলার্জি আছে, তারা এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন। এতে আপনার ঘর থাকবে শতভাগ ধুলামুক্ত।

রাস্তার পাশের দরজাজানালা বন্ধ রাখলে অনেকটা রেহাই পাওয়া সম্ভব। সম্ভব হলে জুতার বাক্স সদর দরজার বাইরে রাখুন। ঘরে কোনো মৃত প্রাণী বা প্রাণীর অংশ থাকলে দ্রুত বাইরে ফেলে দিন। শোবারঘরে পোষা প্রাণী না ঢোকানোই ভালো। মেঝে মোছার সময় স্যাঁতসেঁতে ও তৈলাক্ত কাপড় ব্যবহার করবেন না। ঘর পরিষ্কারের সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন।

## হারিয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি প্রজাতির ধানের চাষে এগিয়ে এলো চাষিরা সুন্দরবনে

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ১৫ নভেম্বরঃ সুন্দরবন অঞ্চল জুড়ে বাড়ছে হারিয়ে যাওয়া হরিণখুরা, তালদি, খেজুরচারি, কলাবতী, মালাবতী, কেরালাসুন্দরী ধানের চাষ। জানা গিয়েছে, প্রায় ৫০ বছর আগে সুন্দরবন অঞ্চলে এই ধানগুলি চাষ করা হতো। বিভিন্ন কারণে দীর্ঘ বছর ধরে আর এই ধান চাষ করা হচ্ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ে ফের এই ধানের চাষ বাড়ছে সুন্দরবনে।সুন্দরবনের কাকদ্বীপ,জয়নগর, কুলতলি এলাকায় এই সব প্রজাতির ধান চাষ হচ্ছে। নিমপীঠ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এই সব প্রজাতির ধান চাষ নিয়ে ইতিমধ্যে গবেষণা করেছে কৃষি বিশেষজ্ঞরা। এই সব অঞ্চলের কয়েকশো বিঘা জমিতে হরিণখুরা মালাবতী সহ একাধিক প্রজাতির ধান চাষ করা হয়েছে। মূলত এই অঞ্চলে ধনুরবান, সন্তোষী, দুধেশ্বর, হাজার ১৭, প্রতীক্ষা ও সুপার শ্যামলী ধান সবচেয়ে বেশি চাষ হয়ে থাকে। নিচু জমি গুলিতে মরিশাল ধান চাষ করা হয়। এ বিষয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান তথা সিনিয়র কৃষি বিশেষজ্ঞ ড. চন্দন মন্ডল বলেন, সুন্দরবনের মাটিতে লবণসহন শীল কিছু ভিন্ন প্রজাতির ধান চাষ করছে চাষিরা। আমাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে ইতিমধ্যে এই সব ধানের বীজ নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞ শুকদেব সামন্ত বলেন, অতীতে সুন্দরবন অঞ্চলে হরিণখুরা ও মালাবতী ধান প্রচুর চাষ হতো। লোক মুখে প্রচার রয়েছে, কোনও পদ ছাড়াই মালাবতী চালের পান্তা খাওয়া যায়। এই চালের ভাতেরও সুগন্ধ রয়েছে। এই চাষ করলে প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় সাত মন ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও প্রচুর বৃষ্টিতে এই ধান চাষের কোনও সমস্যা হয় না। জমিতে জল বাড়লে ধান গাছও বাড়তে থাকে। মালাবতী ধান গাছ সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় ফুট উচ্চতার হয়। ধানগুলি মোটা ও লম্বায় প্রায় হাফ ইঞ্চি হয়। তবে হরিণখুরা ধান সরু হয়। লম্বায় হাফ ইঞ্চি। এই ধানের ভাত, চিঁড়ে, মুড়ি ও খই হয়। চারার অঙ্কুর থেকে ধান গাছ কাটা পর্যন্ত প্রায় ১৪০ দিন সময় লাগে। এই ধানের ফলন খুব ভালো হয়ে থাকে। প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ১৩ মন করে ধান পাওয়া যায়। বিশেষত্ব হল, এই ধানের দুই দিকে হরিণের খুড়ের মত কালো দাগ দেখা যায়। এমন কী এই ধানের চালে খিচুড়ি ও পায়েস খুব ভালো হয়। নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞ সোমনাথ সরকার বলেন,সুন্দরবনের মাটিতে এই সব ধানের চাষ ভালো হচ্ছে। এই সব ধানে রোগ পোকার আক্রমণ কম হবার জন্য চাষিরা এই সব ধানের চাষে এগিয়ে আসছেন।

## নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৫ নভেম্বর ঃ ৭১তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কোন অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও অফিস চত্বরে অনুষ্ঠিত হলো রক্তদান শিবির। উল্লেখ্য ১৪ই নভেম্বর থেকে ২০নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে পালিত হচ্ছে ৭১তম সমবায় সপ্তাহ, এবং প্রতিদিন বিভিন্ন থীমের উপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, শুক্রবার ১৫ই নভেম্বর সমবায় সপ্তাহর দ্বিতীয় দিনে আলোচনার বিষয় ছিল সমবায় উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তি ও সুশাসন এবিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়,প্রাক্তন সাংসদ মইনুল হাসান, হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সৌনাক বন্দোপাধ্যায়, বিশেষ আধিকারিক দেবাশীষ দত্ত, উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক প্রমুখ।


**Name Change**

I, Anand G Murarka S/o Govind Prasad Murarka residing at Natural Top, Flat No. 8F, 77A Christopher Road, Kolkata – 700046 have changed from Anand Murarka to Anand G Murarka and henceforth shall be known as Anand G Murarka for all purpose vide affidavit no.23974 dated 30.10.2024 before Ld 1st Class Magistrate, Kolkata and Anand G Murarka and Anand Murarka both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Saddam Sk S/o Julfikaar Sekh Residing at Vill+P.o - Charatala, P.s - Chapra, Dist - Nadia, Pin - 741123, West Bengal India shall henceforth be known as Saddam Sekh. I declare that Saddam Sk and Saddam Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-11-2024.

**Name Change**

I, Jarnan Mondal S/o Babulal Mondal Residing at Vill - Betberia, P.o - Hridaypur, P.s - Chapra, Dist - Nadia, Pin - 741123, West Bengal India shall henceforth be known as Jarman Mondal. I declare that Jarnan Mondal and Jarman Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-11-2024.

**Name Change**

I, Brishaketu Majhi (old name) son of Jagadish Majhi, residing at Radhagobindhopur, Gobindapur, Radha, Puruliya, Pin- 723143, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Brishakatu Majhi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/11/2024. Brishakatu Majhi (new name) and Brishaketu Majhi (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Mitali Rodricks (old name) D/o Late Baidyanath Das (father) & Mira Das (mother), W/o Sisir Rodricks, residing at 3/24, Rabindra Nagar, P.O.- Parnasree Pally, P.S.- Parnasree, Kolkata-700060, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Mitali Das Rodricks (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 12/11/2024. Mitali Das Rodricks (new name) and Mitali Rodricks (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Mohammed Abul Kalam & Md Abul Kalam (old name) S/o Mohammed Omar Ali, residing at Vill.- Neora Dighi Road, P.O.- Bhabla, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743422, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Abul Kalam Khan (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 14/11/2024. Abul Kalam Khan (new name) and Mohammed Abul Kalam & Md Abul Kalam (old name) all are same and identical person.

**Name Change**

I, Md Mortaja Bin Kalam (old name) S/o Abul Kalam Khan, residing at Vill.- Neora Dighi Road, P.O.- Bhabla, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743422, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Mortaja Bin Kalam (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 14/11/2024. Mortaja Bin Kalam (new name) and Md Mortaja Bin Kalam (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Devendar Bhattar (old name) S/o Narayan Das Bhattar, residing at 21/B, Rajab Ali Lane, Kolkata-700023, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Devendra Bhattar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 14/11/2024. Devendra Bhattar (new name) and Devendar Bhattar (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Afsar Anwar Khan (old name) S/o Mohammed Anwar Khan, residing at 8K, Topsia Road, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Mohammed Afsar Anwar Khan (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 14/11/2024. Mohammed Afsar Anwar Khan (new name) and Afsar Anwar Khan (old name) both are same and identical person.


## আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে জলবায়ু সম্মেলনস্থলের পাশে বিক্ষোভ করছেন পরিবেশকর্মীরা

আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ ‘স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও নিপীড়ক’ বলে বাকুতে জলবায়ু সম্মেলনে আসতে চাননি সুইডিশ পরিবেশ আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। তিনি এ কথাও বলেছিলেন, আজারবাইজানকে এই সম্মেলনের আয়োজন করতে দেওয়াই ঠিক হয়নি। গ্রেটা থুনবার্গের ওই ভূমিকায় বেজায় চটেছিলেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট। তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে থুনবার্গ জর্জিয়া থেকে চলে গেছেন আর্মেনিয়া, যে দেশের সঙ্গে আজারবাইজানের সাপেনেউলে সম্পর্ক। আলিয়েভকে যে যে বিশেষণে থুনবার্গ ভূষিত করেছেন, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ খুব একটা যে নেই, সেই প্রমাণ পাওয়া গেল আজ শুক্রবার। কেননা, সম্মেলনের পঞ্চম দিনে পরিবেশ আন্দোলনকর্মীদের বিক্ষোভ দেখানোর অনুমতি তিনি দিয়েছেন। এত দিন ধরে গণ্ডা গণ্ডা সংগঠন বিক্ষোভ কর্মসূচির অনুমতি পেতে মাথা কুটে মরলেও প্রেসিডেন্ট ছিলেন অনড়। বিক্ষোভকারীরা সেই অনুমতি পেলেন তখন, যখন আগত বিশ্বনেতারা ভাষণ পেশ করে আজারবাইজান ছেড়ে ফিরে গেছেন যে যাঁর দেশে। দূষণ রোধে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে দরকষাকষি চালাচ্ছেন পরিবেশের জন্য নিবেদিত মানুষ। প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে কত অর্থ পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়ার কোনো ইতিবাচক লক্ষণ এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। মনে করা হচ্ছে, ২২ নভেম্বরের পরও হয়তো আরও দুএক দিন এই দরকষাকষি চলবে। এই অবসরে বিক্ষোভকারীদের একটু সুযোগ দেওয়া তাঁর ভাবমূর্তির কারণে জরুরি বলে হয়তো মনে করেছেন প্রেসিডেন্ট আলিয়েভ। নইলে তাঁর ‘না’ কে ‘হ্যাঁ’ করানোর সাধ্য কারও নেই। সেই অবসরে বিভিন্ন সংগঠন তাদের মতো করে বাকু অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বিক্ষোভ দেখাল। নাম অলিম্পিক স্টেডিয়াম হলেও বাকুতে কোনো দিন অলিম্পিক গেমস হয়নি, অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এই স্টেডিয়াম চত্বরের ধারেকাছে এত দিন ভিড়তে দেওয়া হয়নি কোনো পরিবেশকর্মীকে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ কসাইখানা বন্ধ করে দেওয়া ও মিথেন গ্যাস উৎপাদনকারী বলে গরুমোষ খাওয়া নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা লেখা ব্যানার নিয়ে কাছাকাছি রাস্তা বা মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন। পুলিশ এসে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ শুক্রবার সরকারিভাবে অনুমতি মেলায় বহুবর্ণে সজ্জিত পরিবেশকর্মীরা ব্যানার, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড নিয়ে সম্মেলনের মূল জায়গায় নেচেগেয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। কেউবা নিয়ে এসেছিলেন কাগজের তৈরি প্রকাণ্ড সাপ, প্রকৃতিকে রক্ষা করা কেন দরকার তা বোঝাতে। কেউ কেউ বড় বড় পোস্টার সাজিয়ে নীরবে বসে থেকেছেন। সেই সব পোস্টারে জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষতিকর প্রভাবের কাহিনি বিধৃত।

## ডোনাল্ড ট্রাম্প মনোনীত তুলসী গ্যাবার্ডকে নিয়ে কেন এত বিতর্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের পর নিজের আসন্ন প্রশাসন সাজানোয় মন দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই প্রশাসনে স্থান পেতে যাচ্ছেন ট্রাম্পঘনিষ্ঠ নানা মুখ। তাঁদেরই একজন তুলসী গ্যাবার্ড। তাঁকে জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক পদে বসাচ্ছেন ট্রাম্প। তবে ট্রাম্পের এই পছন্দ নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। এমনকি তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টির অনেকেই এ নিয়ে চটেছেন। তুলসীর বয়স ৪৩ বছর। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হিন্দু কংগ্রেস সদস্য। ডেমোক্রেটিক পার্টির হয়ে ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রাথমিক বাছাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। তবে পরে তিনি সরে দাঁড়ান। দুই বছর পর ২০২২ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টি ছাড়েন তিনি। দীর্ঘ সময় তুলসী মার্কিন সামরিক বাহিনীতেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ইরাক ও কুয়েত যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে চলতি বছরের আগস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানান তুলসী গ্যাবার্ড। গত অক্টোবরে নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্পের এক নির্বাচনী সমাবেশে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের প্রচারশিবিরের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তুলসী। জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালকের কাজ কী, জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইনটেলিজেন্স কমিউনিটি’র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স প্রোগ্রামের দেখভাল করেন। পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কাউন্সিলের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইনটেলিজেন্স কমিউনিটির প্রধান তথা গোয়েন্দা পরিচালক হলে তুলসী গ্যাবার্ডের অধীনে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ), কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (এফবিআই), প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা, সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা, নৌবাহিনীর গোয়েন্দা, বিমানবাহিনীর গোয়েন্দা, মহাকাশবাহিনীর গোয়েন্দা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ ১৮টি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও দপ্তর থাকবে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক পদটি সৃষ্টি করা হয়। ২০০৫ সালে প্রথম এ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। দেশটির বর্তমান গোয়েন্দা পরিচালকের নাম এভ্রিল হেইনস। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে তাঁকে নিয়োগ দেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। নিয়োগ পেলে তুলসী গ্যাবার্ড হবে দেশটির প্রথম নারী গোয়েন্দা পরিচালক।

গোয়েন্দা সংস্থায় তুলসীর অভিজ্ঞতা কী আছে

গোয়েন্দাসংক্রান্ত কোনো পদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সরাসরি তুলসী গ্যাবার্ডের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আর এত দিন যাঁরা জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের মতো তুলসী কোনো প্রবীন সরকারি পদে আগে ছিলেন না। তিনি শুধু দুই বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়বিষয়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।

তবে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ইনটেলিজেন্স কমিউনিটির বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচক হয়ে উঠেছেন তুলসী। অন্য কোনো দেশে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তিনি। মোদ্দাকথা, বিশ্বের অন্য কোথাও চলা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যেন হস্তক্ষেপ না করে, সে বিষয়ে সোচ্চার থেকেছেন তুলসী।

রাশিয়া-ইউক্রেন, ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়। এর তিন দিন পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট দিয়ে তুলসী বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ইউক্রেনের ‘ভূরাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত’। আর ন্যাটোর মতো কোনো সামরিক জোটের সদস্য নয়, বরং ইউক্রেনকে একটি ‘নিরপেক্ষ’ দেশ হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত।

সে বছরের মার্চ মাসে এক্সে আরেকটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন তুলসী। তাতে বলেছিলেন, ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে নির্মিত ২৫টির বেশি জৈব গবেষণাগার রয়েছে। এর আগে রাশিয়াও একই অভিযোগ তুলেছিল। তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেন। এ অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণও এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

তুলসীর ওই পোস্টের পর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এ নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন রিপাবলিকান সদস্যরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রতিনিধি পরিষদের সাবেক সদস্য অ্যাডাম কিনজিঞ্জারও। তিনি বলেছিলেন, তুলসীর ওই বক্তব্য ‘বিশ্বাসঘাতকতামূলক’। তিনি রাশিয়ার ‘অপপ্রচারের’ সঙ্গে সুর মেলাচ্ছেন। একই কথা বলেছিলেন সিনেটর মিট রমনিও।

সিরিয়া, ২০১১ সালে সিরিয়া যুদ্ধ শুরু হয়। এর নেপথ্যে ছিল আন্দোলনকারীদের ওপর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ সরকারের দমনপীড়ন। পরে ওই আন্দোলন বিদ্রোহে রূপ নেয়। তা থেকেই শুরু হয় সশস্ত্র যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ছিলেন তুলসী গ্যাবার্ড। সিরিয়ায় বাশার আল-আসাদের বিরোধীদের সাহায্য করেছিল প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সরকার। এ জন্য ২০১৫ সালে ওবামার সমালোচনা করেছিলেন তুলসী। আর সংবাদমাধ্যমকে একবার বলেছিলেন, ২০১৭ সালে গোপনে সিরিয়া সফরে গিয়ে বাশার আল-আসাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। তুলসী আরও বলেছিলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো দেশ নয়, বরং সিরিয়ার মানুষকেই তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে দিন।’

## যুদ্ধের মূল্য দিতে হচ্ছে প্রকৃতিকেও

ঘন সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চল। আছে পাখির অভয়ারণ্যও। লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলি বাহিনীর যুদ্ধে এ সবুজ প্রকৃতি তার আসল রূপ হারাচ্ছে। দুই পক্ষের বিস্ফোরিত গোলার টুকরায় মারা পড়ছে পাখপাখালি, বুনো শূকরের দল। পুড়ে ভস্ম হচ্ছে গাছপালা। উত্তর ইসরায়েলের সবুজ আচ্ছাদিত এলাকার একটি হুলা ভ্যালি। বিপুলসংখ্যক পাখির আবাস সেখানে। এদের মধ্যে আছে ধূসর সারসের ঝাঁক। পাখির কলকাকলিতে সব সময় মুখর থাকত এ এলাকা। কিন্তু এখন দৃশ্য বদলেছে। এ এলাকার অদূরে ওপারে লেবানন সীমান্তে ‘হিজবুল্লাহর অবস্থান’ লক্ষ্য করে অনেক দিন ধরেই কামানের গোলা ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ছে ইসরায়েলি বাহিনী। আর এপারে আকাশে চক্কর দিচ্ছে ইসরায়েলি সামরিক হেলিকপ্টার। গোলার বিস্ফোরণে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়া আর হেলিকপ্টারের কান ঝালাপালা শব্দে পাখিগুলোর ওই অভয়ারণ্য রীতিমতো হুমকির মুখে। এক বছরের বেশি সময় আগে হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। দুই পক্ষের এ লড়াইয়ের প্রভাব প্রকৃতিতেও, বিশেষ করে লেবানন সীমান্তের কাছে ইসরায়েলের ‘আগামন হুলা ভ্যালি নেচার রিজার্ভ’-এ এখন স্পষ্ট। ইনবার রুবিন এ অভয়ারণ্যের একজন মাঠ পরিচালক। অন্যান্য প্রাণিকুলের পাশাপাশি পাখিগুলোর ওপর ওই যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে তিনি চিন্তিত। রুবিন বলছিলেন তাঁর সেই চিন্তার কথা, ‘যুদ্ধের হাঙ্গামা, বোমার বিস্ফোরণ, রকেটের আঘাতসব শব্দই পাখিগুলো শুনতে পায়। এদের জন্য এগুলো ভীষণ চাপের।’ যুদ্ধের কারণে পর্যটকেরাও এ অভয়ারণ্য দেখতে আসেন না। লেবানন সীমান্ত থেকে আনুমানিক ৩০ কিলোমিটার (১৯ মাইল) দূরে এটির অবস্থান। রুবিন বলেন, ‘(অভয়ারণ্যে পর্যটকদের আগমন বন্ধ হওয়ার পর) লোকজন আমাকে বলতেন, ‘‘বাহ্‌, মানুষের আনাগোনা বন্ধ হওয়ায় এখানকার পাখিগুলো অবশ্যই আনন্দে থাকবে।’

কিন্তু এ যুদ্ধ প্রকৃতিতে যে ক্ষতি করছে, তা পর্যটকদের আনাগোনায় হওয়া ক্ষতির চেয়ে মিলিয়ন (১০ লাখ) গুণ বেশি।’

সংরক্ষিত অভয়ারণ্য ‘আগামন হুলা ভ্যালি নেচার রিজার্ভ’ ইউরোপ ও এশিয়া থেকে আফ্রিকায় চলে আসা লাখ লাখ পাখির ‘বিশ্রামাগার’ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবেই সুপরিচিত।

## ভারতীয় রেলওয়ে তার প্রধান রুটগুলিতে স্থাপন করবে কবচ ৪.০

মালিগাঁও, ১৫ নভেম্বরঃ ভারতীয় রেলওয়ে দেশজুড়ে ১০,০০০ লোকোমোটিভ এবং ১৪,৩৭৫ রুট কিলোমিটার (আরকেএম)-এর বেশি ট্র্যাকে উন্নত কবচ ৪.০ - স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য দ্রুতিগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কবচ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। মোট ১৪,৭৩৫ আরকেএম-এর মধ্যে ১,১০৫ আরকেএম-এর উপর এই সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য টেন্ডার খোলা হয়েছে, অবশিষ্ট আরকেএম-এর টেন্ডার নভেম্বর, ২০২৪-এর শেষের দিকে খোলা হবে। এর পাশাপাশি, ভারতীয় রেলওয়ে ১০,০০০ লোকোমোটিভে কবচ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য টেন্ডার

আহ্বান করেছে, বর্তমানে সেই ফাইনান্সিয়াল বিডগুলির মূল্যায়ন চলছে। এছাড়াও যেগুলি লোকোমোটিভে কবচের লোয়ার ভার্সন স্থাপন করা হয়েছিল, সেগুলি উন্নত কবচ ৪.০ দিয়ে পরিবর্তন করা হবে।

মালদা টাউন থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আনুমানিক ১৯৬৬ রুট কিলোমিটার দৈর্ঘে কবচ স্থাপনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে, ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে ৩০,০০০ আরকেএম জুড়ে কবচ স্থাপনের কাজে অনুমোদন জানিয়েছে।

এর মধ্যে ১৪,৩৭৫ আরকেএম-এর কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে ২০২৫-২৬ সালে অতিরিক্ত ১৭,০০০ আরকেএম এবং ২০২৬-২৮ সালে ৩০,০০০ আরকেএম পর্যন্ত এই সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য বিড আহ্বানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশনের দ্বারা উন্নত কবচ ৪.০- এর অনুমোদন জানানো হয়েছিল। সফল পরীক্ষার পর, ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়ের কোটা ও সাওয়াই মাধোপুরের মধ্যে ১০৮ কিমি সেকশনে কবচ ৪.০-এর বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের ৮৪ কিমি আমেদাবাদ-ভদোদরা সেকশনেও পরীক্ষা চলছে। ট্রেন পরিচালনার সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে তার নেটওয়ার্কের প্রায় সমস্ত প্রধান রুটগুলিতে কবচ ৪.০ সুরক্ষা ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিগত সময়ে, ট্রেন দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য ভারতীয় রেলওয়ে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এসেছে। কবচ ৪.০ চালু করার মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য রেল ভ্রমণকে আরও সুরক্ষিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই পদক্ষেপটি রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করতে এবং দেশজুড়ে রেল নেটওয়ার্কে সুরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করার এক বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ।

# পুলিশের তৎপরতায় কালনায় গ্রেপ্তার ৮ আন্তঃরাজ্য গরু পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ নভেম্বর ঃ বর্ধমান জেলা পুলিশের তৎপরতায় গ্রেপ্তার আন্তঃরাজ্য গরু পাচার চক্রের ৮ অভিযুক্ত। এই চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইঁট মারার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুলিশি অভিযান চালিয়ে কালনার বৈদ্যপুর গ্যারেজ মো। থেকে হরিয়ানার বাসিন্দা ওই ৮ গরু পাচারকারীকে গ্রেফতার কালনা থানার পুলিশ। এরা রাজ্যের বিভিন্ন থানা এলাকায় গরু চুরি করে পাচার করে বলে দাবী পুলিশের। প্রসঙ্গতঃ গত অক্টোবর মাসের ২০ তারিখ কালনা শহর থেকে রাতের অন্ধকারে গরু চুরি হয়েছিল। একটি পিকআপ ভ্যানে করে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নজরে আসে ঘটনাটি। সে সঙ্গে সঙ্গে থানাতে জানায় এবং পুলিশ ওই গাড়িটিকে ধরতে পিছু নেয়। গাড়িটি দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাবার সময় পুলিশকে চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করে এবং পুলিশদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে তারা। এতো কিছুর পরেও শেষ রক্ষা হয়নি চোরেদের। শেষ-পর্যন্ত পুলিশি তাড়ায় জামনা ব্রিজের কাছে গরু সহ গাড়িটি কে ফেলে রেখে পালায় তারা। কালনা থানার পুলিশ গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করার সাথে সাথে গরুটিকে উদ্ধার করে তার প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ চুরির বিষয়ে তদন্তে নামে এবং গরু চোরদের ধরতে তৎপর হয়। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, কালনার বৈদ্যপুর গ্যারেজ মোড়ের কাছে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করছে। পুলিশ তাদের আটক করে এবং প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানাতে পারে ধৃতরা গরু চুরির উদ্দেশ্যে এলাকায় হাজির হয়েছিল। তাদের গ্রেফতার করে কালনা থানার পুলিশ। এই আন্তঃরাজ্য গরু চোরেরা ধরা পরায় বিভিন্ন থানা এলাকার গরু চুরির কিনারা হবে বলে আশা করছে জেলা পুলিশ।

# শিলিগুড়িতে পালিত হচ্ছে গুরু নানকের জন্মদিন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ নভেম্বর ঃ আজ গুরু নানকের জন্মদিন, এই উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির গুরদুয়ারাতে পালিত হচ্ছে গুরু নানকের জন্মদিন। বাজছে গান, আসছেন মানুষ। শিলিগুড়ি সব এলাকাতে আজ একেবারে ছুটির মেজাজ। আজকে সবাই আসছেন। সবাই এসে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন। এদিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া, প্রতিবছর এখানে পালিত হয় গুরু নানকের জন্মদিন। জাতি ধর্মনির্বিশেষে এসে উপস্থিত হন সব ধরনের মানুষ। শিখ ধর্মের এই পবিত্র দিনটিতে মানুষ চলে আসেন ধর্মীয় সম্মান নিয়েই। আজ গুরুদুয়ারাতে সকাল থেকে চলছে প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা। মানুষ আসছেন এবং প্রসাদ নিচ্ছেন। প্রতিবছর এখানে উপচে পড়া ভিড় থাকে একেবারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মানুষের আয়োজন থাকে তুঙ্গে। শহর শিলিগুড়িতে এদিন সকাল থেকে ভিড় থাকে দেখবার মতন। মানুষের কাছে এই দিনটি যথেষ্ট পবিত্র। সব মিলিয়ে দিন জাতি ধর্মনির্বিশেষে এক পবিত্র দিন থাকে। সকাল থেকেই আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শিলিগুড়ি গুরুদোয়ার। রাতে হয়তো আলো ঝলমল করবে। সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয় মানুষের আগমন এখানে তুঙ্গে থাকে। উৎসাহী মানুষের ভিড় যেমন থাকে, এমনি শ্রদ্ধা করার মানুষও থাকেন।

# চুরি যাওয়া টাকা ফেরত দিল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৫ নভেম্বর ঃ বুধবার মঙ্গলকোটের রঘুনাথপুরে এক ব্যক্তির বাইকের টুলবক্স থেকে চুরি যাওয়া ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার করে ওই টাকার প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিল মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল আলিম শেখ নামে আউশগ্রামের উক্তা গ্রামের এক বাসিন্দা গুসকরা ব্যাংক থেকে ছয় লক্ষ টাকা তুলেছিলেন বুধবার। এরপর তিনি ওই টাকা তার বাইকের টুল বক্সে রেখে মঙ্গলকোটের রঘুনাথপুর এলাকায় এক ব্যক্তিকে ৩৫ হাজার টাকা দেবেন বলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওই ব্যক্তিকে টাকা দিয়ে তিনি দেখেন তার টুলবক্সে আর বাকি ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা নেই। তিনি তৎক্ষণাত মঙ্গলকোট থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ তদন্ত নেমে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে। এরপর সেই ছবি পরীক্ষা করে তারাপীঠ এলাকা থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের নাম মনোজ দাস ও বিকাশ দাস। তাদের বাড়ি হুগলির পান্ডুয়া এলাকায়। তাদের কাছ থেকে পুলিশ চার লক্ষ টাকা, তিনটি মোবাইল ফোন, তিনটি জাল নাম্বার প্লেট এবং একটি বাইক উদ্ধার করে। ওই অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে শুক্রবার মঙ্গলকোট থানার পুলিশ কাটোয়া আদালতে পেশ করে।


## পূর্ব রেলওয়ে

**সংশোধনী**

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ২১৭_২০২৪-২৫-তে সংশোধনী**। উপরোক্ত টেন্ডারের **বন্ধের তারিখ** ২০.১১.২০২৪ থেকে পিছিয়ে **০৯.১২.২০২৪ তারিখ** করা হল। উক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

(HWH-421/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



## শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড

(শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড নামে পূর্ব পরিচিতি)

**পাবলিক নোটিশ**

এটি আমাদের গ্রাহকদের এবং সাধারণ জনগণকে জানানোর জন্য যে আমাদের **কৃষ্ণনগর শাখাটি** ৬, আরএন ঠাকুর রোড (হাই স্ট্রিট), (২য় তল, পিছনের দিক), কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১০১ থেকে ৬ নং. পণ্ডিত এল.কে. মৈত্র রোড, রেমন্ড দোকানের উপরে, নেদারপাড়া, কোতোয়ালি, নদীয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১১০১-এ স্থানান্তরিত করা হবে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ থেকে।

গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক বিজনেস হেড



## পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-৭১৯-২০১৯-২০-আর, তারিখ ১৩.১১.২৪। কাজের বিবরণ** : বাসুলডাঙ্গায় : অনুমোদিত কাজ পিবি-ইআর-১৮-১৯ (৭০৬)-এর সাথে যুক্ত এফওবি-র ব্যবস্থা। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১১৫৫-২০২৪-২৫, তারিখ ১৩.১১.২০২৪। কাজের বিবরণ**: এনসিসি কোচিং ইয়ার্ড, শিয়ালদহের ক্যাটওয়াক নং ০৬-এর সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য** : ১৫,২৯,৯০৫.২৮ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৪৩,৮৩,৮৪৪ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **বায়নামূল্য**: ৩০,৬০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৮৭,৭০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য** : শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা** : ১২ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ৮ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ০৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ**: ০৬.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোর পর প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ**: ২২.১১.২০২৪ প্রতিটির জন্য। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

(SDAH-234/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter



## দিনহাটা স্টেশনে জেনারেল মাইনর ইউনিটে ক্যাটারিং এবং ভেন্ডিং ইউনিট

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে দিনহাটা স্টেশনের জেনারেল মাইনর ইউনিটে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা" (চায়ের স্টল) -এর জন্য খাদ্য এবং ক্যাটারিং পরিষেবা প্রদানকারীদের থেকে প্রতিযোগিতামূলক, একক পর্যায়ে দুই-প্যাকেট সিস্টেম ই-নিলাম। টেন্ডার নথিটি **১২-১১-২০২৪** থেকে তৈরি করা হয়েছে অনলাইন পেমেন্ট মোডের মাধ্যমে আইআরইপিএস পোর্টালে, টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় **০৩-১২-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টা পর্যন্ত।

| ক্রম নং | টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. | সংরক্ষিত মূল্য | বায়না মূল্য |
|---|---|---|---|
| ১ | সি-সিভি-টিএস-১-ডিএইচএইচ-পিএফ-২ | ₹ ৬৫,৪০০/- | ₹ ৬,৯০০/- |
| ২ | সি-সিভি-টিএস-৩-ডিএইচএইচ-পিএফ-১ | ₹ ৬৮,৪০০/- | ₹ ৭,২০০/- |
| ৩ | সি-সিভি-টিএস-৪-ডিএইচএইচ-পিএফ-১ | ₹ ৬৮,৪০০/- | ₹ ৭,২০০/- |
| ৪ | সি-সিভি-টিএস-৩-ডিএইচএইচ-পিএফ-২ | ₹ ৬৫,৪০০/- | ₹ ৬,৯০০/- |

**নিলাম খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩-১২-২০২৪ তারিখে ১৬:০০ ঘণ্টা। দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার

**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়


# বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজোয় প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ড্রোনের, নজরদারি গাইডম্যাপ প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পূজা বিখ্যাত এই কার্তিক পুজো দেখতে দূর দূরান্ত জেলাগুলি থেকে দর্শনার্থীরা এসে ভিড় করেন। বাঁশবেড়িয়ায় কার্তিক পুজো দেখতে এইসঙ্গে ত্রিবেণী-মগরা- ব্যান্ডেল- সাহাগঞ্জ ও চুঁচুড়া পর্যন্ত ছড়িয়েছে কার্তিক পূজার রেশ। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট ও বাঁশবেড়িয়া পুরসভার মিলিত সাংবাদিক সম্মেলন হলো কার্তিক পুজো উপলক্ষ্যে একইসঙ্গে গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হলো, ব্যাচ প্রকাশ করা হলো, শিশুদের পরিচয় পত্র প্রকাশ করা হলো। হুগলির গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন জানালেন এবার কার্তিক পুজোয় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বেশ কিছু অঞ্চল নো এন্ট্রি থাকবে বেলা তিনটে থেকে সকাল ছটা থাকছে সাদা পোশাকের পুলিশবাহিনী থাকছে মহিলা পুলিশ বাহিনী সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশও থাকছে এছাড়া বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে উপর থেকে ড্রোনের নজরদারি চলবে। গঙ্গায় নজরদারির জন্য ভেসেল টহল দেবে গঙ্গার ঘাটগুলি কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকছে সিসিটিভির নজরদারি থাকবে চারিদিকে। গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হলো এই সঙ্গে ব্যাচ প্রকাশ করা হলো দর্শনার্থীরা নির্ভয়ে প্রতিমা দর্শন করতে পারবেন বাঁশবেড়িয়ার এবার প্রায় দেড়শো কার্তিক পূজা হচ্ছে যেগুলো কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে এখানকার কার্তিক পুজো, নানারকম থিমে ও আলোক সজ্জায় দর্শকদের মন জয় করবে এখানকার কার্তিক যেমন রাজাকান্তিক। জামাই কার্তিক সহ কার্তিকের নানা রূপ এইসঙ্গে নানা দেবদেবীর পূজা হয়। কার্তিক পুজো বিসর্জন আগামী বৃহস্পতিবার। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। হুগলির গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী চুঁচুড়ার পুরচেয়ারম্যান অমিত রায় সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এছাড়া পুরসভা থেকে যাবতীয় সহযোগিতা করা হবে, প্রশাসনের সঙ্গে জানালেন বাঁশবেড়িয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান।


## পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (৪), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ই-টেন্ডার নং ২৬০_২০২৪-২৫, তারিখ ১৪.১১.২০২৪। কাজের বিবরণ** : হাওড়া ডিভিসন - টিএফটিআর - ৭.৭৫ কিমি এইএন/বিএইচপি-র অধীনে ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে কেএএন-এসএনটি ডাউন ১৭.৪০০-১৮.৮০০=১.৪০০ কিমি, ডাউন ৪৬-৪৭=১ কিমি, আপ ২.৯৫০-৩=০.০৫০ কিমি, আপ ১৫.৯০০-১৬.২০০=০.৩০০ কিমি, আপ ২০.৪০০-২০.৭০০=০.৩০০ কিমি, আপ ২১-২২.৭০০=১.৭০০ কিমি, আপ ৪৫-৪৫.৯০০=০.৯০০ কিমি, আপ ৪৫.৯০০ - ৪৮=২.১০০ কিমি. **আনুমানিক ব্যয়**: ১২,০৮,৭৪,৫৬০.৭৯ টাকা. **বায়নামূল্য**: ৭,৫৪,৪০০ টাকা. **ক্র.নং ২, ই-টেন্ডার নং ২৬১_২০২৪-২৫, তারিখ ১৪.১১.২০২৪। কাজের বিবরণ**: হাওড়া ডিভিসন - টিএফটিআর - ১০.৩৯৫ কিমি এইএন/আরপিএইচ-এর অধীনে ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এসএনটি-এনএইচটি ডাউন ৮৮.৪৩৩-৮৮.৫৫৩=০.১২০ কিমি, ডাউন ৮৮.৬২৫-৮৮.৭৩৬=০.১১১ কিমি, ডাউন ১০৭.০০৪-১০৭.০০৮=০.০০৪ কিমি, ডাউন ১০৮.০০২-১০৮.০০৬=০.০০৪ কিমি, এনএইচটি-বিডিএজি ডাউন ১২২-১২৪=২ কিমি, ডাউন ১৪৩.২০০-১৪৩.৩০০=০.১০০ কিমি, ডাউন ১৪৬.৪০০-১৪৬.৫৫০=০.১৫০ কিমি, ডাউন ১৫৪.৪০০-১৫৪.৬০০=০.২০০ কিমি, ডাউন ১৬৫.৯৫৫-১৬৬.৬৬০=০.৭০৫ কিমি, ডাউন ১৬৭.২৯০-১৬৭.৩৯০=০.১০০ কিমি, ডাউন ১৬৭.৫০০-১৬৭.৭৫০=০.২৫০ কিমি, ডাউন ১৬৭.৮২০-১৬৭.৯২০=০.১০০ কিমি, ডাউন ১৬৮.১৯২-১৬৮.৯০০=০.৭০৮ কিমি, ডাউন ১৬৮.৫৬৪-১৬৮.৬৬৪=০.১০০ কিমি, ডাউন ১৭০.৪৯০-১৭০.৬৪০=০.১৫০ কিমি, ডাউন ১৭১.৮০১-১৭২.১০০=০.২৯৯ কিমি, আপ ১২২-১২৩=১ কিমি, আপ ১২৪-১২৬=২ কিমি, আপ ১৫৩.৮৩৮-১৫৩.৯৪৮=০.১১০ কিমি, আপ ১৫৪.২০৫-১৫৪.৩০৫=০.১০০ কিমি, আপ ১৫৪.৩৪৫-১৫৪.৪৪৫=০.১০০ কিমি, আপ ১৬৫.৯৫৫-১৬৬.৬৬০=০.৭০৫ কিমি, আপ ১৬৭.৩১৮-১৬৭.৩৯৮=০.০৮০ কিমি, আপ ১৬৭.৫৪৬-১৬৭.৭৪৬=০.২০০ কিমি, আপ ১৬৭.৮২০-১৬৭.৯২০=০.১০০ কিমি, আপ ১৬৮.৫৬৪-১৬৮.৭৬৪=০.২০০ কিমি, আপ ১৭০.৩৯০-১৭০.৪৫০=০.০৬০ কিমি. **আনুমানিক ব্যয়**: ১৬,২০,৩৪,১৯০.৯৭ টাকা. **বায়নামূল্য**: ৯,৬০,২০০ টাকা. **টেন্ডার ফর্মের মূল্য** : শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ**: অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ০৯.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-420/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter


## ভিনসেন্ট কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৫১৯০৯এমএইচ১৯৮২পিএলসি২৯৪৯৫৯
রেজি. অফিসঃ বি-১১/১২, ভিওয়ানডিওয়ালা টেরেস, গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্রিন্সেস স্ট্রিট, মার্লিন লাইনস, মুম্বই-৪০০০০২
ইমেলঃ vincent.co1982@gmail.com

পার্ট ১ — ৩০.০৯.২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত ফলাফলের বিবৃতি (টাকা লক্ষে)

| ক্রম. নং. | বিবরণ | ৩ মাস শেষ (৩০.০৯.২০২৪) (অনিরীক্ষিত) | পূর্ববর্তী ৩ মাস শেষ (৩০.০৬.২০২৪) (অনিরীক্ষিত) | অনুরূপ ৩ মাস আগের বছর শেষ (৩০.০৯.২০২৩) (অনিরীক্ষিত) | বর্তমান সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান শেষ (৩০.০৯.২০২৪) (অনিরীক্ষিত) | শেষ হওয়া আগের বছরের জন্য বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান (৩০.০৯.২০২৩) (অনিরীক্ষিত) | আগের বছর শেষ (৩১.০৩.২০২৪) (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | অপারেশন থেকে আয় | | | | | | |
| | (ক) অপারেশন থেকে রাজস্ব | ১২০.৮১ | ৫৫.৫০ | ৪৮.০১ | ১৭৬.৩১ | ৫৭.৯১ | ৩৪৫.০৫ |
| | (খ) অন্যান্য অপারেটিং আয় | ০ | ০ | ১১৩.৫২ | ০.০০ | ৫.৯১ | ২২১.৮৮ |
| | অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট) | ১২০.৮১ | ৫৫.৫০ | ১৬১.৫৩ | ১৭৬.৩১ | ৬৩.৮২ | ৫৬৬.৯৩ |
| ২. | ব্যয় | | | | | | |
| | (ক) উপকরণের খরচ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| | (খ) স্টক-ইন-ট্রেড ক্রয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ |
| | (গ) সমাপ্ত পণ্যের ইনভেন্টরিতে পরিবর্তন, কাজ চলছে এবং স্টক ইন ট্রেড | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ |
| | (ঘ) কর্মচারী বেনিফিট খরচ | ১০.০৩ | ১১.৬৭ | ৫.৭৯ | ২১.৭ | ৮.৪৭ | ৭১.৯৫ |
| | (ঙ) অবচয় এবং পরিশোধের ব্যয় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ |
| | (চ) আর্থিক খরচ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ |
| | (ছ) অন্যান্য খরচ (মোট ১০ শতাংশের বেশি যে কোন আইটেম ক্রমাগত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত ব্যয় দেখানো হবে আলাদাভাবে) | ৮৫.১৭ | ২৪.৩১ | ৫৪.৩৬ | ১০৯.৪৮ | ৬৫.৫২ | ৪৬৩.২ |
| ৩. | অন্যান্য আয়, অর্থ ব্যয় এবং ব্যতিক্রমী আইটেম (১-২) এর আগে অপারেশন থেকে লাভ / (ক্ষতি) | ২৫.৬১ | ১৯.৫২ | ১০১.৩৮ | ৪৫.১৩ | -১০.১৭ | ৩১.৭৮ |
| ৪. | ব্যতিক্রমী আইটেম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ |
| ৫. | করের আগে সাধারণ কার্যকলাপ থেকে লাভ / (ক্ষতি) (৩+৪) | ২৫.৬১ | ১৯.৫২ | ১০১.৩৮ | ৪৫.১৩ | -১০.১৭ | ৩১.৭৮ |
| ৬. | কর বাবদ খরচ | ৬.৪ | ৪.৮৮ | ২৫.৩৪ | ১১.২৮ | ০.০০ | ৫.১৬ |
| ৭. | করের পরে সাধারণ কার্যক্রম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি) (৫-৬) | ১৯.২১ | ১৪.৬৪ | ৭৬.০৪ | ৩৩.৮৫ | -১০.১৭ | ২৬.৬২ |
| ৮. | অসাধারণ আইটেম (নিট কর টাকা খরচ.........লক্ষ) | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ |
| ৯. | সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (৭+৮) | ১৯.২১ | ১৪.৬৪ | ৭৬.০৪ | ৩৩.৮৫ | -১০.১৭ | ২৬.৬২ |
| ১০. | সহযোগীদের লাভের অংশ / (ক্ষতি)* | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ১১. | সংখ্যালঘু স্বার্থ* | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ১২. | নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে, সংখ্যালঘু সুদ এবং সহযোগীদের লাভ / (ক্ষতি) ভাগ (৯+১০+১১)* | ১৯.২১ | ১৪.৬৪ | ৭৬.০৪ | ৩৩.৮৫ | -১০.১৭ | ২৬.৬২ |
| ১৩. | পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ টাকা প্রতি নির্দেশিত হবে) | ৫৮.৫৭ | ৫৮.৫৭ | ৫৮.৫৭ | ৫৮.৫৭ | ৫৮.৫৭ | ৫৮.৫৭ |
| ১৪. | অ) শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (টাকা ....... প্রতিটি) (বার্ষিক নয়)* | | | | | | |
| | (ক) মৌলিক | ০.৩৩ | ০.২৫ | ১.৩০ | ০.৫৮ | -০.১৭ | ০.৪৫ |
| | (খ) মিশ্রিত | ০.৩৩ | ০.২৫ | ১.৩০ | ০.৫৮ | ২.১২ | ০.৪৫ |
| ১৫. | আ) শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের পরে) (টাকা ....... প্রতিটি) (বার্ষিক নয়)* | | | | | | |
| | (ক) মৌলিক | ০.৩৩ | ০.২৫ | ১.৩০ | ০.৫৮ | ২.১২ | ০.৪৫ |
| | (খ) মিশ্রিত | | | | | | |
| | আর্থিক ফলাফলের সহগামী নোট দেখুন | ০.৩৩ | ০.২৫ | ১.৩০ | ০.৫৮ | ২.১২ | ০.৪৫ |

*একত্রিত ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

**মন্তব্যঃ** ১) ১৪ই নভেম্বর ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২) সংবিধিবদ্ধ অডিটররা এই আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছে এবং তাদের রিপোর্ট অযোগ্য।
৩) সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন এবং ঘোষণা সহ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য উপরের ফলাফলগুলি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
৪) ৩০.০৯.২০২৪ তারিখের উপরোক্ত আর্থিকগুলি Ind AS-এর প্রযোজ্যতা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।
৫) আর্থিক হিসাবে উল্লিখিত উদ্ধৃতিবিহীন বিনিয়োগগুলি মূল্যের সাথে মূল্যবান।
৬) স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এবং অগ্রিম চাহিদা অনুযায়ী প্রদেয় এবং মূল্যের সাথে মূল্যবান।
৭) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল কোম্পানি অ্যাক্ট ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ভারতীয় গণনা মানগুলির সাথে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি এবং সেবি প্রবিধান ২০১৫ এর প্রবিধান ৩৩ এর শর্তাবলীতে পড়া হয়েছে।
৮) কোম্পানিটি 'নন-ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (লোন নেওয়া এবং দেওয়া/বিনিয়োগ)' ব্যবসায় নিযুক্ত এবং ১০৮ অপারেটিং সেগমেন্ট হিসাবে Ind AS অনুযায়ী শুধুমাত্র একটি রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে।
৯) এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর প্রবিধান ৩৩ অনুসারে কোম্পানিটি ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডলোন ফলাফল প্রকাশ করতে বেছে নিয়েছে।
১০) বর্তমান পিরিয়ডের শ্রেণীবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য যেখানেই প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী পিরিয়ডের চিত্র পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে।

ভিনসেন্ট কমার্শিয়াল কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- শান্তিলাল জৈন
(ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ০০৭৪১৫৮৯

তারিখঃ ১৪ই নভেম্বর, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

## সুনিতা বন্ড এবং হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি অফিসঃ ৫৮ (৩৮), এস.এন. ব্যানার্জি রোড ব্যারাকপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১২০
CIN : L65925WB1983PLCO35697, ফোনঃ +৯১ ৯৩১৯১২৫১১৮
ইমেল আইডিঃ sbhlplcgmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.sunitabonds.com,

সুনিতা বন্ড অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
৩০ জুন, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (IND-AS) মেনে তৈরি (মূল্য লক্ষে)

৩০ জুন ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

| বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০-০৯-২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০-০৯-২০২৩ (অনিরীক্ষিত) | বছর সমাপ্তি ৩১-০৩-২০২৪ (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|
| অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট) | ০.৯২ | ০.৮৮ | ৩.৪১ |
| নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম) | ০.১১ | ০.০৯ | ০.১০ |
| নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য, (ব্যতিক্রমীএবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে) | ০.১১ | ০.০৯ | ০.১০ |
| নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে, (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে) | ০.১১ | ০.০৯ | ০.১০ |
| সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সমন্বিত) (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে) | ০.১১ | ০.০৯ | ০.১০ |
| ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০ টাকা) | ৬৯.৫০ | ৬৯.৫০ | ৬৯.৫০ |
| সংরক্ষিত (সংরক্ষণ ব্যতীত পুনমূল্যায়ণ) | - | - | - |
| শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (কারবার চালিয়ে যাওয়া এবং বন্ধ করার জন্য) (ক) মূল | ০.০২ | ০.০১ | ০.০১ |
| (খ) মিশ্র | ০.০২ | ০.০১ | ০.০১ |

নোটঃ

১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ১৪, নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস তাদের মিটিংয়ে রেকর্ডে নিয়েছিল। কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটররা ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০ জুন, ২০২৪ শেষের ফলাফলের জন্য একটি সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।

২. উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক সমাপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.msei.in) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sunitabonds.com-এ।

৩. উপরের ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ ('IND-AS') অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানির (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিগুলির ৩ এর সাথে একত্রে পড়া হয়েছে , ২০১৫ এবং কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) বিধিমালা, ২০১৬ সংশোধিত।

সুনিতা বন্ডস এন্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা/-
অশোক সিং কুমার
ডিরেক্টর
DIN- 06706878

তারিখঃ নভেম্বর ১৫, ২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

## নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেড

CIN NO.L24231WB1983PLC035857
রেজি অফিস কক্ষ-৪৭, সল্টলেক সিটি ডিইসিঃ ১, বিএল-এএ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গঃ ৭০০০৬৪, ভারত
ইমেল আইডিঃ btsyndicateltd1983@gmail.com

৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত ফলাফলের বিবৃতি (লক্ষ টাকা)

| ক্রম নং. | বিবরণ | ৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৩ (অনিরীক্ষিত) | অর্ধবর্ষ শেষে ৩০।৯।২৪ (অনিরীক্ষিত) | অর্ধবর্ষ শেষে ৩০।৯।২৩ (অনিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | মোট আয় | ৯.২২ | ৮৬.৬৪ | ২৯.৮৩ | ১২৬.৩৩ |
| ২। | নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (ট্যাক্সের আগে, ব্যতিক্রমী বা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম) | (২৩.৯৬) | ১৯.৮৫ | (২২৭.৭৩) | ১০.৫৬ |
| ৩। | নিট লাভ/ (ক্ষতি) ট্যাক্সের আগের সময়ের জন্য, (ব্যতিক্রমী বা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমের পরে) | (২৩.৯৬) | ১৯.৮৫ | (২২৭.৭৩) | ১০.৫৬ |
| ৪। | নেট লাভ /(ক্ষতি) ট্যাক্সের পরের মেয়াদের জন্য (ব্যতিক্রমী বা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমের পরে) | (১৭.৪৩) | ১৪.৮৯ | (৪৩.০২) | ৫.৬০ |
| ৫। | ইকুইটি শেয়ার মূলধন | ১,০২৬.৯০ | ১,০২৬.৯০ | ১,০২৬.৯০ | ১,০২৬.৯০ |
| ৬। | সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে | (৪৬.০১) | ১৩.৩৬ | (৪৬.০১) | ১৩.৩৬ |
| ৭। | শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলমান ও বন্ধ কারবারের জন্য) | | | | |
| | ক) মূল | (০.০২) | ০.০১ | (০.০৪) | ০.০১ |
| | খ) মিশ্র | (০.০২) | ০.০১ | (০.০৪) | ০.০১ |

**দ্রষ্টব্যঃ**
১. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অ-নিরীক্ষিত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।
২. উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ভরা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। সম্পূর্ণ বিন্যাসটি BSE ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং পক্ষে
নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেডের জন্য,
ভাবিন শান্তিলাল জৈন
(পরিচালক)
DIN : 00741604

তারিখঃ ১৪।১১।২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

## কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

(CIN : L65993WB1974PLC157598)
রেজি. অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউস, ৭, ক্যাম্যাক স্ট্রিট, ইউনিট নং ৩বি, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩,
ই-মেইলঃ kilgroup2010@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.kabirdasinvestmentslimited.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অ-নিরীক্ষিত একত্রিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

| ক্রম নং. | বিবরণ | ৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৪ অনিরীক্ষিত | ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত | ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত | অর্ধবর্ষ শেষে ৩০।৯।২৪ অনিরীক্ষিত | অর্ধবর্ষ শেষে ৩০।৯।২৩ অনিরীক্ষিত | বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪ অনিরীক্ষিত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কারবার থেকে আয় | ২০.৪০ | ৩.১৪ | ১৫.৯০ | ২৩.৫৬ | ১৮.৪৫ | ৩৩.৭২ |
| ২। | অন্যান্য আয় | - | - | - | - | - | - |
| ৩। | মোট আয় | ২০.৪০ | ৩.১৪ | ১৫.৯০ | ২৩.৫৬ | ১৮.৪৫ | ৩৩.৭২ |
| ৪। | মোট পরিচালন ব্যয় | ৪৮.৮৯ | ৪৫.৩৮ | ২০.৩৪ | ৯৪.২৭ | ৩৭.৬২ | ১২৭.৪৫ |
| ৫। | সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে,ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম #) | (২৮.৪৯) | (৪২.২৫) | (৪.৪৪) | (৭০.৭১) | (১৯.১৭) | (৯৩.৭৪) |
| ৬। | ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবং/ অথবা অতি-সাধারণ আইটেম পরে #) | (২৮.৪৯) | (৪২.২৮) | (৪.৪৬) | (৭০.৭৫) | (১৯.১৯) | (১১২.৩৬) |
| ৭। | মেয়াদ / বছরের জন্য মোট বিস্তৃত আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে) | ১,৩৬৬.৭৭ | ৮৯.৬৪ | ৩২২.৫৩ | ১,৪৫৬.৪৩ | ৬০৭.০৭ | ১,১২২.১৩ |
| ৮। | ইকুইটি শেয়ার মূলধন (১টাকা প্রতি) | ৩৯.৫৭ | ৩৯.৫৭ | ৩৯.৫৭ | ৩৯.৫৭ | ৩৯.৫৭ | ৩৯.৫৭ |
| ৯। | অন্যান্য ইক্যুইটি | | | | | | ২,৫২১.৬৬ |
| ১০। | শেয়ার প্রতি আয় (১টাকা প্রতি) (বার্ষিকীনহে) | | | | | | |
| | মূল | (০.৭২) | (১.০৭) | (০.১১) | (১.৭৯) | (০.৪৮) | (২.৮৪) |
| | মিশ্র | (০.৭২) | (১.০৭) | (০.১১) | (১.৭৯) | (০.৪৮) | (২.৮৪) |

# কোম্পানির কোন ব্যতিক্রমী এবং অসাধারন আইটেম নেই।

**স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা**

| ক্রম নং. | বিবরণ | ৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৪ অনিরীক্ষিত | ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত | ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত | অর্ধবর্ষ শেষে ৩০।৯।২৪ অনিরীক্ষিত | অর্ধবর্ষ শেষে ৩০।৯।২৩ অনিরীক্ষিত | বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪ অনিরীক্ষিত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১। | কারবার থেকে মোট আয় | ২০.৪৩ | ৩.১৪ | ১৫.৯০ | ২৩.৫৬ | ১৮.৪৫ | ৩৩.৭২ |
| ২। | কর পূর্বে লাভ | (২৮.৪৭) | (৪২.২৫) | (৪.৪৪) | (৭০.৭১) | (১৯.১৭) | (৯৩.৭৪) |
| ৩। | করের পর লাভ | (২৮.৪৭) | (৪২.২৫) | (৪.৪৪) | (৭০.৭১) | (১৯.১৭) | (১১২.২৫) |
| ৪। | মোট ব্যাপক ব্যয় | ১,৩৬৬.৭৯ | ৮৯.৬৮ | ৩২২.৫৫ | ১,৪৫৬.৪৭ | ৬০৭.০৮ | ১,১২২.২৪ |

দ্রষ্টব্যঃ
১. উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বর্ষ সমাপ্ত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিকের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট আর্থিক ফলাফল MSEI-এর ওয়েবসাইটে (www.msei.in) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.kabirdasinvestments.com) পাওয়া যায়।
২. ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য কোম্পানি / গ্রুপের আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ নভেম্বর ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে সংবিধিবদ্ধ অডিটর দ্বারা।
৩. সংবিধিবদ্ধ অডিটর ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য কোম্পানির আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডালোন এবং একত্রিত) উপর আন-সংশোধিত সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রদান করেছে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
কবিরদাস ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
জুবিন দীপক মেহতা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN : 06558255

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪ নভেম্বর ২০২৪

## প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1990PLC048885
রেজি.অফিসঃ ১৪তলা, স্যুট নং ১৪০৫, ওম টাওয়ারস, ৩২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা- ৭০০০৭১
ফোন নম্বরঃ +৯১-২২- ৬৬৩০১১৫৬ ইমেলঃ abhishek@paflin,ওয়েবসাইটঃ www.pafl.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

| ক্রম নং. | বিবরণ | ৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩ মাস শেষে ৩০।৯।২৩ (অনিরীক্ষিত) | অর্ধবর্ষ শেষে ৩০।৯।২৪ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪ (পরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | মোট কারবার থেকে আয় (নিট) | ১৪১২১.৬৭ | ৯০৫০.০৬ | ২৯৩৬৪.৩৪ | ৫৩৭৫৫.২৪ |
| ২. | সময়ের জন্য নিট লাভ /(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম) | ৪৬৫২.৪৫ | ৩৩৯০.৩৩ | ১৮৭১০.৮৬ | ২৮৮৬৬.৮১ |
| ৩. | করের পূর্বে (পরবর্তী সময়ের জন্য) নিট লাভ / (ক্ষতি) ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম) | ৪৬৫২.৪৫ | ৩৩৯০.৩৩ | ১৮৭১০.৮৬ | ২৮৮৬৬.৮১ |
| ৪. | করের পরে সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে) | ৩৫৮৬.৮৮ | ২৩৪৪.৭৬ | ১৬৯৮৬.২২ | ২০৭৯০.২৫ |
| ৫. | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [পর্যায়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)] | ৩৫৮৬.৮৮ | ২৩৪৪.৭৬ | ১৬৯৮৬.২২ | ২০৭৯০.২৫ |
| ৬. | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১০ টাকা প্রতি) | ৫০৮২৪ | ৫০৮২৪ | ৫০৮২৪ | ৫০৮২৪ |
| ৭. | শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র | ০.৭১ | ০.৪৬ | ৩.৩৪ | ৪.০৯ |

নোটঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরেরটি SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে CSE Ltd-এর কাছে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। উল্লিখিত ফলাফলগুলির সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.pafl.in

প্রিমিয়ার অটো ফাইন্যান্স লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
অভিষেক গুপ্ত
পরিচালক
DIN: 05269803

তারিখ ঃ১৪.১১.২০২৪
স্থানঃ মুম্বাই

## "ফর্ম নং INC-২৬"

[কোম্পানী (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ৩০ বিধি অনুসারে]
নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতে হবে
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানি
কেন্দ্রীয় সরকারের আগে পূর্বাঞ্চল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এবং এর ধারা (এ) এর ক্ষেত্রে
কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ৩০ বিধির উপ-বিধি (৫)
এবং
অ্যাকশন ডিলার প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে (CIN:U51909WB2008PTC130160)
নিবন্ধিত অফিস ৩এ, ম্যাঙ্গো লেন ৪র্থ তলা, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১

....আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর অধীনে আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে যাতে শর্তাবলীতে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়। কোম্পানিকে তার পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য ১৪ নভেম্বর ২০২৪ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভায় পাস করা বিশেষ রেজোলিউশনের "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "রাজস্থান রাজ্য" পর্যন্ত নিবন্ধিত অফিস।
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগ দাখিল করে ডেলিভারি বা পাঠাতে পারেন আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল, নিজাম প্যালেস, ২-এর প্রতি তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার / তার আপত্তির নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ২ তল, ২৩৪ / ৪, এ. জে.সি. বি রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ভারত এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে আবেদনকারী কোম্পানির একটি অনুলিপি সহ আবেদনকারী কোম্পানিকে তার নিবন্ধিত অফিসে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবেঃ
৩এ, ম্যাঙ্গো লেন ৪র্থ তলা, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০১

বোর্ডের পক্ষে এবং
অ্যাকশন ডিলার প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
আদিত্য কোচার
(ডিরেক্টর)
DIN: 00283312

তারিখঃ ১৫।১১।২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

## শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লিমিটেড

CIN NO. L17232WB1981PLC034372
রেজি অফিসঃ ৪০বি, ৩ তলা, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭২
ইমেল আইডি ঃ skjpl1981@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.skjpl.in
ফোন নং. ৯০৭৩৯৬৫৫০৩
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য
পার্ট ১ — অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি (লক্ষ)

| | বিবরণ | ৩ মাস শেষ ৩০.৯.২৪ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ থেকে তারিখ পরিসংখ্যান ৩০.৯.২৪ (অনিরীক্ষিত) | সমতুল্য ৩ মাস শেষে পূর্ব বর্ষে ৩০.৯.২৩ (অনিরীক্ষিত) | পূর্ব বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ (পরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|---|
| | নীচের নোট পড়ুন | | | | |
| ১. | মোট কারবার থেকে আয় | ১.৮১ | ১.৮১ | ০.০০ | ৪.৮৫ |
| ২. | সময়ের জন্য নিট লাভ /(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম *) | -১.৪৪ | -৯.৩৮ | ০.০০ | ০.৬৩ |
| ৩. | করের পূর্বে (পরবর্তী সময়ের জন্য) নিট লাভ / (ক্ষতি) ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম*) | -১.৪৪ | -৯.৩৮ | ০.০০ | ০.৬৩ |
| ৪. | করের পরে সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে) | -১.৪৪ | -৯.৩৮ | ০.০০ | ০.৬৩ |
| ৫. | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [পর্যায়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)] | -১.৪৪ | -৯.৩৮ | ০.০০ | ০.৬৩ |
| ৬. | ইক্যুটি শেয়ার মূলধন | ২৪.৭৫ | ২৪.৭৫ | ২৪.৭৫ | ২৪.৭৫ |
| ৭. | সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) যেমন অডিটে দেখানো হয়েছে পূর্ব বছরের ব্যালেন্স শীট | -- | -- | -- | -- |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) (চলতি ও বন্ধ কারবারের জন্য) | | | | |
| | মূল | -০.৫৮ | -৩.৮৩ | ০ | ০.২৬ |
| | মিশ্র | -০.৫৮ | -৩.৮৩ | ০ | ০.২৬ |

নোটঃ
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ নভেম্বর ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভাগুলিতে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ত্রৈমাসিকের জন্য উপরের আর্থিক ফলাফলগুলির একটি "সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন" পরিচালনা করেছেন এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ অর্ধবর্ষ শেষ হয়েছে।
২. এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) নিয়ম, ২০১৫ এবং প্রযোজ্য পরিমাণে অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩. কোম্পানির IND AS ১০৮ 'অপারেটিং সেগমেন্ট' অনুযায়ী শুধুমাত্র একটি রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে
৪. পরিশোধিত মূলধন ২,৪৭,৫০০ শেয়ার নিয়ে গঠিত টাকা ১০ /- প্রতিটি টাকা ২৪,৭৫,০০০ /-।
৫. যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়কাল এবং বছরের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৬. শেয়ারগুলি CSE এবং MSEI -এ তালিকাভুক্ত।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
সুরজ কুমার ঝা
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN : 10197854

তারিখঃ ১৪।১১।২০২৪
স্থানঃ নিউদিল্লি

# মরসুমের প্রথম জয়ে বাংলার চাই সামির সাথ ও সাত

**ইন্দোর, ১৫ নভেম্বরঃ** মরসুমের প্রথম জয়ের খোঁজে বাংলা। নকআউটের আশা জিইয়ে রাখতে এই ম্যাচে জেতা ছেড়া বিকল্প নেই। পঞ্চম রাউন্ডের ম্যাচ শেষেই রঞ্জি ট্রফিতে বিরতি। এরপর শুরু হবে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। লাল-বলের ক্রিকেটে ব্রেকে যাওয়ার আগে ছয় পয়েন্ট খুবই জরুরি। কাজটা একেক সময় সহজ মনে হয়েছে, আবার কখনও কঠিন। মধ্যপ্রদেশ বনাম বাংলা ম্যাচের এখনও অবধি যা পরিস্থিতি, শেষ দিন রুদ্ধশ্বাস হতে চলেছে। বাংলার দেওয়া ৩৩৮ রান তাড়া করতে নেমে ৩ উইকেটে ১৫০ তুলে নিয়েছে মধ্যপ্রদেশ। বাংলার চাই সামির সাথ ও আরও সাত উইকেট। ম্যাচের প্রথম দিন পুরোপুরি ব্যাকফুটে ছিল বাংলা। প্রথম ইনিংসে মাত্র ২২৮ রানে অলআউট হয়ে যাওয়া। প্রতিপক্ষর মাত্র ১ উইকেটে ১০৩ রান। প্রায় এক বছর পর প্রতিযোগিতা মূলক ক্রিকেটে ফিরে স্বস্তিতে দেখাচ্ছিল না দেশের সেরা পেসার মহম্মদ সামিকেও। দ্বিতীয় দিন থেকে ম্যাচের রং বদলাতে থাকে। সামির অনবদ্য বোলিংয়ে ম্যাচে ফেরে বাংলা। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতেও ভরসা দিয়েছেন সামি। প্রথম ইনিংসের লিড মিলিয়ে

মধ্যপ্রদেশকে ৩৩৮ রানের টার্গেট দিয়েছে বাংলা। চতুর্থ ইনিংসে ৩৩৮ রান তোলা সহজ নয়। তবে মধ্যপ্রদেশ ব্যাটিং লাইন আপে ঘরোয়া ক্রিকেটের সেরা কয়েকজন ব্যাটার রয়েছেন। প্রতিপক্ষের দশ উইকেট নিতে যে ঘাম ছুটবে প্রত্যাশিত। হিমাংশু মন্ত্রীকে ফিরিয়ে মধ্যপ্রদেশের ওপেনিং জুটি ভাঙেন বাংলার তরুণ পেসার রোহিত কুমার। আর এক ওপেনার শুভ্রাংশু সেনাপতিকে ফেরান বাঁ হাতি স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। শেষ বেলায় অনুভব আগরওয়ালের উইকেট নেন মহম্মদ সামি। যদিও তৃতীয় দিনের শেষে ক্রিজে রয়েছেন রজত পাতিদার (৩২) ও ক্যাপ্টেন শুভম শর্মা (১৮)। শেষ দিন মধ্যপ্রদেশের চাই আরও ১৮৮ রান। বাংলার প্রয়োজন ৭ উইকেট। এর জন্য দিনের প্রথম সেশনে সামির বিধ্বংসী বোলিং প্রয়োজন। বাংলা শিবির তারই প্রত্যাশায়।

# মেসির আর্জেন্টিনাকেও হারিয়ে চমক প্যারাগুয়ের

গ্যালারি জুড়ে শুধুই প্যারাগুয়ের লাল-সাদা স্ট্রাইপের জার্সি। আর্জেন্টিনার জার্সি কিছু আছে কী না একদমই বোঝা গেল না। মাঠেও যেন একই চিত্র! প্যারাগুয়ের চমৎকার ফুটবলের সামনে খুঁজেই পাওয়া গেল না বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে ভুগল বল দখলে রাখতে, পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে। উজ্জীবিত ফুটবলে লিওনেল স্কালোনির দলকে হারিয়ে দিল প্যারাগুয়ে।

**আসুনসিওন, ১৫ নভেম্বরঃ** বিরতির সময়ের দৃশ্য। মাঠে ব্রাজিলিয়ান রেফারি অ্যান্ডারসন দারোঙ্কোর প্রতি আঙুল উঁচিয়ে কিছু একটা বললেন লিওনেল মেসি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, রেফারির কোনো একটি সিদ্ধান্ত ভালো লাগেনি। কথা বলতে গিয়ে মেজাজ হারিয়েছেন। এমন মেসিকে যেমন খুব কম দেখা যায়, তেমনি আর্জেন্টিনার হারও। আসুনসিওনের দেল চাকো স্টেডিয়ামে আজ সেই মাঠ ছেড়েছে লিওনেল স্কালোনির দল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের একটি সংস্করণে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে হারাল প্যারাগুয়ে। গত সেপ্টেম্বরে এই দেল চাকো স্টেডিয়ামেই তাদের কাছে হেরেছে ব্রাজিল। ২০১০ বিশ্বকাপ বাছাইয়েও ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছিল প্যারাগুয়ে। পিছিয়ে পড়ে ৬৯ মিনিটে ম্যাচে ফেরার দারুণ সুযোগ পেয়েছে আর্জেন্টিনা। বাঁ প্রান্ত থেকে

কাণ্ডই ঘটিয়েছে প্যারাগুয়ে। ১১ মিনিটে লাওতারো মার্তিনেজের বাঁ পায়ের ফিনিশিংয়ে আর্জেন্টিনাই এগিয়ে গিয়েছিল ম্যাচে। কিন্তু মাত্র ৮ মিনিটের জন্য। পরের মুহূর্তটি ম্যাজিক! আন্তোনিও সানাব্রিয়ার চোখধাঁধানো বাইসাইকেল কিকে করা গোলে সমতায় ফেরে প্যারাগুয়ে। আয়োজকদের এই স্বস্তিকে আনন্দে রূপ দেন ওমর আলদেরেতে। ৪৭ মিনিটে তাঁর হেডে এগিয়ে যায় প্যারাগুয়ে। লিওনেল মেসি পুরো সময় মাঠে থাকার পরও আর্জেন্টিনা আর পারেনি। ২-১ গোলের হার নিয়ে হুলিয়ান আলভারেজের দূরপাল্লার পাস পান রদ্রিগো দি পল। ডান প্রান্ত দিয়ে ফাঁকা পেয়ে ছুটে বল নিয়ে বক্সেও ঢুকে পড়েন। কিন্তু প্যারাগুয়ে গোলকিপার গাতিতো ফার্নান্দেজকে একা পেয়েও বল মারেন পোস্টের ওপর দিয়ে। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৩ মিনিট আগে মেসির ক্রস থেকে ভ্যালেন্তিন কাস্তেয়ানোসের হেড একটুর জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। পিছিয়ে পড়ে এমন আরও কিছু সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি আর্জেন্টিনা। মেসিকেও দেখা যায়নি তাঁর চেনা রূপে। তবে শুরুটা দারুণ করেছিলেন মার্তিনেজ। এনজো ফার্নান্দেজের থ্রু পাস পেয়ে বাঁ প্রান্তে অফ সাইড ফাঁদ কেটে ঢুকে পড়েন বক্সে। বাঁ পায়ের শটে গোল করতে অসুবিধা হয়নি ইন্টার মিলান স্ট্রাইকারের। আর্জেন্টিনার হয়ে এ নিয়ে ৬৯ ম্যাচে ৩১ গোল করলেন মার্তিনেজ। কিন্তু ১৯ মিনিটের মাথায় সানাব্রিয়ার ম্যাজিক জাগিয়ে তোলে দেল চাকো স্টেডিয়ামের দর্শকদের। ডান প্রান্ত থেকে গুস্তাভো ভেলেজকুয়েজের ক্রস বক্সে আড়াআড়িভাবে পেয়ে যান তুরিনো ফরোয়ার্ড। তাঁর বাইসাইকেল কিকে করা গোলটি দর্শকেরা মনে রাখবেন বহুদিন। বিরতির পর ৪৭ মিনিটে ডিয়েগো গোমেজের ফ্রি-কিক থেকে হেডে গোল করেন আলদেরেতে। দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ইতিহাসে দ্বিতীয় দল হিসেবে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম গোল হজম করেও জিতল প্যারাগুয়ে। ২০০৭ সালে প্রথম দল হিসেবে এভাবে জিতেছিল কলম্বিয়া। দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্বে ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্জেন্টিনা। ১০ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে কলম্বিয়া। ভেনেজুয়েলার মাঠে ১-১ গোলে ড্র করা ব্রাজিল ১১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়। বলিভিয়াকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে ইকুয়েডর। ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে উঠে এসেছে দলটি। সমান ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট পেলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে ছয়ে প্যারাগুয়ে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে শীর্ষ ছয় দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে। সপ্তম দলটিকে খেলতে হবে প্লে-অফ। আগামী বুধবার সকালে বাছাইপর্বে এ বছর নিজেদের শেষ ম্যাচে পেরুর মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা।

# ‘রাজা রাজত্বে ফিরেছে’

## বিরাট কোহলিকে নিয়ে সতর্কবার্তা শাস্ত্রীর

**ওয়াকা, ১৫ নভেম্বরঃ** বিরাট কোহলিকে যে কয়েকজন খুব কাছ থেকে চেনেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম রবি শাস্ত্রী। ভারতীয় দলে ডিরেক্টর, হেড কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম বার টেস্ট সিরিজ জয়। ২০১৮-১৯ মরসুমের সেই সফরে শাস্ত্রী-কোহলি জুটি ছিলেন। বিরাট কোহলিকে নিয়ে বরাবরই ‘পজেসিভ’ রবি শাস্ত্রী। ভালো সময়ে সকলেই পাশে থাকেন, রবি শাস্ত্রীর সমর্থন খারাপ সময়েও পেয়েছেন বিরাট কোহলি। সামনেই বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। বিরাট কোহলির এটিই শেষ সিরিজ বলেই মনে করছেন অনেকে। তার নানা কারণও রয়েছে। যদিও রবি শাস্ত্রীর সতর্কবার্তা, ‘রাজা নিজের রাজত্বে ফিরেছে’। ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ার পৌঁছে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ওয়াকায় নিজেদের মধ্যে একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলছে। বিরাট কোহলি অল্প রান করলেও ছন্দে দেখিয়েছে। তাঁর কভার ড্রাইভ, ব্যাকফুট পাঞ্চ, পুল শট বুঝিয়ে দিচ্ছিল, বড় রান যেন সময়ের অপেক্ষা। ২২ নভেম্বর পারথে শুরু পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে টেস্টে ক্লিনসুইপ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যেতে ভারতের কাছে এটি মরণ বাঁচন সিরিজ। এর জন্য বিরাটের রান পাওয়া জরুরি। সাম্প্রতিক হতাশার পারফরম্যান্সের জেরে বিরাটকে নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাট কোহলি বরাবরই ভয়ঙ্কর। সেটাই মনে করিয়ে আইসিসি রিভিউতে প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী বলেন, ‘‘সকলকে একটা কথাই বলতে পারি, রাজা তার নিজের রাজত্বে ফিরেছে।’’ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যে তিন ভারতীয় ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন, তাঁর একজন রবি শাস্ত্রী। বিরাটকে নিয়ে আরও যোগ করেন, ‘‘দীর্ঘ দিন ধরে অস্ট্রেলিয়ায় ভালো পারফর্ম করেছে। বিরাটকে নিয়ে ভয়টা অজি শিবিরেই। এই সমীহটা ও অর্জন করেছে।’’ কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল, বিরাট কোহলির চোট রয়েছে। সদ্য তিনি স্ক্যানও করিয়েছেন। যদিও প্র্যাক্টিস ম্যাচে তাঁর ব্যাটিংয়ের শুরুটা দেখে ফিটনেস নিয়ে আশ্বস্ত হওয়া গিয়েছে। দুর্দান্ত দুটি কভার ড্রাইভও খেলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, বড় ইনিংস আসছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের মতো দেশে খেলার সময় একটা কথা বারবার বলা হয়ে থাকে, এখানে ব্যাটাররা কখনও ‘সেট’ নয়। প্রতি ডেলিভারিতেই আশঙ্কা থাকে। সেটাই হল। ব্যক্তিগত ১৫ রানে মুকেশ কুমারের বোলিংয়ে সেকেন্ড স্লিপে ক্যাচ, আউট বিরাট কোহলি। এরপরই প্র্যাক্টিস নেটে চলে যান বিরাট কোহলি। প্রায় আধঘণ্টা নেটে ব্যাটিং প্র্যাক্টিস সারেন। পরে আবারও সেন্টার পিচে ব্যাটিংয়ে আসেন বিরাট কোহলি। এ বার তুলনামূলক ছন্দে। ব্যাকফুট পাঞ্চে, পুল শটে বাউন্ডারি। দুর্দান্ত ব্যাটিং করছিলেন। তবে দ্বিতীয় বার মুকেশ কুমারের বোলিংয়েই আউট বিরাট। প্রথম দিনের শুরুটা হতাশ হলেও সার্বিক ভাবে তাঁর ব্যাটিং পারফরম্যান্স অবশ্য খারাপ বলা যায় না।

# পাকিস্তানকে ধমক, ট্রফি ট্যুর বাতিলের নির্দেশ আইসিসির!

**দুবাই, ১৫ নভেম্বরঃ** চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে অপমানের শেষ নেই পাকিস্তানের। ভারতীয় বোর্ড আগেই জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানে টিম পাঠানো হবে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার তরফে পাকিস্তানকে বলা হয়েছিল, হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজন করার কথা। সেক্ষেত্রে আয়োজক দেশ হিসেবে পুরো টাকাই দেওয়া হবে তাদের। আইসিসির প্রস্তাব অনুযায়ী, ভারতের ম্যাচ এবং ফাইনাল দুবাইতে হোক, বাকি সব ম্যাচ পাকিস্তানে। যদিও এ বার নাছোড়বান্দা মনোভাব নিয়ে চলছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, আয়োজক হিসেবে সরে দাঁড়াবে এমনকি নিজেরাও টুর্নামেন্টে অংশ নেবে না। এরই মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ট্যুর নিয়ে আইসিসির ধমক খেল পাকিস্তান। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যদি হাইব্রিড মডেল না মানে তা হলে টুর্নামেন্ট সরিয়ে নেওয়া হতে পারে। বিকল্প হিসেবে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এমনকি ভারতেও হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারতকে পাল্টা দিতে পাকিস্তান অধীকৃত কাশ্মীরে ট্রফি ট্যুর আয়োজনের ঘোষণা করেছিল পিসিবি। তবে পাক অধীকৃত কাশ্মীরের বেশ কিছু এলাকায় ট্রফি ট্যুরের পরিকল্পনা গড়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে আইসিসি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে সরাসরি ধমক দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পাক অধীকৃত কাশ্মীরে কোনও ট্রফি ট্যুর করা যাবে না। ১৬ থেকে ২৪ নভেম্বর এই ট্রফি ট্যুর হওয়ার কথা। পাক অধীকৃত কাশ্মীরে ট্রফি ট্যুরে আইসিসির আপত্তি থাকলেও বাকি জয়গা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, সেটাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

# জাতীয় দলে সুযোগ পেয়ে আইডল নিয়ে ‘বিস্ফোরক’ জিথিন মাদাথিল

**নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বরঃ** নর্থইস্ট ইউনাইটেডের নির্ভরযোগ্য উইঙ্গার জিথিন মাদাথিল সুব্রান গত কয়েক মরসুম ধরে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে দুর্দান্ত পারফর্ম করে চলেছেন। তৎকালীন কোচ খালিদ জামিলের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান কোচ পেদ্রো বেনালির অধীনে জিথিনের খেলায় প্রতিদিনই উন্নতি ঘটেছে। গত মরসুমে দলের পারফরম্যান্স সন্তোষজনক না হলেও জিথিন নিজের দক্ষতা এবং প্রতিভার জন্য সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হন। বিশেষ করে স্প্যানিশ কোচ জুয়ান পেদ্রো বেনালির তত্ত্বাবধানে, তিনি দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের হয়ে খেলতে গিয়ে জিথিন তাঁর দক্ষতা এবং স্পিড দিয়ে দলের আপফ্রন্টকে শক্তিশালী করেছেন। চলতি মরসুমের শুরুতেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মতো শক্তিশালী দলকে ডুরান্ড কাপে পরাজিত করার ক্ষেত্রে জিথিনের বড় ভূমিকা ছিল। এর ফলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড তাঁকে ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে অন্যান্য ক্লাবও তাঁকে দলে টানার জন্য আগ্রহী ছিল।

জিথিনের পারফরম্যান্সের উন্নতির জন্যই তাঁকে জাতীয় দলে ডেকে নেওয়া হয়েছে। জাতীয় দলের প্রাক্তন কোচ ইগর স্টিমাক থেকে বর্তমান কোচ মানোলো মার্কুয়েজ পর্যন্ত, সবাই জিথিনের মধ্যে জাতীয় দলের জন্য একজন ভরসাযোগ্য খেলোয়াড় দেখেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে আসন্ন ম্যাচের কথা মাথায় রেখে কোচ মানোলো মার্কুয়েজ তাঁকে জাতীয় দলের শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা জিথিনের ক্যারিয়ারের জন্য এক বিশাল সম্মান। জাতীয় দলের শিবিরে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে জিথিন সম্প্রতি নিজের আইডলদের নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘‘আমি রোনাল্ডিনহোকে যথেষ্ট সম্মান করি এবং ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে সুনীল ছেত্রী আমার আইডল। শেষবার ভুবনেশ্বরে জাতীয় দলের শিবিরে যোগ দেওয়ার সময় সুনীল ছেত্রী আমাকে একটি বুট উপহার দিয়েছিলেন। সেই বুট আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আমি সেই বুট পরেই খেলতে নামি।’ এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, সুনীল ছেত্রীর প্রতি জিথিনের শ্রদ্ধা এবং অনুপ্রেরণা কতটা গভীর। সুনীল ছেত্রীর মতো কিংবদন্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত উসাহ এবং পরামর্শ জিথিনকে আরও ভালোভাবে খেলায় মনোযোগী করেছে। ছেত্রীর দেওয়া বুট জিথিনের জন্য শুধুমাত্র একটি উপহার নয়, বরং একটি প্রেরণার উৎস। প্রতিটি ম্যাচে সেই বুট পরে মাঠে নামা তাঁর কাছে সাফল্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জিথিনের এই মন্তব্য এবং তাঁর প্রতি ছেত্রীর ভালোবাসা প্রমাণ করে যে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কীভাবে এই কিংবদন্তির কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। সুনীল ছেত্রীর মতো অভিজ্ঞতার ধারকরা তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য শুধুমাত্র আদর্শই নয়, বরং তাঁরা এঁদের জন্য এমন এক ভিত্তি তৈরি করছেন যা ভবিষ্যতে ভারতীয় ফুটবলকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। জিথিনের মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাঁর এই মনোভাব এবং আইডলদের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁকে ভবিষ্যতে ভারতীয় ফুটবলের এক গুরুত্বপূর্ণ নাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আশাবাদী সকলেই।

# অলিম্পিকে পদক জয়ীদের ইলেকট্রিক গাড়ি উপহার ব্রিটিশ সংস্থার

**চন্ডীগড়, ১৫ নভেম্বরঃ** জেএসডব্লিউ এমজি মোটরস ইন্ডিয়া এবং জেএসডব্লিউ স্পোর্টস যৌথভাবে এবছর প্যারিস অলিম্পিকে বিজেতাদের পুরস্কৃত করার ঘোষণা করল। অলিম্পিয়ানদের পদক জয়ের জন্য একটি ব্র্যান্ড নিউ এমজি উইন্ডসোর ইভি দেওয়া হয়েছে। চন্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত এক ইভেন্টে সংস্থার কর্মকর্তারা বিজেতাদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ভারতে এমজি উইন্ডসোর ইভি ব্রিটিশ সংস্থা এমজির তৃতীয় ইলেকট্রিক মডেল। গাড়িটির দাম ১৩.৫০ লাখ টাকা (এক্স-শোরুম)। জানিয়ে রাখি, এবছর অক্টোবরে দেশের বাজারে লঞ্চ হয়েছিল মডেলটি। এ পর্যন্ত ৩,০০০-এর বেশি ক্রেতা গাড়িটি অর্ডার করেছেন বলে জানিয়েছে কোম্পানি। প্যারিস অলিম্পিকে ভারতীয় পদকজয়ী অ্যাথলেটদের সম্মান জানিয়ে এমজি মোটর উপহার দিল তাদের নতুন উইন্ডসোর ইভি। অলিম্পিকে দেশের গর্বিত প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাথলেটদের মধ্যে নীরজ চোপড়া, যিনি পুরুষদের

জ্যাভলিনে রৌপ্য পদক জিতেছেন এবং মনু ভাকের, যিনি মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল শ্যুটিংয়ে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছেন, এই গাড়ির মালিকানা লাভ করেন। এছাড়া সরবজোত সিংহ (পুরুষদের ৫০ মিটার রাইফেল শ্যুটিং), স্বপনিল কুসালে (পুরুষদের কুস্তি), এবং অমন সেহরাওয়াত ও ভারতীয় হকি দলের সদস্যরাও এমজি উইন্ডসোর ইভি উপহার পান। যাইহোক, পদক না পেলেও বিখ্যাত কুস্তিগীর বিনেশ ফোগাটকেও গাড়িটি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

# হতাশায় মোড়ানো ম্যাচের পরও শেষ আটে ফ্রান্স

**প্যারিস, ১৫ নভেম্বরঃ** ‘ক্ষুব্ধ ও হতাশ’- ইসরায়েলের বিপক্ষে ম্যাচ ড্র করার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটা এমনই ছিল ফরাসি রাইট-ব্যাক ইউলেস কুন্দের। প্রতিক্রিয়া অবশ্য এমন হওয়ারই কথা। শক্তি, সামর্থ্য আর পরিসংখ্যানে যোজন যোজন পিছিয়ে থাকা ইসরায়েলের বিপক্ষে ঘরের মাঠে গোলশূন্য ড্র

ফ্রান্সকে রুখে দিয়েছে ইসরায়েল।

করার পর কারই-বা আর মেজাজ শান্ত থাকে। নেশনস লিগের ম্যাচে প্যারিসে ৯০ মিনিট চেষ্টা করেও ন্যূনতম একটি গোল আদায় করতে পারেনি আয়োজক ফ্রান্স। অথচ ম্যাচে ৭১ শতাংশ বলের দখল রেখে ২৪টি শট নেয় দিদিয়ের দেশমের দল, যার ৮টিই ছিল লক্ষ্যে। বিপরীতে ২৯ শতাংশ বলের দখল রেখে ইসরায়েল শট নেয় মাত্র ৩টি। কিন্তু মাঠের পারফরম্যান্সের এই ব্যবধানও মেটাতে পারেনি ফ্রান্সের গোলের তৃষ্ণা। শেষ পর্যন্ত ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে ফ্রান্সকে। ইসরায়েলের বিপক্ষে এই ড্রয়ে অবশ্য খুব একটা ক্ষতি হচ্ছে না ফ্রান্সের। নেশনস লিগের শেষ আটের টিকিট ঠিকই নিশ্চিত করেছে তারা। রাজনৈতিক কারণে ইসরায়েলের বিপক্ষে ফ্রান্সের এই ম্যাচ ঘিরে ছিল বাড়তি উত্তাপ। গতকাল প্যারিসে নিরাপত্তাব্যবস্থাও ছিল বেশ কঠোর। এমনকি ৮০ হাজার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন স্টেডিয়ামে দর্শক উপস্থিতি ছিল ১৭ হাজারের নিচে। উল্টো নিরাপত্তার জন্য এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন ৪ হাজার নিরাপত্তারক্ষী। মূলত গত সপ্তাহে আমস্টারডামে ইসরায়েলের ক্লাব ম্যাকাবি তেল আবিবের সমর্থকদের ওপর হামলার পর প্যারিসের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। এমনকি ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ দর্শকদের মাঠে আসতে নিষেধ করে। এরপরও ১০০ জনের কাছাকাছি ইসরায়েলি দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। ফ্রান্সের সমর্থকদের সঙ্গে যারা এক পর্যায়ে সংঘর্ষেও জড়ান। তবে এই দর্শকেরা শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সকে রুখে দেওয়ার সাক্ষী হয়েই মাঠ ছেড়েছেন। অন্যদিকে এই ম্যাচ থেকে ফ্রান্সের একমাত্র প্রাপ্তি শেষ আটে যেতে পারা। যা মেনে নিয়েছেন কুন্দেও, ‘‘এই ম্যাচের একমাত্র ভালো দিক হচ্ছে, পরের রাউন্ডে

শেষ আট নিশ্চিত করে ইতালির উদযাপন।

যাওয়া নিশ্চিত করতে পারা।’’ ফ্রান্স কোচ দিদিয়ের দেশম অবশ্য প্রতিপক্ষের অতি-রক্ষণাত্মক খেলার ধরনকেই সামনে এনেছেন, ‘‘আমরা আরও ভালো করতে পারতাম। অবশ্য আমরা সেটাই করেছি, যা আলট্রা-ডিফেন্সিভ প্রতিপক্ষের বিপক্ষে করা যেত।’’ একই রাতে ফ্রান্সের মতো কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেয়েছে ইতালিও। ব্রাসেলসে বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা। ম্যাচের ১১ মিনিটে করা সান্দ্রো টোনালির গোলই গড়ে দিয়েছে পার্থক্য। ম্যাচ শেষে ইতালির কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি বলেন, ‘‘ছেলেরা অনেক ভালো খেলেছে। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা যদিও ধার হারিয়েছি, বিশেষ করে বল দখলে রাখার ক্ষেত্রে। যে কারণে অনেক ভুল পাসও দিয়েছি। ম্যাচের আগেই আমি বলেছিলাম, এই ধরনের ম্যাচে বলের দখল রাখতে হবে। এটাই ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল।’’ রাতের আরেক ম্যাচে গ্রিসের বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। এই জয়ে নেশনস লিগের লিগ বি গ্রুপ ২-এর শীর্ষে উঠে এসেছে ‘থ্রি লায়ন্স’রা। ইংল্যান্ডের জয়ে গোল করেছেন ওলি ওয়াটকিন্স ও কার্টিস জোন্স। অন্য গোলটি আত্মঘাতী। এই ম্যাচে মূল একাদশের বদলে বেঞ্চ থেকে শুরু করেন অধিনায়ক হ্যারি কেইন। ম্যাচ শেষে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ লি কার্সলে বলেন, ‘‘আমরা সঠিক পথেই আছি। আমাদের অসাধারণ কিছু প্রতিভা আছে।’’

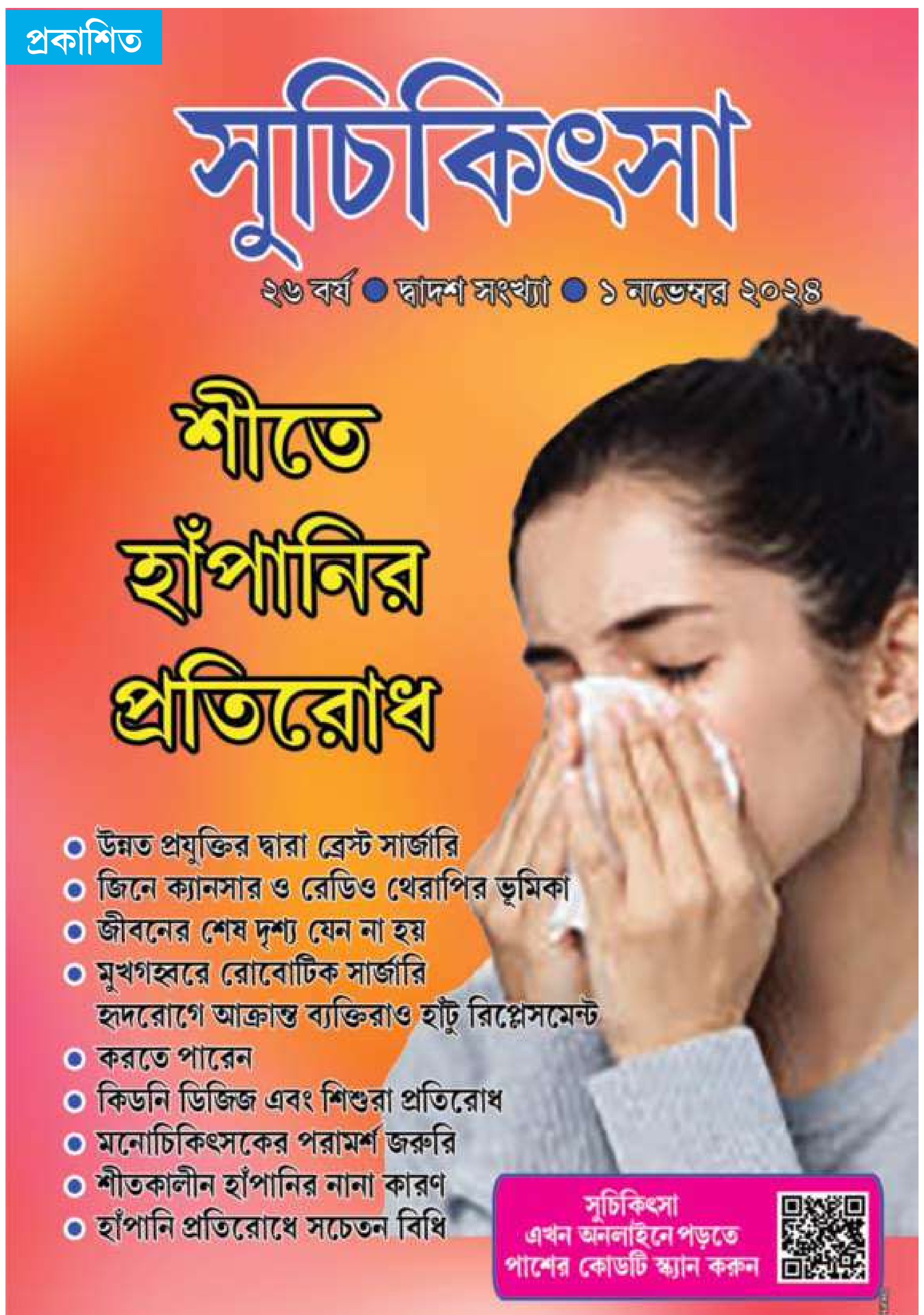


দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com